উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,১৯০.২৮ (-৩৪৫.৮০)
নিফটি : ২৫,৩৫৫.২৫ (-১২০.৮৫)

রাজনীতি ছাড়লে চাষ করবেন শা
দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জানিয়ে দিয়েছেন, আমরণ রাজনীতিতে থাকার ইচ্ছা তাঁর নেই। অবসর জীবনে তাঁর সঙ্গী হবে বেদ, উপনিষদ আর জৈব চাষ! » ৭

নোবেল দাবি কেজরির
নোবেল পুরস্কারের জন্য নিজেকে যোগ্য বলে দাবি করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আম আদমি পার্টির সরকার দিল্লিতে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে বলে তাঁর দাবি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন

বাংলা বিতর্কে ক্ষমা চাইলেন প্রসেনজিৎ » ৫

২৬ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 11 July 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 54

অবহেলায় পালকি অ্যাম্বুল্যান্স

বকেয়া রক্ষণাবেক্ষণের টাকা, ঢাকা পড়েছে ঝোপে

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : দক্ষিণবঙ্গ থেকে এক পরিচালক এসে, দেখে, অনুপ্রাণিত হয়ে আস্ত একটা সিনেমাই বানিয়ে ফেলেছেন বক্সার পালকি অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে। অথচ বক্সার মানুষের স্বপ্নের ওই অ্যাম্বুল্যান্স এখন ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে।

দুর্গম বক্সা পাহাড় থেকে সংকটজনক রোগী ও অন্তঃসত্ত্বাদের বহন করে নীচে নামিয়ে আনতে চালু হয়েছিল সেই পালকি অ্যাম্বুল্যান্স। অভিনব এই উদ্যোগে তখন তো খুশি হয়েছিলেন বক্সা পাহাড়ের কয়েক হাজার মানুষ। কিন্তু এখন তাঁরা প্রশ্ন করছেন, লাভ কী হল? দুটি পালকি অ্যাম্বুল্যান্সের মধ্যে একটি চালুর পরপরই বন্ধ হয়ে যায়। অপরটি তো এখনও চালুই করা হয়নি। পালকি অ্যাম্বুল্যান্স বহন করার কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরাও এখন বেকার।

গোটা বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে ডেপুটি সিএমওএইচ-১ নীলাঞ্জন মণ্ডল বলেন, 'আমি নতুন দায়িত্ব নিয়েছি। বিষয়টি আমার সঠিক জানা নেই। যা বলার সিএমওএইচ বলবেন।' আর আলিপুরদুয়ারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে ফোন এবং এসএমএস করলেও তিনি উত্তর দেননি।

অনেক আশা জাগিয়ে শুরু করে এখন বিস্মৃতির পথে বক্সার বিস্ময়।

স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা কিছু বলতে না চাইলেও পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালানোর দায়িত্বে থাকা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আবার বক্সাদুয়ারে কমিউনিটি হেলথ ইউনিটও পরিচালনা করে থাকে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার তুষার চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা হেলথ ইউনিটটি চালানোর পাশাপাশি পালকি অ্যাম্বুল্যান্সের দায়িত্বেও আছি। কিন্তু গত প্রায় ৩ বছর ধরে পরিষেবা দেওয়ার জন্য কোনও অর্থ আমরা পাইনি। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বকেয়া আছে। এই অবস্থায় টাকা না পেয়ে ভলান্টিয়াররা কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তাই দুটি পালকি অ্যাম্বুল্যান্স এখন আর চলছে না।'

বক্সা পাহাড়ের অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং অসুস্থদের কথা চিন্তা করে ২০২১ সালে পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু হয়েছিল। আলিপুরদুয়ারে তৎকালীন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা বক্সা ডুয়ার্স কমিউনিটি হেলথ ইউনিট এবং তার সঙ্গে পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু করেছিলেন। কাঠ-অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি এই পালকি অ্যাম্বুল্যান্সে প্রথম প্রথম রোগীদের পাহাড় থেকে নীচে নামিয়ে আনা হত। পাহাড়ের মানুষ ভেবেছিলেন তাদের হয়তো আর বাঁশের মাচায় চ্যাংদোলা করে রোগীদের নীচে নামাতে হবে না।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

অবিশ্বাস আর ঘৃণার দরজা-জানলা ভাঙা যায় না

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

জাতীয় সড়কের হাত ছাড়িয়ে আসাম মোড় দিয়ে জলপাইগুড়ি ঢুকছি। সামান্য এগোলে বাঁদিকে আনন্দ চন্দ্র কলেজ দেখলে সোনালি অনুভূতি গ্রাস করে আজও। ওখানেই তো সাহিত্যের দুই হীরকখচিত বর্শা অমিতাভ দাশগুপ্ত-দেবেশ রায় অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘদিন। দুজনেই বিখ্যাত 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা সময়ে। প্রতীক হয়ে ওঠেন জলপাইগুড়ির, উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের।

চিরকালের বামপন্থী, সুবিখ্যাত অমিতাভের একটা কবিতা ফিরে আসছে আজকের আবহে।

এবারই একশো বছরে পা দিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। নিঃশব্দেই পেরিয়ে যাচ্ছে মহাজন্মক্ষণের স্টেশন। অধিকাংশ লোকে ভুলে গিয়েছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জনক এক খ্যাতনামা বঙ্গসন্তান। তাঁর হাতে তৈরি মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টিও। তিনি চিরকালীন মানবেন্দ্রনাথ রায়। আসল নাম-পদবি আলাদা ছিল-- নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

ভারতে, বাংলায় কমিউনিজমের জনবিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষাপটে যেন একমাত্র বেঁচে আছে কমিউনিস্ট কবিদের আত্মসমালোচনা।

নব্বই দশকে অমিতাভর কলম লিখেছিল, 'সব সময় দলের কথা না ভেবে/ যদি মাঝে মাঝে দেশের কথা ভেবে ফেলি/আমাকে ক্ষমা করবেন, কমরেডস/পাঁচ আর সাত নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের ভোট কম ব'লে/ সেখানকার মানুষ রাস্তা পাবে কি পাবে না জানতে চেয়েছিলাম।/ আমার জিভ কেটে নেবেন না/ পার্টির ছেলে নয় ব'লে ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস চন্দন/ কাজটা পাবে কি পাবে না— বলতে চেয়েছিলাম/ আমার নাক ঘষে দেবেন না।/দাগি বদমায়েশ/আমাদের হয়ে উর্দি বদল করলেই/ রেহাই পাবে কি পাবে না— বলতে চেয়েছিলাম/ আমায় জুতোয় মাড়িয়ে যাবেন না/ বিশ্বাস করুন কমরেডস/ আমি দলছুট নই বিক্ষুব্ধও নই...'

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

পেডলার সুন্দরীরা

মহিলাদের হাত ধরে মাদকের রমরমা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : আলিপুরদুয়ার শহরে মাদকের কারবার তো দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। বিশেষ করে জংশন লাগোয়া কোন কোন এলাকায় মাদকের হাতবদল হয়, তা কিন্তু 'অভিজ্ঞ' মাত্রেই জানেন। তবে যেটা নতুন সংযোজন, সেটা হল মহিলা ক্যারিয়ার। অল্পবয়সি, চটকদার মহিলাদের এখন কাজে লাগানো হচ্ছে এই মাদকের কারবারে।

তাঁরাই পেডলার। তাঁরাই মাদক পৌঁছে দিচ্ছেন ক্রেতাদের চাহিদামতো বিভিন্ন জায়গায়। তবে আড়ালে থেকে তাঁদের পরিচালনা করছেন মাদক কারবারের এজেন্টরা। সেইসব এজেন্টদের নির্দেশেই মহিলা পেডলাররা কাজ করছেন। কখন কোথায় কতখানি মাদক পৌঁছে দিতে হবে, সেটা সেই এজেন্টরাই সেসব মহিলাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। এখন তো সন্ধ্যা নামতেই শহরের কিছু বিশেষ বিশেষ জায়গায় স্কুটার চেপে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে সেসব সুন্দরী পেডলারদের। কেউ কেউ আবার অটো বা টোটো করেও মাদক পৌঁছে দিচ্ছেন নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

মাদক কারবারের এখন মহিলাদের চাহিদা বাড়ছে কেন? উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেশ কয়েকটি প্রসঙ্গ উঠে আসছে। প্রথমত, মহিলাদের ওপর সন্দেহ কম হয়। অনেক সময়ই পুলিশের নজর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, জামাকাপড়ের ভাঁজে মাদকের ছোট ছোট পুরিয়া লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া মহিলাদের পক্ষে সুবিধাজনক। বিশেষ করে নাকা চেকিংয়ের সময় যদি কোনও মহিলা পুলিশ না থাকে, তবে তো সেসব মহিলাদের তল্লাশি করা সম্ভব হয় না। তাই তাঁরা ধরাও পড়েন না। তৃতীয়ত, সৌন্দর্যের একটা আবেদন তো রয়েছেই। চটকদার সেইসব মহিলাদের দেখে আকৃষ্ট হয়েও অনেক সময় মাদকের কারবার বাড়ছে। নতুন নতুন লোককে দলে টানা যাচ্ছে।

ছবি : এআই

কী কী সুবিধা
- মহিলাদের ওপর সন্দেহ কম হয়
- অনেক সময়ই পুলিশের নজর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়
- জামাকাপড়ের ভাঁজে মাদকের ছোট ছোট পুরিয়া লুকোনো সহজ
- নাকা চেকিংয়ের সময় মহিলা পুলিশ না থাকলে পার পাওয়া যায়
- আর সৌন্দর্যের একটা আবেদন তো রয়েছেই

এব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের এসপি ওয়াই রঘুবংশীর কাছে জানতে চাওয়া হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে আলিপুরদুয়ার জেলার এক পুলিশকর্তা জানালেন, অভিযোগ পেলেই মাদক কারবারিদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে একটা সমস্যা হল, গ্রেপ্তার করে আইন মেনে সাজা দিতে গেলে গেলে মাদক পাচারকারীর সঙ্গে বেশি পরিমাণ থাকতে হয়। অল্প পরিমাণ মাদক থাকলে গ্রেপ্তার করলেও সহজেই জামিন হয়ে যায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বড় এজেন্টরা এই মহিলাদের মাদকের পেডলার হিসেবে কাজে লাগান। নির্দিষ্ট কমিশন তো থাকেই, সেইসঙ্গে হোটেল, রেস্টুরেন্টে খাবারদাবারের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে এই মহিলাদের জন্য। তাঁদের একাংশ আবার মাদকের নেশাও করে।

এরপর দশের পাতায়

সন্তানদের সঙ্গে খুনশুটি 'জয়পুর রানি'র। নাহারগড় বায়োলজিকাল পার্কে বৃহস্পতিবার।

আধার, ভোটার কার্ড বিবেচনা করার সুপ্রিম পরামর্শ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনে নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলার নিষ্পত্তি হল না। তবে আধার কার্ড, সচিত্র পরিচয়পত্র ও র‍্যাশন কার্ডকে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নথি হিসেবে না মানতে কমিশনের সিদ্ধান্ত আপাতত বাধাপ্রাপ্ত হল সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে।

১ অগাস্ট বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্দিষ্ট সময়ের আগে এই মামলায় পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে। শুনানি হবে ২৮ জুলাই। তার আগে কেন নির্বাচন কমিশন ওই নথিগুলিকে মানতে চাইছে না, তা হলফনামা দিয়ে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে জানাতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

কমিশন আদালতে নানাভাবে সওয়াল করেছিল, যাতে তাদের নির্দেশিকা অনুযায়ী বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধা না পড়ে। স্থগিতাদেশ না দিলেও সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু কমিশনকে সরাসরি সেই সুযোগ দেয়নি। ওই বিশেষ সমীক্ষায় জন্মের শংসাপত্র, পাসপোর্ট, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার শংসাপত্রের মতো ১১টি নথি গ্রহণযোগ্য হলেও আধার, ভোটার ও র‍্যাশন কার্ড না রাখায় আপত্তি জানিয়েছিলেন অনেকে।

ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের হয়। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ সেই মামলায় জানিয়ে দিল, কমিশন নির্ধারিত নথিগুলি পূর্ণাঙ্গ নয়।

এরপর দশের পাতায়

পীযূষকান্তি কলেজে ধুন্ধুমার পড়ুয়াদের

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১০ জুলাই : বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের ঘরের দরজা আটকে, পথ অবরোধ করে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধালেন পড়ুয়ারা। হঠাৎ এই গণ্ডগোলের কারণ কী? উত্তরে দু'তরফ থেকে দু'রকম কথা উঠে আসছে। বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা বলছেন, কলেজের সেমিনার হলের দেওয়ালে বেশ কিছু অশ্লীল লেখা ও ছবি রয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষকে সেসব মোছার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেগুলো পরিষ্কার করেননি। আবার কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, কলেজে টুকলি করতে না দেওয়ার জেরেই এদিনের এই বিক্ষোভ। দেওয়ালের বিষয়টি আইওয়াশ মাত্র। এদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শেষে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

চাপানউতোর
- কলেজের দেওয়াল থেকে অশালীন লেখা হঠানোর দাবি
- অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের ঘরের দরজা আটকে, পথ অবরোধ
- যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, টুকলিতে বাধা দেওয়ার ফলে আন্দোলন

কলেজের সেমিনার রুমের দেওয়ালে যে অশ্লীল লেখা রয়েছে সেটা অবশ্য মানছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেটা নাকি পরিষ্কার করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল ছাত্রছাত্রীরা বলার পর। সেই আশ্বাসের পরও নাকি বিক্ষোভ হয়। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের একাংশ বলছে, এই কাজ করতে অনেক সময় নেওয়া হচ্ছে কেন? এদিন সুখমিতা রায় নামে এক কলেজ ছাত্রীর কথায়, 'দেওয়ালে অশ্লীল লেখা রয়েছে। সেগুলো দৃষ্টিকটু মনে হয়। অধ্যক্ষকে বলা হলেও তিনি সেই নিয়ে পদক্ষেপ করেননি।' একই রকম কথা বলছেন মৃণাল রায়, সুমন রায় নামে অন্য ছাত্ররাও। এদিন কলেজে পরীক্ষা শেষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন ওই বিষয়টি নিয়ে আবার কথা বলতে যান। তারপর শুরু হয় আন্দোলন। কলেজের সামনে সোনাপুর কলোনি থেকে খয়েরবাড়ি যাওয়ার রাস্তাটি প্রায় এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ ছিল।

এই আন্দোলনের পিছনে বহিরাগতদের মদত ও টুকলি নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে বলে জানাচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এদিন কলেজের অধ্যক্ষ শংকরপ্রসাদ দে'র কথায়, 'ছাত্রছাত্রীরা দেওয়ালে লেখার কথা জানিয়েছিল। দু'একদিনের মধ্যেই তো পরিষ্কার করে দিতাম। তবে এদিনের ঘটনার পিছনে এটা আসল বিষয় নয়। কয়েকদিন আগে আমি কয়েকজন ছাত্রকে পরীক্ষায় টুকলি করতে বাধা দিয়েছিলাম।

এরপর দশের পাতায়

ধর্ষণ ও খুনের দায়ে ফাঁসির সাজা তিনজনের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের দায়ে তিনজনকে ফাঁসির সাজা দিল আদালত। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর এই সাজা ঘোষণা করেছেন। ২০২০ সালের রাজগঞ্জ থানা এলাকায় এই নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছিল। অভিযুক্তরা হল রহমান আলি, জামিরুল হক ও তামিরুল হক। নাবালিকাকে অপহরণের পর অভিযুক্তরা তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। এরপর তার শ্বাসরোধ করে খুন করে অভিযুক্তরা। ঘটনার প্রমাণ লোপাটের জন্য খুনের পর নাবালিকার মৃতদেহ একটি নির্মীয়মাণ শৌচালয়ের সেপটিক ট্যাংকে ফেলে দিয়েছিল অভিযুক্তরা। ঘটনার প্রায় ৫ বছরের মাথায় অভিযুক্তদের ফাঁসির সাজা দিল আদালত। এদিন আদালতে সাজা ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা। আদালতের রায়ে খুশি তাঁরা।

২০২০ সালের ১০ অগাস্ট রাজগঞ্জের বাসিন্দা দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। রাত পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে এসে মোবাইল ঘেঁটে একটি ৩০ সেকেন্ডের কল রেকর্ডিং উদ্ধার করে। যেখানে শোনা যায় কোনও একজন পুরুষ কণ্ঠ নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ক্যানালের রাস্তায়। ওই দিন ঝড়-বৃষ্টি থাকায় পরিবারের সদস্যরা পরদিন রাজগঞ্জ থানায় অপহরণের মামলা রুজু করে। সেই সঙ্গে যে নম্বর থেকে ফোন আসে সেই নম্বরটিও পুলিশকে জানায়। এই ঘটনার দিনদুয়েক বাদে নাবালিকা তাঁর এক আত্মীয়ের মোবাইলে ফোন করে জানায় রহমান আলি নামে একজন তাকে চটেরহাট এলাকায় আটকে রেখেছে। সেই সময় নাবালিকার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে রহমান আলি পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি ওই আত্মীয়কে জানায় তাদের মোহর সম্পন্ন হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

রত্নগর্ভা চম্পাকলিই পিলখানার পালিকা মা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

৭ থেকে ৮টি মা-হারা শাবককে দুধ খাইয়েছে চম্পাকলি। ঠিক যেন পালিকা মা। পাশাপাশি নিজের ৭ থেকে ৮টি সন্তানকেও বড় করেছে। সর্বশেষ বছর ছয়েক আগে তিতি নামের এক অনাথ শাবককে মাতৃদুগ্ধ দিয়ে বড় করেছে।

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১০ জুলাই : পান্নায় সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে এশিয়ার সবথেকে বয়স্ক হাতি বৎসলার। সেখানে সে ছিল হস্তীশাবকদের অভিভাবকের মতো। আর জলদাপাড়ায় ঠিক যেন বৎসলার ভূমিকাই পালন করে চম্পাকলি। বৎসলার মতো না হলেও চম্পাকলিরও বয়েস হয়েছে অনেক। ৪০ বছরের কর্মজীবন শেষে সামনের বছর অবসর নেবে সে। এযাবৎ ৭-৮ জন মাতৃহীন হস্তীশাবককে দুধ খাইয়ে বড় করেছে সে।

মাত্র ২০ বছর বয়সে তাকে বিহারের শোনপুর মেলা থেকে কিনে এনেছিল বন দপ্তর। পরবর্তী সময়ে এই কুনকিই জলদাপাড়ার সম্পদ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে অনাথ হস্তীশাবকদের মাতৃদুগ্ধ পান করিয়ে বড় করার ক্ষেত্রে তো রেকর্ড তৈরি করেছে এই চম্পাকলি। বন দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, ৭ থেকে ৮টি মাহারা শাবককে দুধ খাইয়েছে সে। ঠিক যেন পালিকা মা। পাশাপাশি নিজের ৭ থেকে ৮টি সন্তানকেও বড় করেছে। সর্বশেষ বছর ছয়েক আগে তিতি নামের এক অনাথ শাবককে মাতৃদুগ্ধ দিয়ে বড় করেছে। তিতি এখন কুনকি হাতির প্রশিক্ষণ শেষ করে টহলদারির কাজ করছে। বনকর্মীরা বলছেন, চম্পাকলি নিজে একজন রত্নগর্ভা। তার গর্ভে জন্ম নেওয়া চন্দন, ডায়না, আম্রপালি, এণাক্ষী, চৈতি, বিদ্যা, সকলেই 'প্রতিষ্ঠিত'। তারা সকলেই সাফল্যের সঙ্গে বন ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষার কাজ করে চলেছে।

চম্পাকলিকে শোনপুর মেলা থেকে আনার পর তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভোটে খড়িয়া নামের মাহুত। তিনি অবসর নেওয়ার পর দায়িত্ব নেন সোমা ওরাওঁ। সোমা অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়ার পর দায়িত্ব নেন রবি বিশ্বশর্মা। সেই থেকে রবিই এখনও চম্পাকলির মাহুত। চম্পাকলির ঠিকানা জলদাপাড়ার হলং সেন্ট্রাল পিলখানা। মাহুত রবি জানালেন, চম্পাকলির মতো ঠান্ডা স্বভাবের হাতি খুব বিরল। দায়িত্ব পালনে ও কোনও ত্রুটি রাখে না। যে কোনও পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় সামলে নেয়। মানুষের মতোই ওদেরও চাকরির সার্ভিস বুক রয়েছে। ৬০ বছর বয়সে অবসর নিতে হয়। বর্তমান ওর বয়স ৫৯ বছর। চাকরিজীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অবসরের দিন গুনছে চম্পাকলি।

চম্পাকলির ইতিহাস বলছে, তার কখনও অশান্ত হওয়ার রেকর্ড নেই। পর্যটকদের পিঠে বসিয়ে সবচেয়ে বেশি নিরাপদে ঘুরিয়ে আনার রেকর্ড রয়েছে তার। আবার দক্ষিণবঙ্গে গিয়ে বুনো দামাল হাতিদের শায়েস্তা করার ক্ষমতাও যে তার রয়েছে, সেটাও হাতেকলমে প্রমাণিত।

জলদাপাড়ার পিলখানায় সেই চম্পাকলি। অবসর দোরগোড়ায়।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি তো ওই কুনকির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জানালেন, চম্পাকলির তুলনা নেই। ওর জন্যই প্রচুর অনাথ শাবকের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করা অনাথ শাবকদের বাঁচানোর একমাত্র পথ ছিল মাতৃদুগ্ধ ও মায়ের আদর। চম্পাকলি এই দুটোই সমানভাবে দিয়ে বাঁচিয়েছে তাদের। ভাস্কর বললেন, 'আমরা অন্য মা হাতিদের দিয়েও অনাথ

এরপর দশের পাতায়

শ্যাম স্টিল স্টার্ডফ্লেক্স জোন

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : বাড়িতে ড্যাম্প পড়া কীভাবে সারাজীবনের জন্য আটকে দেবেন? সেই সমস্যার সমাধান এবার চলে এসেছে আলিপুরদুয়ারে। বৃহস্পতিবার শ্যাম স্টিল স্টার্ডফ্লেক্স জোন-এর আউটলেটের উদ্বোধন হল আলিপুরদুয়ারে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক রানা চক্রবর্তী বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা। এছাড়া কীভাবে দেওয়াল ড্যাম্পমুক্ত করা যায়, সেটা সন্ধ্যায় দেখানো হয়

মিস্ত্রিদের। সংস্থার নর্থ বেঙ্গল ও সিকিমের এরিয়া ম্যানেজার বিশ্বজিৎ সাহা জানান, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম এই আউটলেটের উদ্বোধন হয়েছে আলিপুরদুয়ারে।

সংস্থা জানিয়েছে, শ্যাম স্টিল আজ থেকে ৫ বছর আগে স্টার্ডফ্লেক্স বলে ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশন রেঞ্জ নিয়ে বাজারে নেমেছিল। ইতিমধ্যে ৫০টিরও বেশি এধরনের সামগ্রী রয়েছে বাজারে। সেগুলোর মাধ্যমে একজন তাঁর স্বপ্নের বাড়িকে ড্যাম্পপ্রুফ রাখতে পারবেন।

ধর্মঘটে ক্ষতি ৫ লক্ষ

কোচবিহার, ১০ জুলাই : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনসমূহের ডাকা ধর্মঘটের দিনে পরিষেবা সচল রাখতে গিয়ে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতির মুখে পড়ল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বুধবার বিভিন্ন রুটে মোট ৬০০টি বাস পরিষেবা চালু রাখলেও ক্ষতি হয় নিগমের। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, উত্তরের জেলাগুলিতে বাস চালিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় হয় এনবিএসটিসি'র। এদিন পরিষেবা স্বাভাবিক রেখে সব মিলিয়ে ৪৫ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় করেছে নিগম। এবিষয়ে নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'ধর্মঘট থাকায় মানুষজন রাস্তায় অন্যদিনের তুলনায় খানিকটা কম ছিল। কিন্তু সার্বিকভাবে আমাদের প্রতিটি রুটে পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল।'

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of ACR as per NIT No-08/HRP/DD, Dt-08.07.2025. Last date of submission-23.07.2025 upto 15.00 PM. Date of opening tender-25.07.2025 after 15.00 PM. & e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of Dinning Shed as per NIT No-09/HRP/DD, Dt-08.07.2025. Last date of submission-16.07.2025 upto 15.00 PM. Date of opening tender-18.07.2025 after 15.00 PM

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

কর্মখালি

ভালো রান্না জানা, ঘরের কাজের জন্য দিন-রাত থাকবে (২৪ ঘণ্টা) এমন মহিলা প্রয়োজন। (৪৫' এর মধ্যে)। বেতন সাক্ষাতে। 8961091308. (Slg.) (C/117339)

•

Darjeeling Public School, Fulbari, Siliguri(Affiliated to CBSE) urgently requires PGT Physics, PGT Chemistry, PGT Mathematics, PGT Accountancy. Apply within 5 days E-mail: schooldarjeelingpublic@gmail.com(C/116896)

Avalon Hospital

Urgently required TPA Billing Co-ordinator, GNM Nurses (ICU/NICU), Lab Technician, Ward Boy, ICU Technologist, Cont : 7001418243/7908393625/9749138849. (C/116895)

তুলসীহাটা শাখা
জেলা মালদা
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি ০০০এস৬৯৩
ই-মেল : S693@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট- IV-এ [রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি (এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানশিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী ঋণদাতা বন্ধক দেওয়া / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক), তুলসীহাটা শাখা মালদার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ৩১.০৭.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টা: ৫,৭৭,০৭,৭৬২ (টাকা পাঁচ কোটি সাতাত্তর লক্ষ সাত হাজার সাতশত বাষট্টি মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক), তুলসীহাটা শাখার ০৭.০৭.২০২৫ এর হিসেবে যে সুরক্ষিত ঋণগ্রহীতার কাছে পাওনা রয়েছে -

১. মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),
ডিরেক্টর :- সঙ্গীতা আগরওয়াল, কিরণদেবী আগরওয়াল, এবং শীতল মোদি,
নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা :- গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১৪০,
নির্মাণ ভূমির ঠিকানা :- গ্রাম - কন্তরিয়া, পোস্ট - তুলসীহাটা, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন -৭৩২১৪০
২. সঙ্গীতা আগরওয়াল সুশীল কুমার আগরওয়াল (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)-এর স্ত্রী, ১০৭ মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (প:ব:), পিন- ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭২৭৮২৭৬৬২৭
৩. শীতল মোদি অজয় মোদির স্ত্রী (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প:ব:), পিন- ৭৩২১২৫, মোবাইল -৯৭৩৩২৩৮৭২৮
৪. কিরণ দেবী আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের স্ত্রী (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), গ্রাম-মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প:ব:), পিন-৭৩২১২৫, মোবাইল- ৯৭৩৩৪৮২৩১৯
৫. শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়াল-এর পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প:ব:), পিন- ৭৩২১২৫
৬. রবি প্রকাশ আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃ বঃ), পিন - ৭৩২১২৫
৭. লীলাধর আগরওয়াল রাম স্বরূপ আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫
৮. বিজয় কুমার মোদি বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা(পঃবঃ), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল :- ৯১২৬৫৫৩৩০৫।
৯. অজয় মোদি বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম : মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা মালদা (পঃবঃ), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল :- ৮৯৪৫০৩৭২৫১
১০. বৈজনাথ মোদি বিশ্বনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম : মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫
১১. সুশীল কুমার আগরওয়াল মদন আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (পঃবঃ), পিন - ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭৯৮০৫৭৬৯৮৩
১২. অমিত কুমার আগরওয়াল কৌশল কিশোর আগরওয়াল-এর পুত্র (বন্ধকদাতা), মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক- পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং-১ বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা-ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি (পঃ বঃ), পিন- ৭৩৪০০১
১৩. মীরা দেবী আগরওয়াল কৌশল কিশোর আগরওয়াল এর পুত্র (বন্ধকদাতা), মেই ফেয়ার গার্ডেন ব্লক- পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং-১ বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা- ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি (পঃবঃ), পিন - ৭৩৪০০১
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সম্পত্তি -১ সমতাসম্পন্ন বন্ধকরত জমিটির এলাকার পরিমাপ ১১১ ডেসিমেল, অর্জিত দ্রষ্টব্য দলিল নং- I-৭৮৪৮, I-৭৮৪৯ এবং I-৭৮৫০ প্রতিটির তারিখ ০৬.১২.২০১২ শ্রেণিবিভাগ রাইস মিলের অন্তর্গত সঙ্গে ভবন/ভবনটির কাঠামো মৌজা কন্তরিয়া, জেএল নং-১৪, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), এলআর খতিয়ান নং- ১২৭৩-এর দ্বারা আচ্ছাদিত, এলআর প্লট নং- ৬৯৪/১১৫৭ মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত। যেটির ডিরেক্টর কিরণ দেবী আগরওয়াল, সঙ্গীতা আগরওয়াল এবং শীতল মোদি। সীমানা : উত্তর- দেবেন বসাকের জমি, দক্ষিণ- স্বরূপ বসাকের-এর জমি এবং কিরণ দেবী আগরওয়ালের জমি এবং অন্যান্য। পূর্ব- পিডব্লিউডি-এর রাস্তা, পশ্চিম-বিজয় বসাকের জমি	সম্পত্তি -২ সমতাসম্পন্ন বন্ধকরত জমির এলাকার পরিমাপ ২৭ ডেসিমেল, অর্জিত দ্রষ্টব্য দলিল নং-I-৭৮৫১ ০৬.১২.২০১২ তারিখের হিসেবে, শ্রেণিবিভাগ রাইস মিল সঙ্গে ভবন/ভবনের কাঠামোর অন্তর্গত যেটি, মৌজা : কন্তরিয়া, জেএল নং- ১৪, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর জেলা -মালদা (পঃবঃ) এলআর খতিয়ান নং- ১২৭০, ১২৭১ এবং ১২৭২-এর দ্বারা আচ্ছাদিত, এলআর প্লট নং - ৬৯৪/১১৫৭ এ অবস্থিত। যেটি কিরণ দেবী আগরওয়াল, সঙ্গীতা আগরওয়াল এবং শীতল মোদির স্বত্বাধিকরণে রয়েছে। সীমানা : উত্তর- বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দক্ষিণ- চারুচন্দ্র বসাক (ডাবু বসাক), পূর্ব- পিডব্লিউডি-এর রাস্তা, পশ্চিম-বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড।
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা: ৩,১০,২৫,০০০/- (টাকা তিন কোটি দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার মাত্র	টা: ৫৯,৬০,০০০/- (টাকা উনষাট লক্ষ ষাট হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা: ৩১,০২,৫০০/- (টাকা একত্রিশ লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো মাত্র)	টা: ৫,৯৬,০০০/- (টাকা পাঁচ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টা: ৫০,০০০/- (টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র)	টা: ২০,০০০/- (টাকা কুড়ি হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	৩১.০৭.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০	৩১.০৭.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০১৮৭৪২৪২৪২	আইডিআইবি ৫০২৫০৭৯৮৫৪৪

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ঃ ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন support.ebkray@psb alliance.com এ। সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামে শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন ঃ- https://www.ebkray.in-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd এ এবং ফোন করুন- ৮২৯১২২০২২০ তে।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করুন।

তারিখ : ১০.০৭.২০২৫
স্থান : তুলসীহাটা

অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ইঅকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও	নথিপত্র (বিক্রয় নোটিশের ছবি)

যোগাযোগের ব্যক্তি ঃ ১. শ্রী পঙ্কজ কুমার- অনুমোদিত আধিকারিক মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯
২. শ্রী মুন্না রাজাক - ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোবাইল নং- ৭৭৫৫৮২২২৪৯

PNB-এর কৃষি সম্প্রসারণ প্রোগ্রাম

PNB ব্যাংকের পক্ষ থেকে সকল মধুপুর বাসীদের জন্য সুখবর। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হিসাবে পরিচিত PNB আজ(11.07.2025) মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এক কৃষি সম্প্রসারণ প্রোগ্রাম-এর আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (BDO-Coochbehar 2 Block) শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল মহাশয় সহ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল মধুপুর বাসীর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

NOTICE

e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/bidders for NIeT No. 2004/2025-26 dated 10-07-2025, for Repairing and Renovation of 6 nos. of Primary Schools under Dhupguri Block, Jalpaiguri District. For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from 11-07-2025 at 12:00 P.M. Last date for submission of tender is 25-07-2025 upto 18:00 Hrs. Other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

eNIT NO:- 05/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division

Vide Memo No. : 556/WBSRDA/DD, Dated : 09.07.2025

(E-Procurement)

Details of **eNIT No:- 05/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of the Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website **https://wbtenders.gov.in** (under the following organization chain- 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT || WBSRDA || DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 10.07.2025 at 17.00 Hrs.

Sd/- Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭৮-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ঃ ৩০.০৬.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ৭৮-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/ মালদার এখতিয়ারে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর- ১-এর অধীনে যোগা স্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং সরবরাহ এবং ভাগলপুর স্টেশন ইয়ার্ড এবং বারাহাট স্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের বর্তমান দৈর্ঘ্য সম্প্রসারণের কাজের জন্য আইআরটিএমএম ২০১৯ এর অনুচ্ছেদ ৮০৯ (৫) এবং সংযুক্তি ৮.১১ অনুসারে আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ২,১৩,৪৮,২৮৭.২৫; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২২.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/মালদা টাউন।

MLD-112/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নদীর তীরের ৩-ডি স্ক্যানিং এবং পাইয়ের শক্তি মূল্যায়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিসিবিএল/০৭/২০২৫/এমএলজি, তারিখ: ০৪-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং. ঃ** ডিসিবিএল১৩২০২৫এমএলজি; **কাজের নাম ঃ** ডেপুটি সিই/বিআর-লাইন/মালিগাঁও-এর অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চিহ্নিত সেতুগুলিতে নদীর তলদেশের ৩-ডি স্ক্যানিং। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৯,৫৬,৯১১.৮৫/-টাকা; **বিড নিরাপত্তা ঃ** ২,১৯,৮০০/- টাকা; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিসিবিএল১৫২০২৫এমএলজি; **কাজের নাম ঃ** এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনে ১৭টি সেতুর পিয়ার এবং অ্যাবটমেন্টের শক্তির মূল্যায়ন আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড ২৫টি লোডিং-২০০৮ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৪৮,৮৯,০৭৯.২০/-টাকা; **বিড নিরাপত্তা ঃ** ২,২৪,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০৫ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সূচনা/NOTICE
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
UTTAR DINAJPUR

ADMISSION TEST FOR CLASS-VI-2026-27

জওহর নবোদয় বিদ্যালয় উত্তর দিনাজপুর

ক্লাস VI- এ ভর্তির পরীক্ষা-২০২৬-২৭

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুরে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে ইংরেজি - ০২-০৬-২০২৫ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। আবেদনপত্র পূরণের জন্য NVS website : www navodaya.gov.in- এ লগইন করতে হবে। যোগ্য প্রার্থীকে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে ভর্তি নেওয়া হবে।

➔ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ 29-07-2025
➔ প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ ঃ ইংরেজি 13-12-2025

বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ঃ
➔ সহশিক্ষা আবাসিক প্রতিষ্ঠান।
➔ সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক।
➔ এন.সি.সি. শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা।
➔ ছাত্রছাত্রীর পৃথক হস্টেলের সুব্যবস্থা।
➔ স্কাউট এবং গাইড শিক্ষাপ্রদান।
➔ কমপিউটার শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা

যোগ্যতা ঃ
➔ প্রার্থীকে সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে।
➔ প্রার্থীকে অবশ্যই পঞ্চম শ্রেণি উত্তর দিনাজপুর জেলার সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ হতে হবে।
➔ প্রার্থীর জন্ম তারিখ - ০১-০৫-২০১৪ থেকে ৩১-০৭-২০১৬ এর মধ্যে হতে হবে।

অধ্যক্ষ
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
ডালখোলা

HELP DESK : 7085926879, 7085115608

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
MAALIK
(Hindi)
*ing: Rajkumar Rao, Prasenjit Chatterjee, Manoshi Chillar, Huma Qureshi
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
AC/Dolby Digital

Now showing at **BISWADEEP**
MAALIK
*ing : Rajkumar Rao, Prasenjit
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

আজ টিভিতে

আদৃশ ও শুভলক্ষ্মীর প্ল্যান কি তবে ভেস্তে গেল?
গৃহপ্রবেশ রাত ১০.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ মন মানে না, দুপুর ১.০০ প্রেমী, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.০০ গ্রেফতার, রাত ১০.০০ প্রতিকার, ১.০০ নূরজাহান
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ রকি, বিকেল ৩.২৫ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধে ৬.৫৫ বস্তির মেয়ে রাধা, রাত ১০.৪০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বদনাম, দুপুর ২.৩০ নাগিন কন্যা, বিকেল ৫.০০ আসল নকল, রাত ১.৪৫ হুক্কা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শেষ প্রতীক্ষা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আপন শত্রু
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ হিড়িম্বা, বিকেল ৩.০০ দৃশ্যম-টু, ৫.০০ সীতা রাম, রাত ৮.০০ গট্টা কুস্তি, ১০.৩০ স্পাই
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.০০ বাদশাহো, ২.১৫ ভূত পুলিশ, বিকেল ৪.৩০ হেলিকপ্টার ইলা, সন্ধে ৬.৪৫ নকশা : দ্য আনলক মিস্ট্রি, রাত ৯.০০ কলঙ্ক, ১১.৪৫ কাগজ-টু
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৬ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.০৩ হিরো-দ্য বুলেট, ৫.৩০ এনকাউন্টার শংকর, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী, রাত ১০.৫১ অ্যান্টনি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০১ সিম্বা, দুপুর ২.০২ মিস্টার ইন্ডিয়া, বিকেল ৫.৩১ এন্টারটেইনমেন্ট, রাত ৮.০০ রাধে, ১০.১০ ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৮ আর্টিক্যাল ১৫, বিকেল ৪.৪১ ডার্লিংস, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১১.২০ ইংলিশ ভিংলিশ

রাধে রাত ৮.০০
অ্যান্ড পিকচার্স

বস্তির মেয়ে রাধা সন্ধে ৬.৫৫
জলসা মুভিজ

সেরেংগেটি রাত ৯.০৯ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

ঘুম স্টেশনে চা, ধূপ এবং সম্পর্কিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ডিএইচআর-এর সাথে ইন্টারেস্ট অফ এক্সপ্রেশন (ইওআই) পার্টনারশীপ

ইওআই নং.ঃ ডিএইচআর/২০২৫/সি/০১ তারিখ ঃ ২৮-০৫-২০২৫

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর), একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং বিশ্বের সবচেয়ে প্রতীকী ন্যারো-গেজ রেলওয়েগুলির মধ্যে একটি, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে অংশীদারিত্বের জন্য চা, ধূপ, বা অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদন বা বিপণনে নিযুক্ত স্বনামধন্য সংস্থাগুলি থেকে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই) -এর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এই উদ্যোগের অধীনে, নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে তাদের পণ্যগুলিতে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ট্রেডমার্ক ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হবে এবং ভারতের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে তাদের বিক্রয়ের জন্য স্থান বরাদ্দ করা হবে।

ঘুম স্টেশনে চা, ধূপ এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বিক্রির জন্য ডিএইচআর-এর সাথে অংশীদারিত্বের জন্য ইওআই নথির বিবরণ যেমন স্টলের আকার, অবস্থান, শর্তাবলী এবং তথ্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://www.nfr.indianrailways.gov.in → নিউস এন্ড উপডেটস → নোটিফিকেশন → ইওআই থেকে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ।

শর্তাবলী, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করে ইন্টারেস্ট অফ এক্সপ্রেশন (ইওআই) নথি নীচে উল্লিখিত অফিস ঠিকানায় পাওয়া যাবে। ইওআই নথিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসারে সিল করা খামে বিস্তারিত প্রস্তাবগুলি নির্দিষ্ট ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং যোগাযোগের বিবরণ: ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: **প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিন।**

জমা দেওয়ার পদ্ধতি: ইমেল (পিডিএফ ফর্ম্যাট) অথবা ডাকযোগে হার্ড কপি। সাবজেক্ট লাইন: অংশীদারিত্বের জন্য ইওআই-ডিএইচআর। **ইমেল:** director.dhr@gmail.com

ডাক ঠিকানা: ডিরেক্টর, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, এলিশিয়া প্যালেস, কার্শিয়াং। জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৪২০৩।

ডিরেক্টর, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, দার্জিলিং: পশ্চিমবঙ্গ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA, JALPAIGURI, WEST BENGAL

[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy]
Govt. of India:

WALK-IN-INTERVIEW

Walk-in-Interview for appointment to the post of PGT-Physics, PGT Hindi,Tourism,Yoga Instructor, Dance Expert-01, Music Expert-01, Sport Teacher/Coach Kho-Kho & Sport Teacher Coach Volleyball on Contract basis against purely temporary vacancy at PM Shri School Jawahar Navodaya Vidyalaya, Nagrakata, Jalpaiguri, West Bengal for the session 2025-26. Interested candidates can attend the Walk-in-Interview in the Vidyalaya on 21.07.2025 at 11:00 AM with all original certificates of educational qualification and experience.

Candidates can visit Vidyalaya Website : https://navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/jalpaigudi/en/home/download provided application form and send duly filled application form by e-mail:- jnvjalpaiguri@gmail.com on or before 21st July-2025

S/No.	Name of Post	Eligibility Criteria	Remuneration	Age limit
1	PGT Physics	Post Graduation B.ed/M.ed & Teaching work experience	35750 PM	Upper age limit for all category of post is 50 years as on 01.07.2025
2	PGT Hindi	Post Graduation B.ed/M.ed & Teaching work experience	35750 PM	
3	TGT Tourism	Post- graduation in Travel and Tourism Management or tourism and Hospitality from a recognized institute/ University, with at least 1 year work/teaching experience Or Post Graduation in Travel and Tourism Management of Tourism and Hospitality, with at least 2 years work/Industrial experience Or 3 years' Degree/Diploma after Class XII, in Tourism and Travel Management from any recognized institute from a recognized Institute/University, with at least 3 years' Industrial experience.	34125 PM	
4	Yoga Instructor	PG diploma in Yoga with 02 Years Work Experience Or Diploma/Certificate in Yoga with 05 years' work experience Or M.Sc. in Yoga with 02 years' work experience.	12500 PM	
5	Dance Expert-01	Certificate/Diploma in Classical/Folk/Modern Dance/Local/Traditional with performance experience.	25000 PM	
6	Music Expert-01	Skilled in instruments like Guitar, Keyboard,Congo, Flute, etc.	25000 PM	
7	Sport Teacher/ Coach Kho-Kho	Diploma in Sports Coaching in the relevant field of Six weeks Certificate course in the relevant field from recognized institute.	12500 PM	
8	Sport Teacher/ Coach Volleyball	Diploma in Sports Coaching in the relevant field of Six weeks Certificate course in the relevant field from recognized institute.	12500 PM	

PRINCIPAL
Jawahar Navodaya Vidyalaya Jalpaiguri

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। পারিবারিক অনুষ্ঠানে প্রেমের সম্পর্কে বাঁধা পড়বেন। **বৃষ :** ব্যক্তিগত কাজের জন্য বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। **মিথুন :** বাড়িতে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা মিলবে। **কর্কট :** বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া কোনও জিনিস খুঁজে পেতে পারেন। সরকারি চাকরিজীবীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **সিংহ :** অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের সম্ভাবনা। দীর্ঘমেয়াদি কোনও প্রকল্পে হাত দিলে সাফল্য মিলবে। **কন্যা :** বন্ধুমহলে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটবে। **তুলা :** অলসতার কারণে কোনও কাজ হাতছাড়া হওয়ায়র সম্ভাবনা। আর্থিক সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়বে। **বৃশ্চিক :** আবেগের বশে কাউকে আর্থিক সাহায্য করে অনুশোচনা হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **ধনু :** নিজের বুদ্ধি এবং বিশ্বাসের বলে বিরাট সাফল্য পেতে চলেছেন। দাম্পত্যে সমস্যা মিটে যাবে। **মকর :** প্রিয়জনদের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান। ব্যবসায় সামান্য মন্দা নামতে পারে। **কুম্ভ :** প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। **মীন :** অধ্যাত্মবাদে আগ্রহ বাড়বে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২০ আষাঢ়, ১১ জুলাই, ২০২৫, ২৬ আহার, সংবৎ ১ শ্রাবণ বদি, ১৫ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।২৩। শুক্রবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।১৬। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৬।৪৫। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ১০।২২। বালবকরণ দিবা ২।১০ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।১৬ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৬।৪৫ গতে বংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১২।৫৭ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৬।৪৫ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ২।১৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, রাত্রি ২।১৬ গতে উত্তরে। বারবেলাদি- ৮।২৩ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৩ গতে ১০।২৩ মধ্যে। যাত্রা- যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ গতে ৬।৫০ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১০।২৩ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৫৬ মধ্যে ও ৩।৩৮ গত ৫।৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রংতুলির আসরে।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন শুভম শর্মা।

দায় ঠেলাঠেলিতেই কোন্দল

কাজ চালু হলেও এখনও থমথমে পাটকাপাড়া

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : বুধবার সাধারণ ধর্মঘটে আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে বেশিরভাগ চা বাগানই সচল ছিল। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটে সেই রকম প্রভাব পড়েনি চা মহল্লায়। তবে ব্যতিক্রমী ছিল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাটকাপাড়া চা বাগান। সেখানে কাজকর্ম ছিল বন্ধ। উলটে সেখানে ধর্মঘট সফল হওয়া নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট হয়েছে। তাতে রক্তও ঝরেছে।

বৃহস্পতিবার অবশ্য সেখানে নতুন করে কোনও গণ্ডগোল হয়নি। এদিন কোনও কোন্দল নজরে আসেনি। তবে পরিবেশ ছিল থমথমে। এদিন ওই চা বাগানে গিয়ে দেখা গেল শ্রমিকরা কাজে ফিরেছেন। তবে কারখানা বন্ধ। কারণ বুধবার পাতা তোলা হয়নি। এদিন বাগানে কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলেছে বুধবারের ধর্মঘট ও অশান্তি নিয়ে চর্চাও।

জেলার মধ্যে ধর্মঘট পালনে কেন ব্যতিক্রমী পাটকাপাড়া চা বাগান? উঠে আসছে মূলত দুটো তত্ত্ব। প্রথমত, সেখানে গত কয়েক মাস ধরে মজুরি নিয়ে যে সমস্যা হচ্ছে তা নিয়ে শ্রমিকরা আগে থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। সেই ক্ষোভেই অনেকে ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন। আর দ্বিতীয়ত, চা বাগানের ওই মজুরি সমস্যা মেটাতে তৃণমূল যে ব্যর্থ হয়েছে সেজন্যই অনেকেই শাসকদলের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বিরোধীদের ডাকা ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন।

পাটকাপাড়া চা বাগানে কাজ থেকে ফিরছেন শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার।

এদিকে, শ্রমিকদের কাজে না আসায় অস্বস্তিতে পড়েছেন তৃণমূল নেতারা। বুধবার থেকেই এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীকে দোষারোপ করে চলেছে। সেদিন তো এই ধর্মঘট রুখতে ব্যর্থতার দায় কার, তা নিয়েই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি হল।

তৃণমূলের প্রবীণ নেতা তথা তপসিখাতা অঞ্চল তৃণমূল চেয়ারম্যান লক্ষ্মীকান্ত রাভা একসময় ওই চা বাগানের সংগঠন দেখতেন। বর্তমানে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কমিটি ওই বিষয়টি দেখে। সেই কমিটির মাথায় রয়েছেন সঞ্জয় মাহাতো। সঞ্জয় এবং তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেফালি রায় বর্মনের স্বামী রণজিৎ রায় এক গোষ্ঠীর। তাঁদের সঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত গোষ্ঠীর বিবাদ দীর্ঘদিনের। বুধবার শ্রমিকরা কাজে না আসায় লক্ষ্মীকান্ত বিষয়টি তদারকি করতে যান চা বাগানে। সেখানেই বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন।

পাটকাপাড়া বাগানে ধর্মঘট সফল হওয়ায় এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর শক্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। এদিন যেমন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পাটকাপাড়া ইউনিটের অ্যাডভাইজার সঞ্জয় মাহাতো বলেন, 'আমাদের বিরোধী গোষ্ঠী দলের ক্ষতি করছে। সেই রিপোর্ট দলের শীর্ষ নেতাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।' অন্যদিকে, লক্ষ্মীকান্ত আবার বলছেন, 'তৃণমূলে থেকেও অনেকে সিপিএম ও বামফ্রন্টের দালালি করছে। তাই সেখানে ধর্মঘট সফল হয়েছে।'

এই বিষয়টির উপর নজর রয়েছে বলে জানাচ্ছে তৃণমূলের ওপরমহল। দলের চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাওঁ বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হবে।'

ধর্মঘটের কারণ

- গত কয়েক মাস ধরে মজুরি নিয়ে বাগানে সমস্যা হচ্ছে
- তা নিয়ে শ্রমিকরা আগে থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন
- সেই ক্ষোভেই অনেকে ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন
- মজুরি সমস্যা মেটাতে তৃণমূল ব্যর্থ হয়েছে
- সেজন্য অনেকেই শাসকদলের ওপর ক্ষুব্ধ
- তাই বিরোধীদের ডাকা ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জমিদাতার তালা

রাঙ্গালিবাজনা, ১০ জুলাই : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের দক্ষিণ শিশুবাড়িতে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির জন্য ২০০৭ সালে ৮ ডেসিমাল জমি দিয়েছিলেন আমিরুল হক। তাঁর দাবি, তৎকালীন নেতা এবং জনপ্রতিনিধিরা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন, জমি দিলে পরিবারের একজনকে স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকরি দেওয়া হবে। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর পরিবারের কেউ এখনও চাকরি পাননি। ক্ষুব্ধ আমিরুল ২ জুলাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বিতল ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা এখন ওই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ৬ কিমি দূরে গোপালপুর চা বাগানের হাসপাতাল থেকে পরিষেবা দিচ্ছেন।

উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিএইচও রুপালি বর্মন বলেন, 'ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে (বিএমওএইচ) সব জানিয়েছি।' তিনি জানিয়েছেন, এলাকার ৭৫৭৯ জনকে ওই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পরিষেবা দেন ১ জন সিএইচও, ১ জন এএনএম এবং ৫ জন আশাকর্মী। মাদারিহাটের বিএমওএইচ দেবজ্যোতি চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'ঘটনাটি শুনেছি। তবে কাউকে চাকরি দেওয়া আমার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিয়েছি।'

আমিরুল জানিয়েছেন, ২০০৭ সালে রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন সিপিএম প্রধান লক্ষ্মীনাথ রায় সহ অন্যরা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমি দেওয়ার বিনিময়ে তাঁর মেয়েকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, 'মেয়ের উপযুক্ত বয়স হলে চাকরি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন তাঁরা। এখন তাঁদের বয়স হয়ে গেলেও কেউ চাকরি পায়নি।' সিপিএমের লক্ষ্মীনাথ এখন তৃণমূলে যোগ দিয়ে কিষান খেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সহ সভাপতি। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। এছাড়া এভাবে চাকরি দেওয়া যায় না।'

দক্ষিণ শিশুবাড়িতে তালাবন্ধ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

একই দাবিতে ২০২০ সালে বেশ কয়েকদিন ওই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন আমিরুল। তিনি জানিয়েছেন, ২০২০ সালে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির তৎকালীন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রশিদুল আলম স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিবর্তে আমার ১ মেয়েকে আইসিডিএস ওয়ার্কারের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ফলে তখন তালা খুলে দেন তিনি। সেই প্রতিশ্রুতি আজও পূরণ হয়নি বলে তিনি জানিয়েছেন। যদিও রশিদুলের বক্তব্য, 'প্রতিশ্রুতি দিইনি, চেষ্টা করার আশ্বাস দিয়েছিলাম। কিন্তু মেরিট কম হওয়ায় তাঁর মেয়েকে আইসিডিএস ওয়ার্কারের চাকরি দেওয়া যায়নি। এজন্য দুঃখিত।'

চা বলয়ে গুটিয়েই লাল পার্টি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১০ জুলাই : অনুব্রত মণ্ডলের 'বিখ্যাত' উক্তি, 'গুঁটিয়ে লাল করে দেব।' সেকথাকেই একটু এদিক-ওদিক করে নিলেই চা বলয়ে বামেদের বর্তমান অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

চা শ্রমিকদের জন্য জমির অধিকার, ন্যূনতম মজুরি চালু, শ্রম কোড বাতিল নিয়ে আন্দোলন করলেও একসময়ের 'লাল দুর্গ' জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় বামেদের ফের মাথা তুলতে এখনও ঢের দেরি। বুধবারের সাধারণ ধর্মঘটে ওই দুই জেলার চা বলয়ের রাজনৈতিক ছবি থেকে অন্তত এমনটাই মনে হচ্ছে।

বাম আমলে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় চা শ্রমিকরাই ছিলেন লাল পার্টির শক্তি। তবে বাম সরকারের পতনের পর চা বাগানের শ্রমিকরা ঝুঁকেছেন তৃণমূল এবং বিজেপিতে। তাই চা শ্রমিকদের স্বার্থে বামেদের আন্দোলনেও বিশেষ প্রভাব পড়ল না ওই দুই জেলার চা বলয়ে। তরাই-ডুয়ার্সে মোট ১৮৫টি চা বাগান রয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসনে বামফ্রন্ট মনোনীত আরএসপি প্রার্থীরা টানা ১০ বার এবং ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থীরা টানা ৯ বার জয়লাভ করেন। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পরও কিছুদিন ওই দুই জেলার চা বাগানে লাল পার্টির সংগঠন ছিল। কিন্তু সংগঠন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের পর থেকে। বর্তমানে চা বাগান নিয়ে শ্রম দপ্তরের ডাকা বৈঠকগুলিতে বামেদের সংগঠনগুলি আর ডাক পায় না বললেই চলে। চা বলয়ের ইউনিট স্তরেও বামেদের সংগঠন দুর্বল। লোকবলের অভাবে ধর্মঘট এমনকি চা শ্রমিকদের স্বার্থে আন্দোলনের ইস্যুগুলিও শ্রমিকদের কাছে ঠিকঠাক তুলে ধরতে পারছে না বামেরা। বুধবার সাধারণ ধর্মঘটের দিন দুই জেলার বেশিরভাগ চা বাগানে স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়েছে। শ্রমিকদের অনেকেই বলছিলেন, ধর্মঘটের খবরই নাকি তাঁরা পাননি।

সিটুর আলিপুরদুয়ারের জেলা সাধারণ সম্পাদক বিকাশ মাহালি বলছেন, 'আগের মতো লোকবল আমাদের নেই একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে ছবিটা ধীরে ধীরে পালটাচ্ছে। দল এবং সংগঠনের সদস্যরা নীচুতলায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন। শ্রমিকরাও ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছেন বামেরাই তাঁদের প্রকৃত বন্ধু।' এদিকে ইউটিইউসি অনুমোদিত ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গোপাল প্রধানের দাবি, বুধবারের সাধারণ ধর্মঘটে অনেক চা বাগানেই প্রভাব পড়েছে। কেবলমাত্র ডুয়ার্সেরই ১২টি চা বাগানে ধর্মঘটের দিন নাকি একেবারেই কাজকর্ম হয়নি। ১০টি চা বাগানে আংশিক প্রভাব পড়েছিল, দাবি গোপালের। তিনি বলছেন, 'ফের চা বাগানের নীচুতলায় সংগঠন গড়ছি আমরা। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের নীতিগুলি কতটা শ্রমিকবিরোধী তা নিয়ে বলয়ে প্রচার অভিযান চলছে।'

দুর্বলতার কারণ

- চা বলয়ে একচেটিয়া সংগঠন ছিল বামেদের
- তৃণমূল ক্ষমতা দখল করার পর বাম নেতাদের একটা বড় অংশ ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেয়
- তাঁরাই এখন জোড়াফুলের নেতা
- বাম নেতাদের আরেকটি বড় অংশ যোগ দেয় বিজেপিতে
- ফলে চা বলয়ে ধুঁকছে লাল পার্টির সংগঠন

তবে দাবির সঙ্গে কিন্তু বাস্তব মিলছে না। একসময়ে আলিপুরদুয়ারের চা বলয়ে একচেটিয়া সংগঠন ছিল বামেদের। তৃণমূল ক্ষমতা দখল করার পর বামফ্রন্ট নেতাদের একটা বড় অংশ ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন। তাঁরাই এখন জোড়া ফুলের নেতা। বাম নেতাদের আরেকটি বড় অংশ যোগ দেয় বিজেপিতে। ফলে চা বলয়ে ধুঁকছে লাল পার্টির সংগঠন। বুধবারের ধর্মঘট নিয়ে প্রচারে বামেদের খামতি থেকে গিয়েছে এই লোকবলের অভাবেই, পর্যবেক্ষণ রাজনৈতিক মহলের। কালচিনির রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিক পলক ওরাওঁ বলছিলেন, 'আমি তো জানতামই না বুধবার ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল।'

ধর্মঘটের দিন বীরপাড়ার নাংডালা চা বাগানে শ্রমিকদের ব্যস্ততা।

চুরি ৪ লক্ষ টাকা ও গয়না

জয়গাঁ, ১০ জুলাই : জয়গাঁ গুয়াবাড়ি ইলিয়াসনগর এলাকায় বৃহস্পতিবার চুরির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। বাড়ির সদস্যদের অনুপস্থিতিতে গ্রিল ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে চোর চুরি করে চম্পট দিয়েছে। এতটা নিখুঁতভাবে কাজ সেরেছে চোর, বিষয়টি প্রতিবেশীরা কেউ বুঝতেই পারেননি বলে জানা গিয়েছে।

মইনাল আলম জয়গাঁ শহরের গুয়াবাড়ি ইলিয়াসনগর এলাকার বাসিন্দা। এদিন সকালে তিনি তাঁর মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে ফালাকাটায় গিয়েছিলেন চিকিৎসকের কাছে। বিকেল সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি এসে প্রধান দরজা খোলার পর, শোয়ার ঘরের দরজা খুলতে যাওয়ার সময় দেখেন তালা ভাঙা রয়েছে। সেই মুহূর্তে তিনি বুঝে যান, তাঁদের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে কোনও অঘটন ঘটেছে। এরপর সেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দেখেন আলমারি খোলা, লকার ভাঙা। এই দেখে মইনালের স্ত্রী সামিনা বিবি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় জয়গাঁ থানায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়গাঁ থানার পুলিশ।

মইনালের কথায়, 'বাড়িতে ওপরের ঘর তৈরির কাজ চলছে। সেখানকার একটি জানলার গ্রিল ভাঙা রয়েছে। সম্ভবত পাইপ দিয়ে ঢুকেছে চোর। দুপুরবেলা এলাকা আরও ফাঁকা হয়ে যায়। পাশাপাশি বাড়ির পেছনেও ফাঁকা মাঠ।' মইনাল আলম জানিয়েছেন, আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকা চুরি গিয়েছে। পাশাপাশি সোনার গয়নার মধ্যে স্ত্রীর গলার চেন ও কানের দুল চুরি গিয়েছে।

বাজেয়াপ্ত ৫০ হাজারের কাঠ

কামাখ্যাগুড়ি, ১০ জুলাই : নদীতে লগ ভাসিয়ে কোটি কোটি টাকার চন্দন কাঠ পাচারের কাহিনী দেখিয়েছিল দক্ষিণী ছবি পুষ্পা। পাচারের এই কায়দা বাস্তবে বুধবার রাতে খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চি বাজার সংলগ্ন রায়ডাক নদীতে দেখা গিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বন দপ্তর কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে বন দপ্তরের কর্মীরা অভিযান চালান রায়ডাক নদী সংলগ্ন এলাকায়। প্রাথমিকভাবে কাঠ পাচারকারীরা কাঠ নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বন দপ্তরের কর্মীরা নদীতে নেমে কাঠ পাচারকারীদের ধাওয়া করে তা বাজেয়াপ্ত করেন।

পাচারকারীরা পালিয়ে গেলেও নদী থেকে আনুমানিক ৪ ঘন মিটার চিকরাশি, পিঠালি সহ একাধিক জঙ্গলের কাঠ বাজেয়াপ্ত হয়। কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের আধিকারিক প্রভাত বর্মন বলেন, 'গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক প্রায় ৫০ হাজার টাকার কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

ফালাকাটায় পুলিশ-পদ্মের ধস্তাধস্তি

থানা চত্বরে ঢুকতেই পারল না বিজেপি

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১০ জুলাই : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ফালাকাটা থানার গেটের ভেতরেই ঢুকতে পারলেন না বিজেপির নেতা-কর্মীরা। কুঞ্জনগর কাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন ফালাকাটা থানা ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। তবে আগে থেকেই থানা চত্বরে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। তাই বিজেপির মিছিল থানার সামনে পৌঁছোতেই তাঁদের সঙ্গে পুলিশকর্মীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তাতে লাভ হয়নি। বিজেপির কর্মীরা থানার গেট অতিক্রম করতে পারেননি। তারপর গেটের সামনেই বসে পড়েন। পুলিশ ও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন পদ্ম নেতারা। এদিকে, বিজেপির এসব প্রতিবাদকে গুরুত্বই দিতে নারাজ শাসকদল। ঘাসফুল শিবিরের দাবি, বিজেপি ইচ্ছে করেই ফালাকাটাকে অশান্ত করতে চাইছে।

এদিন বিকেলে ফালাকাটা শহরে বিজেপির কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। শহরের একাধিক রাস্তা অতিক্রম করে সেই মিছিল পৌঁছোয় থানার সামনে। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, সাংসদ মনোজ টিগ্গা, দলের জেলা সভাপতি মিঠু দাস সহ ফালাকাটার পাঁচটি মণ্ডলের সভাপতিরা। তবে মিছিলে হেঁটেই ব্যস্ততার কারণে সাংসদ চলে যান। তারপর থানার সামনে বক্তব্য রাখেন বাকিরা।

বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'তৃণমূলের আমলে রাজ্যে সর্বত্র মা, বোনেরা সুরক্ষিত নন। কুঞ্জনগরের ঘটনায় ফালাকাটার নারীরাও চিন্তিত। তাই আমাদের এই প্রতিবাদ। পুলিশকে এদিন ৭২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। তারপরও পুলিশ পদক্ষেপ না করলে আমাদের ফের রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু হবে।'

পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ধস্তাধস্তি। বৃহস্পতিবার ফালাকাটায়।

> তৃণমূলের আমলে রাজ্যে সর্বত্র মা, বোনেরা সুরক্ষিত নন। কুঞ্জনগরের ঘটনায় ফালাকাটার নারীরাও চিন্তিত। তাই আমাদের এই প্রতিবাদ। পুলিশকে এদিন ৭২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। তারপরও পুলিশ পদক্ষেপ না করলে আমাদের ফের রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু হবে।
>
> **মিঠু দাস**
> *জেলা সভাপতি, বিজেপি*

তবে বিজেপি নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে থানায় ঢুকতে না পারলেও পরে দলের ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোজক জয় সূত্রধরের নেতৃত্বে পাঁচ মণ্ডল সভাপতির একটি দল ভেতরে গিয়ে পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে। পরে জয় বলেন, 'পুলিশকে ৭২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে।' তবে গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশ আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

গত ৪ জুলাই শুক্রবার কুঞ্জনগরের একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। তার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই ভিডিওয় দেখা যায়, তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য স্থানীয় মহিলাদের প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর করছেন। তার প্রতিবাদেই বিজেপিত এই কর্মসূচি। এদিনের হইচইয়ের পর বিজেপিকে নিশানা করেছে তৃণমূল। শাসকদলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সুভাষচন্দ্র রায়ের কথায়, 'কুঞ্জনগরে আমাদের দলের পঞ্চায়েত সদস্যকেই প্রথমে হেনস্তা করা হয়। গোটা ঘটনায় বিজেপির মদত ও চক্রান্ত রয়েছে। ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক, এই দাবি আমরাও পুলিশের কাছে করেছি।'

আমিনার জরাজীর্ণ ঘর।

বাম আমলের ঝুপড়ি ভরসা আমিনার

রাঙ্গালিবাজনা, ১০ জুলাই : বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর তৈরি বাবদ টাকা পাচ্ছেন অনেক সচ্ছল এমনকি বিত্তশালীও। পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে এমন অভিযোগ ভূরিভূরি। তবে ফালাকাটার দক্ষিণ দেওগাঁওয়ের অসুস্থ বিধবা আমিনা বেগমের নাম তালিকায় ঠাঁই পায়নি। স্বামী পরিত্যক্তা মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে নিয়ে বছর ৬৫-র আমিনার দিন গুজরান হয় একটি জরাজীর্ণ ঘরে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত আমিনা কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন বছর পাঁচেক আগে। অন্নসংস্থানে ভরসা র‍্যাশনের চাল আর প্রতিবেশীদের দয়া।

প্রায় তিন দশক আগে বাম জমানায় ঘর তৈরি বাবদ হাজার দশেক টাকা পেয়েছিলেন আমিনা। ওই ঘরেই এখনও রাত কাটে মা ও মেয়ের। জরাজীর্ণ টিনের চালা দিয়ে অঝোরে জল পড়ে। বৃষ্টির জল আটকাতে ব্যবহার করা হয়েছে পলিথিন শিট। তবু বৃষ্টি হলেই ঘরে থইথই করে জল। ভিজে একশা হন মা-মেয়ে। এমনকি শোয়ার জন্য একটা চৌকিও নেই। রাতে মেঝেতে বিছোনো ছেঁড়া চট, কাঁথাই মা-মেয়ের বিছানা। জিনিসপত্র রাখার জন্য রয়েছে একটা বাঁশের মাচা। দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য ফজলুল হক বলছেন, 'ওই দরিদ্র মহিলার সরকারি প্রকল্পে ঘর প্রাপ্য। অথচ বহুবার এনিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও লাভ হয়নি।'

আমিনার বাড়ি দেওগাঁওয়ের পঞ্চায়েত প্রধান শেরিনা খাতুনের নির্বাচনি এলাকাতেই। অথচ প্রদীপের তলাতেই যেন অন্ধকার। আমিনা বলছেন, 'আমার স্বামী মারা গিয়েছেন ৩৫ বছর আগে। আমিও কাজকর্ম করতে পারি না। বহু বছর আগে একটি ছোট সরকারি ঘর পেয়েছিলাম। কিন্তু ওই ঘরে থাকার মতো অবস্থা নেই। অথচ আমাকে ঘর দিচ্ছেন না পঞ্চায়েতরা।' এদিকে দায় এড়াতে মরিয়া পঞ্চায়েত প্রধান শেরিনা। তিনি বলছেন, 'পঞ্চায়েতের বিগত বোর্ডের সময় উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তবে ওই দরিদ্র মহিলাটি সরকারি প্রকল্পে ঘর পাওয়ার উপযুক্ত। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

এনআরসি'র বিরুদ্ধে

শামুকতলা, ১০ জুলাই : এনআরসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা রোড এলাকায় তৃণমূলের পথসভা ও বিক্ষোভ মিছিলটি হয়। মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক।

কলকাতার ধর্মতলায় একুশে জুলাই সমাবেশের প্রচারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের এনআরসির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন বক্তারা।

মরুয়া চাষে উৎসাহ কৃষি দপ্তরের

সমীর দাস

কালচিনি, ১০ জুলাই : গতানুগতিক কৃষিকাজ থেকে সরে এসে কালচিনি ব্লক কৃষি দপ্তর কিছুটা অন্য ধাঁচের ফসল চাষে উদ্যোগ নিয়েছে। কয়েকদিন আগে কৃষি দপ্তরের তরফে বক্সা পাহাড়ের কৃষকদের মরুয়া বীজ বিলি সহ মরুয়া চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার কালচিনি ব্লকের বনছায়া বস্তির বাসিন্দাদের মরুয়া চাষে উৎসাহিত করা হল। এজন্য এদিন কৃষি দপ্তরের তরফে স্থানীয় প্রায় ১২০ জন কৃষকের হাতে দুই কিলোগ্রাম মরুয়া বীজ তুলে দেওয়া হয়। ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা প্রবোধকুমার মণ্ডল বলেন, 'বনছায়া বস্তির মাটি ও জলবায়ু মরুয়া চাষের উপযোগী। তাছাড়া মরুয়া চাষে ফসল উৎপাদনে ৯০-১০০ দিন সময় লাগে। এত অল্প সময়ে ফসল উৎপাদনে স্থানীয় কৃষকরা লাভবান হবেন। আবার মরুয়া দিয়ে আটা, বিস্কুট সহ নানা খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। এই ফসল ভিটামিন, মিনারেল সহ নানা খাদ্যগুণে সমৃদ্ধ। এছাড়া ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য মরুয়া আদর্শ খাবার।'

কালচিনি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা প্রবোধকুমার মণ্ডল ছাড়া এদিন সেখানে কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জ্যোতি গুরুং ও তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি অসীমকুমার লামা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, বনছায়া বস্তিতে গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়া বনবস্তির বাসিন্দাদের রাজ্য সরকারের তরফে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন গ্রামটিকে মডেল পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে।

বনছায়া বস্তিতে কৃষকদের মরুয়া চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সেজন্য সেখানে বেশ কয়েকটি হোমস্টে তৈরি করা হয়েছে। পর্যটকরা গ্রামে এসে যাতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দানাশস্যের স্বাদ পেতে পারেন সেজন্য জেলা প্রশাসন স্থানীয়দের মরুয়া চাষে উৎসাহিত করছে। স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ রাই, নিমা লামারা কৃষি দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি তাঁরা এই উদ্যোগের ফলে স্বাবলম্বী হতে পারবেন বলে আশাবাদী। মরুয়া চাষে খুব বেশি সারের প্রয়োজন হয় না। সেজন্য কম খরচে মরুয়া উৎপাদন সম্ভব বলে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

নাবালিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার মেসো

হলদিবাড়ি, ১০ জুলাই : ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল মেসোর বিরুদ্ধে। হলদিবাড়ির ঘটনা। অভিযুক্ত মেসোকে কেরল থেকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার হলদিবাড়ি থানায় নিয়ে এসেছে পুলিশ। পরিবার সূত্রের খবর, গরমের ছুটিতে ওই নাবালিকা মাসির বাড়ি ঘুরতে গিয়েছিল। সেখানে মেসো তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বাড়ি ফিরে নির্যাতিতা তার মাকে বিষয়টি জানায়। নির্যাতিতার মা ২৮ মে হলদিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

মণ্ডপে হারিয়ে যাওয়া খেলা

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১০ জুলাই : সময়ের সঙ্গে গ্রামীণ বাংলায় খেলাধুলোয় পরিবর্তন এসেছে। ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন তো আছেই, নবীন প্রজন্মের কাছে এখন অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে মোবাইল বা কম্পিউটার গেম। আর এইসব খেলার কাছে পিছিয়ে পড়েছে কড়ি খেলা, লাট্টু খেলার মতো এক সময়ের গ্রামবাংলার জনপ্রিয় খেলাগুলি। বর্তমান প্রজন্মকে সেইসব পুরোনো দিনের খেলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এবং বয়স্কদের নস্টালজিয়া উসকে দিতে সেইসব হারিয়ে যাওয়া খেলাকেই এবছর দুর্গাপুজোর আয়োজনে ফুটিয়ে তুলবে হ্যামিল্টনগঞ্জের অগ্রগামী সংঘ।

বৃহস্পতিবার গুরুপূর্ণিমার শুভ দিনে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের তরফে থিমের উদ্বোধন ও পুজোর আয়োজনের সূচনা করা হল হ্যামিল্টনগঞ্জ ফুটবল ময়দানে। সেখানেই প্রতিবছর

অগ্রগামী সংঘের আয়োজন

দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয় সংশ্লিষ্ট ক্লাবের তরফে। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব। সঙ্গে ছিলেন কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদাও। পুজোর আরও প্রায় আড়াই মাস সময় বাকি রয়েছে। তবে থিমের সূচনার মাধ্যমে হ্যামিল্টনগঞ্জে কার্যত পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গেল এদিন থেকেই। ক্লাবের সম্পাদক গোবিন্দ বাগচী বলেন, 'এবছর আমাদের ক্লাবের পুজোর ৩১তম বর্ষ। প্রতি বছর আমরা চেষ্টা করি পুজোর আয়োজনে নতুন কিছু করে দেখানোর। প্রতিবছরই ক্লাবের তরফে থিমপুজোর আয়োজন করা হয়।' তবে এবছর যে থিমের চিন্তাভাবনা করা হয়েছে তা অন্য বছরের পুজোকেও ছাপিয়ে যাবে বলে ক্লাবের সদস্যরা মনে করছেন।

ক্লাবের তরফে পুজোর আয়োজনে মোটা টাকা খরচ হবে। তবে বাজেট সম্পর্কে কর্তারা এখনই মুখ খুলতে নারাজ। এখন থেকেই পুজোর পুরোদস্তুর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া খেলার সামগ্রী মাটি দিয়ে বানানো হবে। যা মণ্ডপজুড়ে সাজিয়ে রাখা হবে। এছাড়াও থাকবে সুদৃশ্য আলোকসজ্জা। এলাকার কচিকাঁচারা যাতে জানতে পারে তাদের অভিভাবকরা ছোটবেলায় কী খেলতেন, মণ্ডপে এলেই তারা সেটা বুঝতে পারবে। এছাড়াও দেবী দুর্গার মূর্তিও তৈরি করা হবে আকর্ষণীয়ভাবে। এদিন পুজোর থিমের সূচনায় স্থানীয়দের জমায়েত জানান দিয়েছে, দুর্গাপুজো নিয়ে উন্মাদনা এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

ধিক্কার মিছিল

কামাখ্যাগুড়ি ও শালকুমারহাট, ১০ জুলাই : বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়িতে সিপিএমের কামাখ্যাগুড়ি ও পারোকাটা এরিয়া কমিটির যৌথ উদ্যোগে মিছিল ও পথসভা হয়। গতকালের তৃণমূলের ধর্মঘট বিরোধিতা ও পুলিশের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে সিপিএমের এই মিছিল ও পথসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বলাই সরকার, কামাখ্যাগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক সমীর সাহা, পারোকাটা এরিয়া কমিটির সম্পাদিকা রিংকু তরফদার প্রমুখ। একইভাবে শালকুমারহাটে প্রতিবাদ মিছিলের পর বিক্ষোভ সভা করা হয়। সেখানে বংশীহারী থানার আইসিকে গ্রেপ্তারের দাবি ওঠে। এই বিক্ষোভ কর্মসূচি করে সিপিএমের আলিপুরদুয়ার পশ্চিম ১ নম্বর এরিয়া কমিটি।

কচ্ছপ উদ্ধার

শামুকতলা, ১০ জুলাই : লোকালয় থেকে কচ্ছপ উদ্ধার করলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। বুধবার রাতে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের টটপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তালেশ্বরগুড়ির বাসিন্দা রেজিবুল করিমের বাড়ির পাশে একটি পুকুর থেকে কচ্ছপটি উঠে আসে। এলাকার বাসিন্দারা দেখতে পান। তাঁরা কচ্ছপটিকে ধরে বাড়িতে জলের মধ্যে রাখেন। খবর পেয়ে দক্ষিণ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে রাত ৮টা নাগাদ কচ্ছপটি নিয়ে যান। সেটিকে নারারথলির বড়বিলে ছেড়ে দেওয়া হবে জানিয়েছেন দক্ষিণ রায়ডাক রেঞ্জের আধিকারিক দেবাশিস মণ্ডল।

প্রস্তুতি বৈঠক

বীরপাড়া ও কামাখ্যাগুড়ি, ১০ জুলাই : ২১শে জুলাই কলকাতায় শহিদ দিবস পালন নিয়ে বৃহস্পতিবার বীরপাড়া থানার শিশুঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের এথেলবাড়িতে প্রস্তুতি বৈঠক করে তৃণমূল। ছিলেন দলের ব্লক সভাপতি তথা মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, শিশুঝুমরার অঞ্চল সভাপতি তপন মণ্ডল প্রমুখ। এদিন খোয়ারডাঙ্গা-১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশে জুলাই উপলক্ষ্যে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি ধীরেশচন্দ্র রায় প্রমুখ।

ব্রত শুরু

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১০ জুলাই : বৃহস্পতিবার হ্যামিল্টনগঞ্জের ফরওয়ার্ডনগরের বৌদ্ধবিহারে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। সেখানে ভক্তরা পুজো দেন। সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধবিহার পরিচালন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও বৌদ্ধ ধর্মগুরু ডঃ অরুণজ্যোতি মহাথের বলেন, 'আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিথি। এদিন থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বর্ষবাস শুরু করেন। বৌদ্ধ ভক্তরা অষ্টশীল ব্রতপালন শুরু করেন। তিন মাস পর কঠিন চীবর দানের মাধ্যমে ব্রত সমাপ্ত হবে। এই তিন মাস বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ কঠোর সংযম পালন করেন।'

মৎস্যচাষি দিবস

ফালাকাটা, ১০ জুলাই : বৃহস্পতিবার মৎস্যচাষি দিবস উদযাপিত হল ফালাকাটায়। এদিন ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসুন্দর গ্রামে মৎস্যচাষিদের নিয়ে একটি শোভাযাত্রা হয়। তারপর খামার বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মিশ্র মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় স্থানীয় চাষিদের। ফালাকাটা ব্লক মৎস্য ও কৃষি দপ্তরের সঙ্গে এই কর্মসূচি পরিচালনা করে আতমা। সেখানে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় সহ ব্লকের মৎস্য ও কৃষি আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝুলন্ত দেহ

কামাখ্যাগুড়ি, ১০ জুলাই : বৃহস্পতিবার খোয়ারডাঙ্গা-১ অঞ্চলের মারাখাতা শিমলাবাড়ি এলাকা থেকে প্রতিমা টোপ্পু নামে ১৮ বছরের গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানান, মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

প্রয়াণ

শালকুমারহাট, ১০ জুলাই : বিজেপির শালকুমারহাটের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য জগদীশ বসাক প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ষাট বছর। তিনি ১২/১০ নম্বর বুথের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে কিডনির রোগে আক্রান্ত ছিলেন। বৃহস্পতিবার কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। দেহ বাড়িতে নিয়ে এলে স্থানীয় বিজেপির নেতারা পরিজনদের সমবেদনা জানান।

হাসপাতাল ঘুরে খুশি স্ট্যান্ডিং কমিটি

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১০ জুলাই : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে জেলায় জেলায় ঘুরছে বিধানসভার স্বাস্থ্যবিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি। বুধবার রাত থেকে ওই কমিটি আলিপুরদুয়ার জেলা সফর শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে যায় কমিটি। মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল, উত্তর লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালগুলো পরিদর্শন করে প্রশংসা করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। এছাড়াও বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে রাজ্যকে রিপোর্ট দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নির্মল মাজি।

এদিন নির্মল বলেন, 'আমি আগেও আলিপুরদুয়ারে এসেছি। ৩ বার জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেছি। তবে সাড়ে ৩ বছর পর হাসপাতালে এসে দেখছি পরিষেবার অনেক উন্নতি হয়েছে। অন্য হাসপাতালগুলোর পরিষেবাও বেশ ভালো।' নির্মল ছাড়াও স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন বালির বিধায়ক রানা চট্টোপাধ্যায়, কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়, মুর্শিদাবাদের বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ, গোপিবল্লভপুরের বিধায়ক ডঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, জলপাইগুড়ির বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মা। পাশাপাশি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরাও পরিদর্শনে ছিলেন ওই কমিটির সঙ্গে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। বৃহস্পতিবার। –আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এদিন প্রথমে ওই কমিটির সদস্যরা মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। হাসপাতাল পরিদর্শন করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবজ্যোতি চক্রবর্তীর প্রশংসা করেন নির্মল। অন্যদিকে, এক্স-রে মেশিন বসানোর ঘর থাকলেও এক্স-রে মেশিন যে ওই হাসপাতালে নেই সেটা নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দেবেন বলে জানিয়েছেন। ওই হাসপাতালের যে সমস্যা রয়েছে সেটা তিনি আবার চিঠি দিয়ে জানাতে বলেন।

দুপুরে স্ট্যান্ডিং কমিটি জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, অবজার্ভেশন বিভাগ ঘুরে দেখে। কত রোগী প্রতিদিন আসেন, কোন ধরনের রোগী বেশি দেখা যায় সেই

> আমি আগেও আলিপুরদুয়ারে এসেছি। ৩ বার জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেছি। তবে সাড়ে ৩ বছর পর হাসপাতালে এসে দেখছি পরিষেবার অনেক উন্নতি হয়েছে। অন্য হাসপাতালগুলোর পরিষেবাও বেশ ভালো।
>
> **ডাঃ নির্মল মাজি,** *চেয়ারম্যান স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি*

তথ্য নেওয়া হয়। হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ, এক্স-রে রুম, সিটি স্ক্যান রুম, মা ক্যান্টিনেও যান স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। সেখানে রোগী ও রোগীর পরিজনদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। পাশাপাশি, রান্নাঘর ঘুরে গিয়ে খাবারের মান পরীক্ষা করেন। হাসপাতালের পরিকাঠামো দেখার পর হাসপাতালের ভূয়সী প্রশংসা করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান। এদিন হাসপাতালে মা ক্যান্টিনের কর্মীরা আবার আলাদা ভবন তৈরি করার দাবি জানিয়েছেন। সেটা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'দায়িত্ব অনেকটাই বেড়ে গেল এদিন প্রশংসা পাওয়ায়।' আগামীতেও তাঁরা ভালো কাজ করার চেষ্টা করবেন। এদিন সন্ধ্যায় নির্মল কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন। সেখানে তিনি বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে গিয়ে হাসপাতালের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। পরে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলেন। সূত্রের খবর, হাসপাতালটির শয্যা বাড়ানো, হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, আলোর ব্যবস্থা আরও ভালো করার পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি। এছাড়াও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্রীকান্ত মণ্ডল সহ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তিনি আরও ভালো কাজের পরামর্শ দিয়েছেন।

যদিও বিজেপির আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক একজনও নেই। টোটোপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজনও চিকিৎসক নেই ২০২৩ সাল থেকে। সামান্য কারণেই রোগীদের বাইরে রেফার করতে বাধ্য হচ্ছেন এখানে থাকা নামমাত্র চিকিৎসকরা।'

চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার দলমোরে

বীরপাড়া, ১০ জুলাই : বীরপাড়া থানার দলমোর চা বাগানে বৃহস্পতিবার সকালে একটি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, ওই চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন শ্রমিকরা। খবর পেয়ে বনকর্মীরা দেহটি উদ্ধার করেন। দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় জানিয়েছেন, দেহটি পূর্ণবয়স্ক মর্দা চিতাবাঘের। এদিন দুপুরবেলা দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন ধনঞ্জয়।

কমপক্ষে দু'দিন আগে ওই শ্বাপদটির মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয়রা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বাগান শ্রমিক শশী সুনওয়ার বলেন, 'শ্রমিকরা কাজে গিয়েই চিতাবাঘের দেহটি দেখতে পান। দলমোরে প্রচুর চিতাবাঘ রয়েছে। আমি এর আগে দিনেরবেলা একাধিকবার চিতাবাঘ দেখেছি। যে কোনও মুহূর্তে শ্রমিকদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

দলমোরের একদিকে রয়েছে দলমোর ফরেস্ট। আরেকদিকে ধুমচি ফরেস্ট। পাশাপাশি দলমোর ঘেঁষা গোপালপুর চা বাগানেও চিতাবাঘ রয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ফরেস্ট এবং দুটি চা বাগানের মধ্যে অবাধে যাতায়াত করে চিতাবাঘ।

বনকর্মীরা জানিয়েছেন, চিতাবাঘ চা বাগানের ঝোপঝাড় এবং নালায় থাকতে পছন্দ করে। দলমোর ঘেঁষা সিংহানিয়া চা বাগানে মে মাসে চিতাবাঘের আক্রমণে বেশ কয়েকটি গবাদি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। ২৬ মে সিংহানিয়ায় একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয় বলেও জানা গিয়েছে।

জনসংযোগে বিজেপির নয়া কর্মসূচি

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১০ জুলাই : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির তরফে গুরুপূর্ণিমা পালন করা হয়। কামাখ্যাগুড়িতে বিজেপির তরফে গুরুপূর্ণিমা উৎসব পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো, ওবিসি মোর্চার রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য অজিতকুমার ঘোষ। এদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পুরোহিত ও পূজারিদের প্রণাম করলেন বিজেপির নেতারা। বিজেপির আলিপুরদুয়ার-২ মণ্ডল সভাপতি ক্ষিতীশ বর্মন সহ অন্য নেতারা শালকুমারহাটের নেপালি জনজাতির পুরোহিত সহ গ্রামের মন্দিরের পূজারিদের বাড়ি যান। তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হয়। এভাবে বাড়িতে বসেই সম্মান মেলায় পুরোহিত, পূজারিরাও খুশি। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার শহরের বিজেপির নেতারা ও বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রীরা শিক্ষকদের সম্মান জানান।

কুমারগ্রামে বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ, গির্জায় গিয়ে ধর্মগুরুদের উত্তরীয় পরিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিজেপি নেতারা। শুধুমাত্র ধর্মগুরুদের নয়, বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে গিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের একইভাবে সম্মান, শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জনসংযোগ বাড়াতেই এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো।

সুনীল বলেন, 'বাবা ও মায়ের পরই আমরা গুরুদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করি। তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতেই আমরা দলের পক্ষ থেকে শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব কর্মসূচি পালন করলাম।'

বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে অথচ বৃষ্টির দেখা নেই। ডুয়ার্সের আবহাওয়ার এই খামখেয়ালির জন্য বিপাকে পড়েছেন আমন চাষিরা। শুধু কি তাই! বিভিন্ন এলাকার সেচনালাগুলিও বেহাল। কোথাও জঙ্গল, আবার কোথাও বা আবর্জনায় ভরে গিয়েছে।

উপায় সন্ধান।। *এইভাবে বলন করা হয়েছে। কালীপুরে। –সংবাদচিত্র*

বলন করে আমনের বীজ রক্ষার চেষ্টা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১০ জুলাই : ফালাকাটার কালীপুরে সামান্য একটু জমিতে ঘন করে ধানের চারা লাগিয়েছেন গণেশ সরকার। কিন্তু বাকি চারপাশের জমিতে ধান রোপণ করেননি। একদিকে জলের অভাব, অন্যদিকে বয়স বেড়ে যাওয়ায় আমনের বীজতলা নষ্ট হতে বসেছিল। তাই বীজতলা থেকে চারা তুলে এভাবে অল্প জমিতে রোপণ করেছেন। পরে ভারী বৃষ্টি হলে সেই চারা আবার একবার তুলে বাকি জমিতে লাগাবেন। কৃষি দপ্তর ও চাষিদের কাছে এই পদ্ধতির নাম 'বলন'। অর্থাৎ বীজতলা থেকে চারা তুলে ঘন করে জমিতে রোপণ করা। পরে সেই চারা তুলে ফের অন্য জমিতে লাগানো। গণেশ একাই নন, ভারী বৃষ্টির অভাবে ফালাকাটার অধিকাংশ চাষিই এখন বলন পদ্ধতি অবলম্বন করছেন।

ফালাকাটা ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাসের কথায়, 'পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় চাষিদের কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে আমন ধান রোপণের সময় এখনও রয়েছে। ৪ মাসের ধান চাষের জন্য করা বীজতলা ৪ সপ্তাহ বা ১ মাস রাখা যায়। আর ৩ মাসের ধানের চারা ৩ সপ্তাহ রাখা যায়। তবু চাষিদের

> পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় চাষিদের কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে আমন ধান রোপণের সময় এখনও রয়েছে। ৪ মাসের ধান চাষের জন্য করা বীজতলা ৪ সপ্তাহ বা ১ মাস রাখা যায়। আর ৩ মাসের ধানের চারা ৩ সপ্তাহ রাখা যায়। তবু চাষিদের কেউ কেউ বলন পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এই বলন পদ্ধতিতেও কিন্তু ধানের ফলন ভালো হয়।
>
> **সুপ্রিয় বিশ্বাস**
> *সহ কৃষি অধিকর্তা, ফালাকাটা ব্লক*

অনেকে বলন পদ্ধতি অনুসরণ করছেন। বলন পদ্ধতিতেও ধানের ফলন ভালো হয়।'

বৃহস্পতিবার শিশাগোড়ে পরমানন্দ রায় বীজতলায় দুজন শ্রমিক লাগিয়েছেন। সেখান থেকে বীজ তোলা হচ্ছে। পরমানন্দের কথায়, '৬ বিঘা জমিতে ধান রোপণ করব। তারমধ্যে পাম্পসেট চালিয়ে ২ বিঘা জমিতে ধান লাগানো হয়। কিন্তু ধান রোপণের পর জমি ফেটে যাচ্ছে। অর্থাৎ আরও জল দিতে হবে।' তাঁর সংযোজন, এজন্য বাধ্য হয়ে বাকি বীজতলার ক্ষেত্রে বলন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হচ্ছে। কালীপুরের গণেশ কয়েকদিন আগেই বলন করেছেন। তিনি জানালেন, বীজতলার বয়স ১ মাস পেরিয়েছে। নতুন করে বীজতলা করলে ধানের চাষ পিছিয়ে যাবে। তাই বলন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সাধন রায়, গোপাল দাস, দয়াল দাসদের মতো চাষিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

বলন পদ্ধতিতে কী কী সুবিধা রয়েছে তা নিয়ে চাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে কিছুটা বেশি সময় পাওয়া যায়। যেমন বীজতলা থেকে সরাসরি ধান রোপণ করলে এক সঙ্গে ২ থেকে ৩টি চারা কাদামাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। কিন্তু বলনের ক্ষেত্রে এক সঙ্গে ৫ থেকে ৬টি চারা পুঁতে দেওয়া যায়। এভাবে বলন ২ থেকে ৩ সপ্তাহ রাখা যায়। বলনে পর্যাপ্ত জল না হলেও চলে। ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পর বলন তুলে ফের জমিতে রোপণ করা যায়। এতে ফলনও ভালো হয়। দুই ক্ষেত্রেই চাষিরা বলন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এক, বেশি খরা হলে। দুই, লাগাতার ভারী বৃষ্টি হলে। অর্থাৎ কিছুটা বাড়তি সময়ের জন্যই এটা করতে হয় চাষিদের।

৮ বছরেও হয়নি স্লুইস গেট সেচপ্রকল্প

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১০ জুলাই : জেলার সেচ ও জলপথ বিভাগের উদ্যোগে ২০১৭ সালে জটেশ্বর বাজার সংলগ্ন বীরকিটি নদীতে স্লুইস গেট সেচপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়। দীর্ঘদিন কাজ চলার পর বীরকিটি নদীর বিপুল এলাকাজুড়ে দেওয়া হয় বাঁধ। দুটি স্লুইস গেটও বসানো হয় নদীর দু'ধারে। নদীর পূর্বপ্রান্তে পাঁচশো মিটার নালাও তৈরি হয়। কিন্তু তারপরে আর কাজ এগোয়নি। সেই নিকাশিনালা সংস্কারের অভাবে আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় সেই নালা দখল করে বসতবাড়ি এমনকি চাষবাসও চলছে।

অন্যদিকে, বহু বছর আগে মালসাগাঁওয়ের তাতাসি নদীতে তৈরি হওয়া সেচ খাল মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেচ খালটি বেহাল হয়ে পড়ায় মালসাগাঁও, বেগুনটারি, শিসাপাড়া এলাকার প্রায় ১০ হাজার কৃষক সেচের জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেই সেচপ্রকল্পের প্রধান খালটিও আবর্জনায় পরিপূর্ণ। খালটি সংস্কার করে জল পরিষেবা চালু করার দাবি তুলেছেন চাষিরা।

স্থানীয় বাসিন্দা ধরণীকান্ত রায়ের অভিযোগ, 'জটেশ্বর বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়া বীরকিটি নদী থেকে সেচের জন্য খাল কাটা হয়। কিন্তু এতদিনেও পরিষেবা চালু হয়নি। এখন দুইপাশের খালগুলি জঙ্গলে ভরে গিয়েছে।' এবিষয়ে সেচ ও জলপথ বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার কেশবরঞ্জন রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

জটেশ্বর বাজারের পশ্চিমদিকে বয়ে যাওয়া বীরকিটি নদীতে ২০১৭ সালের শেষদিকে প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দে সেচপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু মানুষ কৃষিকাজের উপরই নির্ভরশীল। এলাকার তিন ফসলি

ঝোপঝাড়ে ঢেকেছে সেচনালা। –সংবাদচিত্র

সমস্যা কোথায়

- ২০১৭ সালে জটেশ্বর বাজার সংলগ্ন বীরকিটি নদীতে স্লুইস গেট সেচপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়
- দুটি স্লুইস গেটও বসানো হয় নদীর দু'ধারে, নদীর পূর্বপ্রান্তে পাঁচশো মিটার নিকাশিনালাও তৈরি হয়
- কোনও অজানা কারণে কাজ বন্ধ হয়ে যায়, সংস্কারের অভাবে নালাগুলি আবর্জনায় ভরে গিয়েছে
- মালসাগাঁওয়ের তাতাসি নদীতে তৈরি হওয়া সেচ খালও বেহাল হয়ে পড়েছে
- এর ফলে মালসাগাঁও, বেগুনটারি, শিসাপাড়ার প্রায় ১০ হাজার কৃষক সেচের জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন

জমিতে ধান, পাট সহ উন্নত প্রজাতির শাকসবজিও উৎপাদিত হয়। ফলে কৃষিকাজে সারাবছর সেচের জলের প্রয়োজন। বিকল্প সেচ ব্যবস্থা না থাকায় দ্বিগুণ অর্থ খরচ করে পাম্পের জলের উপর ভরসা করতে হয় কৃষকদের। স্লুইস গেট সেচপ্রকল্পটি চালু করা হলে সেচের খরচ থেকে রেহাই মিলবে বলে আশাবাদী ছিলেন কুড়ি হাজার কৃষক। কিন্তু প্রকল্পের কাজ শেষ হতে না হতে অজানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি সেচ খালের নালাগুলি দখল ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়েছে। সেগুলি সংস্কার না হলে জল পরিষেবা চালু হবে না বলে দাবি কৃষকদের।

স্থানীয় কৃষক কমল রায়ের কথায়, 'সেচপ্রকল্পটির কাজ শুরু হওয়ায় আমরা খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু কাজটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের আশাভঙ্গ হয়। জমিতে সেচের জন্য দ্বিগুণ অর্থ খরচ হচ্ছে। ফলে লাভের মুখ দেখতে পারছি না। আমরা চাই প্রকল্পটি অবিলম্বে চালু করা হোক।'

আদ্যাপীঠে নেতাদের চাঁদের হাট

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : মঙ্গলারতি ও বিশেষ পুজো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরুপূর্ণিমার দিন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ আলিপুরদুয়ার শাখার প্রথম বর্ষ মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। প্রথম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবসে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। এছাড়াও এদিন আমন্ত্রিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর সহ অন্যরা। উদয়ন মন্দিরের উন্নয়নে ১ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন মাঝপথে বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস মুরাল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বিশেষ সম্মাননা জানান। এমনকি তাঁকে উদয়ন গুহর সঙ্গেও সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গিয়েছে। দুপুর নাগাদ বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল মাজি আদ্যামা মন্দিরে যান। আলিপুরদুয়ার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব নেতাজি রোড এলাকায় দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ সংঘের আদ্যাপীঠের আদলে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। গতবছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই মন্দিরের ভার্চুয়াল উদ্বোধন হয়েছিল। এদিন তার প্রথম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান ছিল।

ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই বলেন, 'এদিন মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভক্তদের ঢল ছিল। সারাদিনব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়। এমনকি সর্বধর্ম সমন্বয় ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উপর একটি আলোচনা

আদ্যামা মন্দিরে উদয়ন গুহ। বৃহস্পতিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সভা অনুষ্ঠিত হয়।'

মন্দির কমিটি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই পুজো অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। ভোর ৪টা নাগাদ মঙ্গলারতি ও মঙ্গলস্তুতি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। তারপর সকাল ৭টা নাগাদ অধিবাস সহ আদ্যামার মূল পুজো অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর ভোগ আরতি ও হোম হয়। পুজো শেষে আদ্যা স্তোত্র পাঠের পর পুষ্পাঞ্জলি হয়। এদিন সকালে প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ দেব, আদ্যামা, রাধা গোবিন্দ সহ সংঘ প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুর ও সংঘমাতার প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা ও নগর সংকীর্তন অনুষ্ঠান হয়। সব শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুজো উপলক্ষ্যে দিনভর ভক্তদের ঢল ছিল। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও ভক্তিগীতি অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও সর্বধর্ম সমন্বয় সভা হয়। সেখানে ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস এদিন সৌজন্য বিনিময় করেন। বিভিন্ন দলের একাধিক নেতা মন্দিরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও কেউ কিন্তু কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করেননি। কারও প্রতি অসৌজন্যতাও দেখাননি।

আলিপুরদুয়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমেও গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো অনুষ্ঠান হয়।

'গুরু' স্মরণ

শামুকতলা ও জটেশ্বর, ১০ জুলাই : শামুকতলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার গুরুপূর্ণিমা পালন করা হল শামুকতলা শক্তি সংঘ ক্লাবঘরে। অনুষ্ঠানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। সন্ধ্যারতি, বিশেষ পুজো এবং গুরুপূর্ণিমার মাহাত্ম্য নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়। কথামৃত পাঠ করা হয়।

হিন্দুধর্ম অনুসারে মহর্ষি বেদব্যাসকে আদিগুরু বলা হয়ে থাকে। আষাঢ় পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সেই কারণে এই পূর্ণিমা তিথি গুরুপূর্ণিমা হিসেবে পালিত হয়। গুরুপূর্ণিমাকে ব্যাসপূর্ণিমাও বলা হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এলাকার বাসিন্দা এবং সংগঠনের অন্যতম কর্মী অভিজিৎ ভৌমিক বলেন, 'হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্মেও গুরুপূর্ণিমার মাহাত্ম্য রয়েছে। যিনি আমাদের শিক্ষা দেন, তিনিই গুরু। ভারতীয় সমাজে গুরুর বিশেষ স্থান রয়েছে। গুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার দিন হল এই গুরুপূর্ণিমা।'

অনুষ্ঠানে কামাখ্যাগুড়ি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের শিল্পীরা ভজন পরিবেশন করেন। আরতির সময়ে বিশেষ ভজন বা আরাত্রিক ভজন গাওয়া হয়। হয় জপধ্যানও। ভক্তদের সম্মিলিত কণ্ঠের জপধ্যানে মুখরিত হয় ক্লাবঘর। অনুষ্ঠান শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

খগেনহাটের ঠাকুর পঞ্চানন স্মৃতি সমিতির পরিচালনায় খগেনহাটের প্রসেনজিৎ রায়ের বাড়িতে গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ২০তম ব্যাসপুজো ও ভক্ত সম্মিলনি অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সেখানে ঠাকুর পঞ্চানন স্মৃতি সমিতির সদস্য সহ ভক্তদের ভিড় জমে। ঠাকুর পঞ্চাননের মূর্তিতে মাল্যদান এবং গুরুদেবকে শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে দিনটির সূচনা করেন সংগঠনের সদস্যরা। পরে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। খগেনহাট ঠাকুর পঞ্চানন স্মৃতি সমিতির সহ সভাপতি জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমরা ২০ বছর ধরে দিনটি পালন করে আসছি।' খগেনহাট স্মৃতি সমিতির অন্যতম সংগঠক তথা কার্যকর্তা চিত্তমোহন রায় কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন। এদিন তাঁর স্মৃতিচারণ করা হয়।

শিল্পান্ন চালু

বাংলার কুটিরশিল্পকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে আলিপুরে তৈরি হল শিল্পান্ন। বৃহস্পতিবার এই শপিং মলের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেট্রো বিভ্রাট

বৃহস্পতিবার বিদ্যুতের সমস্যার জন্য অফিস টাইমে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ রুটে বেশ কিছুক্ষণ মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকে। চলতি সপ্তাহে এই নিয়ে তিনদিন মেট্রো বিভ্রাট হল।

সরল নিম্নচাপ

দক্ষিণবঙ্গ থেকে সরল নিম্নচাপ। আপাতত তা ঝাড়খণ্ডের দিকে চলে গিয়েছে। ফলে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার রোদ ঝলমলে আকাশ ছিল কলকাতা শহরে।

দেহ উদ্ধার

কানাডায় চাকরির টোপ দিয়ে গুজরাটের পরিবারকে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তোমার জলকে নেমেছি...

বৃহস্পতিবার কলকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে। ছবি-আবির চৌধুরী।

দিল্লিতে হেনস্তা, ক্ষুব্ধ মমতা

মিথ্যাচার করছে মুখ্যমন্ত্রী, অভিযোগ বিজেপির

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জুলাই : ফের ভিনরাজ্যে কোচবিহারের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকার ১২০০-র বেশি ভাষাভাষীর মানুষের দিন কাটছে অত্যন্ত সমস্যার মধ্যে। গত দু-দিন ধরে তাঁদের বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও ওডিশায় বাঙালি পর্যটকদের হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার ৫ শ্রমিককে ১৫ দিন ধরে বাংলাদেশি বলে থানায় আটক করে রেখে দেওয়া হয়েছে বলে নতুন করে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বুধবারই এই নিয়ে ওডিশার মুখ্যসচিব মনোজ আহুজাকে চিঠি দিয়েছিলেন এই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

দিল্লির বসন্তকুঞ্জে কোচবিহারের পরিযায়ী শ্রমিকদের আটকে রাখা নিয়ে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'নয়াদিল্লির বসন্তকুঞ্জের জয়হিন্দ কলোনি থেকে উঠে আসা একের পর এক ভয়ংকর হেনস্তার ঘটনা শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও বিচলিত। এই বসতি সেই বাংলাভাষী মানুষরা তৈরি করেছেন যাঁরা দিল্লিকে গঠন করার অসংগঠিত শ্রমশক্তির গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ।' এরপরই দিল্লির বিজেপি সরকারকে নিশানা করে মমতা লিখেছেন, 'শোনা যাচ্ছে, বিজেপি পরিচালিত সরকারের নির্দেশে তাঁদের জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে হঠাৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং ইলেক্ট্রিসিটি মিটার তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, তাঁরা নিজেদের টাকায় যে প্রাইভেট জলের ট্যাংকারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা দিল্লি পুলিশ এবং র‍্যাফের সহায়তায় আটকে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে একপ্রকার জবরদস্তি উচ্ছেদ চলছে। যদিও এই বিষয়ে গত ডিসেম্বরেও অনাকাঙ্ক্ষিত দিল্লি পুলিশের হস্তক্ষেপের পর আদালতে এই মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আশ্রয়, জল ও বিদ্যুৎ এই মৌলিক অধিকারগুলি যদি এইভাবে পদদলিত করা হয়, তাহলে আমরা কীভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে দাবি করব?'

ভিনরাজ্যের বাসিন্দারা এই রাজ্যে সসম্মানে রয়েছেন বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের দেড় কোটিরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। তাঁরা সসম্মানে থাকছেন। কিন্তু বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সেই কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। বাংলাভাষীদের নিজেদের দেশেই অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে। কেউ বাংলায় কথা বললেই তিনি বাংলাদেশি হয়ে যান না। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যেসব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এবার সেই বাংলা বিরোধী অপচেষ্টাকে দেশের অন্যান্য প্রান্তে শুরু করার কৌশল নিয়েছে বিজেপি। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওডিশা ও মধ্যপ্রদেশ থেকে বাংলাভাষীদের ওপর নিপীড়নের খবর আসছে। এখন সেই বিদ্বেষের ছায়া এসে পড়ছে দেশের রাজধানীতেও।' মমতার হুঁশিয়ারি, 'এই দেশেই বাংলার মানুষ যদি অনাহুত অতিথির মতো আচরণের শিকার হন, তাহলে আমরা চুপ করে থাকব না। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সর্বত্র আওয়াজ তুলব।'

দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীর ঘটনায় অসমের বিজেপি সরকারের মাধ্যমে রাজ্যের ওপর এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। মঙ্গলবার এই অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যকে মিথ্যা বলে পালটা দাবি করল বিজেপি।

বিজেপির দাবি, ২০২৫-এর জানুয়ারিতে ব্রজবাসীর নামে নোটিশ জারি করা হলেও ওই বছরেরই ১১ এপ্রিল রাজবংশীর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলা অসম সরকার প্রত্যাহার করে নেয়। তা সত্ত্বেও জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও সিভিক পুলিশ মনিরুল উত্তমের পরিবারকে এনআরসি'র ভয় দেখান।

তথ্য চাইল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১০ জুলাই : বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে ওডিশায় আটকে রাখার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল একাধিক পরিবার। এই সংক্রান্ত মামলায় বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বা সেই পদমর্যাদার একজন আধিকারিক আদালতের প্রশ্নগুলি ওডিশার মুখ্যসচিবকে পাঠাবেন। তারপর সেই জবাব আদালতে জমা দিতে হবে। তা দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে হাইকোর্ট। মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম সহ একাধিক জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ওডিশায় আটকে রাখার অভিযোগ বেশ কয়েকদিন ধরেই সামনে আসে।

স্বাগত তোমায়...

বৃহস্পতিবার নবান্নে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছেন মমতা।

কাশ্মীর বেড়াতে ডাক ওমরের

কলকাতা, ১০ জুলাই : ২২ এপ্রিল পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ভূস্বর্গের দিকে মুখ ঘুরিয়েছেন পর্যটকরা। কিন্তু কাশ্মীর যে এখনও নিরাপদ তা বোঝানোর চেষ্টা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বুধবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমি ফাঁকা জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রমোট করতে আসিনি, এসেছি কাশ্মীরের পর্যটনকে প্রমোট করতে।' একদিনের সফরে এদিন কলকাতায় আসেন ওমর। সারাদিনের কর্মসূচির ফাঁকে বিকালে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন তিনি। সেখানেই ইন্ডিয়া জোটের ইস্যুতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রয়োজনে এই রাজ্যে প্রচারেও যে ওমর আসবেন, তাও তিনি নিশ্চিত করেছেন মমতাকে। এদিন মমতার সঙ্গে দীর্ঘ

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নবান্নে

৪০ মিনিট আলোচনায় উঠে এসেছে বিজেপিবিরোধী আন্দোলনের নানা রূপরেখা।

২২ এপ্রিল পহলগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের মৃত্যুর পর ভূস্বর্গ থেকে মুখ সরিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। এদিন কলকাতায় এসে ওমর আবদুল্লা বলেন, '২০২৫ সাল আমাদের কাছে সহজ নয়। পহলগাম হামলার আগে আমাদের জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রমোট করতে হত না। কারণ তখন আমরা পর্যটনের সর্বোচ্চ শিখরে ছিলাম। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। আমি বুঝতে পারছি, মানুষের মধ্যে এখনও আতঙ্ক আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অমরনাথ যাত্রায় অনেকে মারা গিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা অমরনাথযাত্রা করেছেন, তাঁরা কি বলবেন, তাঁরা নিরাপদ ছিলেন না?' পহলগাম কাণ্ডের পরে কাশ্মীরের হোটেল ফাঁকা ছিল। তা নিয়ে আক্ষেপ ঝরে পড়েছে ওমর আবদুল্লার গলায়। বলেন, 'ভরা হোটেল থেকে খালি হোটেল, ভরা ডাল লেক থেকে খালি ডাল লেক সব দেখেছি। কিন্তু এখন ফের পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন। আগে যেখানে ৫০টি বিমান কাশ্মীরে আসত, হামলার পরে তা নেমে এসেছিল ১৫টিতে। এখন ২০ থেকে ২৫টি বিমান আসছে। তাই কাশ্মীর আর বিপজ্জনক নয়। কাশ্মীরে বেড়াতে আসুন।'

এই রাজ্যের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেমন কাশ্মীরকে পছন্দ করেন, তেমনই কাশ্মীরবাসীর কাছেও বাংলার গুরুত্ব আছে। নব্বইয়ের দশক থেকে কাশ্মীরের পর্যটনের বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। আমরা নিরাপত্তার দিক থেকে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিচ্ছি। পর্যটকরা নিশ্চিন্তে আসতে পারেন। পহলগামও খুলে গিয়েছে।' ভাষণ দিতে গিয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ওমর আবদুল্লা। একটু থেমে তাঁর বার্তা, 'আপনারা আসুন। জম্মু ও কাশ্মীর আপনাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রয়েছে।'

ক্ষমা চাইলেন প্রসেনজিৎ

কলকাতা, ১০ জুলাই : হিন্দি ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন টলিউড অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। গত কয়েকদিন ধরে তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে চরম বিতর্ক হয়। অবশেষে নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে 'ক্ষমা' চেয়ে নিলেন প্রসেনজিৎ। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'কিছুদিন হল আমার একটা কথা, বলা ভালো আমার একটা বাক্য সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা নিয়েই কিছু বলতে চাই। আমি ৪২ বছর ধরে মূলত বাংলায় কাজ করেছি। গত কয়েক বছরে জাতীয় স্তরে কয়েকটা কাজ করার সুযোগ এসেছে। সেরকমই এক হিন্দি ছবির ট্রেলার মুক্তি উপলক্ষ্যে ১ জুলাই মুম্বইয়ের জুহু পিভিআরে সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছিল। ডায়াসে যাঁরা ছিলেন, ছবির শিল্পী, পরিচালকরা মূলত ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। বাংলার এক সাংবাদিক আমাকে বাংলায় প্রশ্ন করেন। তিনি আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। কিন্তু সেই মুহূর্তে

আমার মনে হয়েছিল, বাংলায় জবাব দিলে হয়তো অনেকেই তা বুঝতে পারতেন না। যেহেতু ওখানে বাংলা ভাষা বোঝেন না এমন মানুষই বেশি। তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই আমি ওঁকে বলি, বাংলায় কেন প্রশ্ন করছেন?'

প্রসেনজিৎ দাবি করেছেন, 'স্থান, কাল না বুঝে অনেকেই এই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, সমালোচনা করছেন। যেহেতু সমাজমাধ্যমে ওই একটা বাক্যই তুলে ধরা হয়েছে, তাই অনেকেই আমার বলা কথার আক্ষরিক অর্থ না বুঝেই আঘাত পেয়েছেন। কষ্ট আমিও পেয়েছি, এখনও পাচ্ছি। কারণ ওইরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে আমি ভাবতে পারিনি। মাতৃভাষাকে অসম্মান করার কথা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না। বাংলা আমার প্রাণের ভাষা। আমার কাছে বাংলার মানুষের বিচার বরাবরই শিরোধার্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার এই ধারণা অটুট থাকবে। যেটা শেষে না বললেই নয়, আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে, আমার বলা কথায় আপনারা মনে আঘাত পেয়েছেন। তাই আমি দুঃখিত।'

খরচে লাগাম রাজ্য সরকারের

কলকাতা, ১০ জুলাই : অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া এবার দপ্তর প্রধানদের নতুন প্রকল্পে অর্থ খরচের ক্ষমতা খর্ব করল রাজ্য সরকার। চলতি আর্থিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ খরচের বিষয়ে লাগাম টানতেই সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে বলেই বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রের খবর।

এই মুহূর্তে রাজস্ব ঘাটতির জন্য সরকারের ভাঁড়ারে টান রীতিমতো উল্লেখজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সামাল দিতে সরকারের ঋণের বোঝাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে অর্থ জোগাড়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে অর্থ দপ্তরকে।

আবার বছর কুড়ি পর...

রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনা টাটার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জুলাই : ২০০৮ সালে মহাকরণে দাঁড়িয়ে টাটা গোষ্ঠীর তৎকালীন চেয়ারম্যান রতন টাটা সিঙ্গুর থেকে ন্যানো গাড়ির কারখানা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় ২০ বছর পর আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে টাটাকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতার আন্দোলনের জেরে ছোট গাড়ির কারখানা গুজরাটের সানন্দে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল টাটা গোষ্ঠীকে। সেদিন রতন টাটা বলেছিলেন, 'মিস বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রিগারটাই টিপে দিলেন।' বুধবার সন্ধ্যায় নবান্নে সেই মমতার সঙ্গে দেখা করলেন টাটা গোষ্ঠীর বর্তমান চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরণ।

এই বৈঠক 'সৌজন্যমূলক' বলে নবান্ন সূত্রে প্রথমে দাবি করা হলেও তা যে রাজ্যে বিনিয়োগের জন্যই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন নবান্নের কর্তারা। বুধবারের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও শিল্প দপ্তরের আধিকারিকরা। ২০ বছর পর ফের রাজ্যে ছোট গাড়ির কারখানা তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করেছেন নটরাজন চন্দ্রশেখরণ। সহযোগিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও। পুজোর পরই এই রাজ্যে হবে বিজনেস কনক্লেভ। সেখানেই এই নিয়ে বিস্তারিত জানাতে চলেছে টাটা গোষ্ঠী। টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে চরম অস্বস্তিতে বঙ্গ বিজেপি।

হুগলির সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা। ৩৪ বছরের বাম আমলের পতনের শুরু হয়েছিল তখনই। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল সরকার যথেষ্ট চাপের মুখে রয়েছে। তার আগে টাটা গোষ্ঠীর শীর্ষ কর্তার নবান্নে আসা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। নবান্ন সূত্রে খবর, এই রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে টাটা গোষ্ঠী। ছোট গাড়ির কারখানা করার জন্য তারা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে। রাজ্যের ল্যান্ড ব্যাংক থেকে সেই জমি দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী টাটা গোষ্ঠীকে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে জমির পরিমাণ কত বা টাটারা কত টাকা বিনিয়োগ করবে তা এখনও জানানো হয়নি।

ইতিমধ্যেই টাটা গোষ্ঠীর কর্তারা শিল্প দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। খুব শীঘ্রই টাটা গোষ্ঠী তাদের প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারে। তবে কর্মসংস্থানকে বিশেষ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণে টাটাকে যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে তা একপ্রকার নিশ্চিত বলে মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

যদিও এই মুহূর্তে টাটা গোষ্ঠী এই রাজ্যে বিনিয়োগ করবে না বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার এসেছিলেন রাজ্যের পরিস্থিতি দেখতে। তিনিও জানেন, আটমাস পরে এই সরকার চলে যাবে। বিজেপি সরকারে আসবে। এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই এখানে বিনিয়োগ করবে টাটা গোষ্ঠী। সেদিন বিমানবন্দর থেকে নবান্ন পর্যন্ত পুষ্পবৃষ্টি দিয়ে টাটা গোষ্ঠীকে কলকাতায় স্বাগত জানানো হবে। আমরা ক্ষমতায় আসার পরই টাটা এখানে আসবে।'

টাটা কাহিনী

- ২০০৬ সালে সিঙ্গুরে ন্যানো গাড়ির কারখানার সিদ্ধান্ত
- জোর করে জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে আন্দোলন মমতার
- ২০০৮ সালে রাজ্য থেকে প্রকল্প গুটিয়ে গুজরাটে চলে যায় টাটা গোষ্ঠী
- ফের রাজ্যে ছোট গাড়ির কারখানা করা নিয়ে মমতার সঙ্গে কথা টাটা কর্ণধারের

তদন্তে সন্তুষ্ট ছাত্রীর পরিবার

কলকাতা, ১০ জুলাই : কসবা কাণ্ডে লালবাজারের তদন্তেই সন্তুষ্ট নির্যাতিতার পরিবার। বৃহস্পতিবার কসবা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় এমনটাই জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী। এখনই তাঁরা অন্য কোনও সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত চান না। এদিন মুখবন্ধ খামে এই মামলার তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট ও কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেয় রাজ্য। সেই রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। কসবার ঘটনার পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউজিসি পড়ুয়াদের জন্য কড়া নিয়মের পথে হাঁটতে চলেছে। সবকটি থানাকে একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু এদিন মনোজিৎ প্রসঙ্গ এড়িয়ে

কসবায় নিগ্রহ

যান সার্থক।

ডিভিশন বেঞ্চে পরিবারের তরফে আইনজীবী অরিন্দম জানা জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের পদক্ষেপে সন্তুষ্ট পরিবার। রাজ্যের রিপোর্ট তাদের দেওয়ার আবেদন করা হয়। তবে রাজ্যের আইনজীবী বিষয়টিতে আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'রিপোর্ট ছড়িয়ে পড়লে বা বাইরে প্রকাশ হলে তদন্তে অসুবিধা হতে পারে। এই রিপোর্ট অন্য কোনও পক্ষকে দেখানো যাবে না।' সূত্রের খবর, হাইকোর্টের রিপোর্ট দিয়ে রাজ্য জানিয়েছে, নির্যাতিতাকে হুমকির অভিযোগ নেই। তাই আগাম কোনও পদক্ষেপেরও প্রয়োজন নেই। তদন্তের স্বার্থে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে।

তিনটি জনস্বার্থ মামলার মধ্যে একটি জনস্বার্থ মামলার আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি অভিযুক্তদের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'যেভাবে অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে।' তবে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'অভিযুক্তরা বাকশক্তিহীন নয়। তাদের হয়ে নিম্ন আদালতে আইনজীবী রয়েছেন। তাঁরা কেন অভিযোগ করছেন না? এই বিষয়ে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।' চার সপ্তাহ পরে রাজ্যকে পুনরায় তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তোষণের আরও চেষ্টা, মত শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ জুলাই : উঁচু জাতের হিন্দু গরিব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য মোদির দেওয়া সংরক্ষণের সুবিধা কাড়তে চাইছেন মমতা। অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০১৯-এ লোকসভা ভোটের আগে, আর্থিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা, চাকরিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেন মোদি সরকার। আর্থিকভাবে দুর্বল, তপশিলি জাতি বা আদিবাসীদের মতো যারা সংরক্ষণের সুবিধা পান না সেই সব সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা, সরকারি চাকরিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেছে কেন্দ্র। শুভেন্দুর অভিযোগ, বিধানসভায় সেই বিল অনুমোদিত হলেও তা কার্যকর করছে না রাজ্য। উলটে আর্থিক অনগ্রসরতার দোহাই দিয়ে আরও তিনটি মুসলিম সম্প্রদায়কে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে রাজ্য।

৭৬টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে তৈরি রাজ্যের ওবিসি তালিকা আদালতের গেরোয় এখনও আটকে। তালিকা চূড়ান্ত না হওয়ায় সংরক্ষণ নিয়ে জটিলতায় ছাত্র ভর্তি ও নিয়োগ নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়। আদালতের নির্দেশে অচলাবস্থা কাটলেও, তালিকা এখনও চূড়ান্ত নয়। এরই মধ্যে আর্থিকভাবে অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণের তালিকায় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের তিনটি জনগোষ্ঠীকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীগুলিকে আবেদন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ইতিমধ্যেই ২৭ শতাংশ মুসলিমকে আর্থিকভাবে অনগ্রসর দেখিয়ে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তারপরেও বেলদার, খোট্টা, সর্দার এই তিনটি জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে রাজ্য।' শুভেন্দুর মতে, '২৬-এর ভোটে জিততে ভোটব্যাংকের জন্য নানা পথে মুসলিমদের জন্য ১০০ শতাংশ সংরক্ষণের সুযোগ করতেই এই উদ্যোগ।

ডিভিশন বেঞ্চও অযোগ্যদের সুযোগ দিল না

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ জুলাই : শেষরক্ষা হল না। শত চেষ্টাতেও রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের আবেদনে আমল দিল না কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। চিহ্নিত দাগিরা কোনওভাবেই নতুন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না, একক বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রেখে স্পষ্ট জানিয়ে দিল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। 'অযোগ্য'রা নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন না তা আগেই রায় দিয়েছিল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য ও এসএসসি। তবে একক বেঞ্চের রায়ে হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ৩০ মে'র নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে। ওই রুলের অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না।

এদিনও এসএসসির আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিহ্নিত দাগিদের হয়ে জোর সওয়াল করেন। তিনি বলেন, 'এঁদের পরীক্ষায় বসতে না দেওয়া স্বাভাবিক ন্যায়ের পরিপন্থী। প্রতারণা একপ্রকার ফৌজদারি প্রক্রিয়া। অনুত্তীর্ণ প্রার্থীরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণির অন্তর্গত নন। এখন যতবারই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার পদক্ষেপ করা হচ্ছে ততবারই বাধা দেওয়া হচ্ছে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শাস্তি হয়েছে। কিন্তু এঁরা এখনও তদন্তে নিজেদের প্রমাণিত করার সুযোগ পাননি।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, 'যাঁদের চাকরি বিক্রি হয়েছে, তাঁদেরই ফের নতুন পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে কীভাবে? আদালতের নির্দেশে এটা করা হচ্ছে বলতে পারে না রাজ্য। এসএসসি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পরিবর্তিত করতে চাইছে। রাজ্য ও এসএসসি উভয়পক্ষ জানে, অযোগ্যদের নিয়োগে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। এটা স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নয়।' আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্রও একই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত যোগ্য ও অযোগ্য ভাগ করেছে। বাকিরা পরিস্থিতির শিকার।'

আদালতের নির্দেশ সামনে আসতেই সন্তুষ্ট চাকরিহারা শিক্ষকরা। চাকরিহারাদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'সরকারের

> এসএসসি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পরিবর্তিত করতে চাইছে। রাজ্য ও এসএসসি উভয়পক্ষ জানে, অযোগ্যদের নিয়োগে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। এটা স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নয়।
>
> **বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য**
> আইনজীবী

দুর্নীতির কারণে আমরা এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ তাঁদের হয়ে সওয়াল করা হচ্ছে। আদালতও বুঝতে পারছে পুরো প্যানেলে যোগ্য ও অযোগ্য রয়েছেন। এখন আমরা ন্যায় বিচারের অপেক্ষায়।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'জনগণের টাকা খরচ করে অযোগ্যদের বাঁচানোর চেষ্টার উদ্দেশ্য কেন রাজ্যের তা জানতে চায় মানুষ।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এঁদের ঘুরপথে বাঁচানোই রাজ্যের লক্ষ্য। আদালত সঠিক রায় দিয়েছে।'

বিপ্লবীরা 'সন্ত্রাসবাদী', ভুল মানল বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ১০ জুলাই : বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেওয়া নিয়ে উত্তাল রাজ্যের শিক্ষা মহল। বুধবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ষষ্ঠ সিমেস্টারের ইতিহাস পরীক্ষা ছিল। সেই প্রশ্নপত্রে জানতে চাওয়া হয়, 'মেদিনীপুরের তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম করো, যাঁরা সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন?' প্রশ্নপত্র ভাইরাল হতেই নিন্দায় সরব হয়েছেন অধ্যাপক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহল। ১৯৩১ সালের ৭ এপ্রিল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডিকে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ গুলি ছুড়ে হত্যা করেছিলেন। ১৯৩২ সালের ৩০ এপ্রিল আর এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাসকে জেলা বোর্ডের অফিসে ঢুকে হত্যা করেছিলেন বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, প্রভাংশুশেখর পাল। ১৯৩৩-এর ২ সেপ্টেম্বরে মেদিনীপুরের খেলার মাঠে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্নার্ড ই জে বার্জকে বিপ্লবী অনাথবন্ধু পাঁজা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষ হত্যা করেছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্নপত্রের ১২

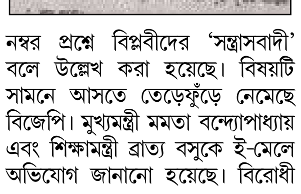

নম্বর প্রশ্নে বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতে তেড়েফুঁড়ে নেমেছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ই-মেলে অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্বে যিনি ছিলেন তাঁর নাম প্রকাশ্যে এনে অবিলম্বে শোকজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সাসপেন্ড করতে হবে।'

বিষয়টি জটিল হতেই তড়িঘড়ি বৈঠকে সমস্ত বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার কর। দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল। ইতিহাস প্রশ্নপত্রে এই ভুল মুদ্রণের জন্য দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। ইউজি বোর্ড অফ স্টাডিজের চেয়ারম্যান (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) এবং মডারেশন বোর্ডের এক সদস্যের (একটি কলেজের অধ্যাপক) সই ছিল তাঁদের দু'জনকে ওই পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ আষাঢ় ১৪৩২

রাজনীতির শত্রুমিত্র

রাজনীতিতে চিরস্থায়ী বলে কিছু হয় না। সে বন্ধুত্বই হোক আর শত্রুতা। আজ যাঁর সঙ্গে সুসম্পর্ক, কাল তিনি প্রতিপক্ষ হয়ে যেতে পারেন। আবার বর্তমানে যাঁর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ, দু'দিন বাদে তিনিই হয়তো হয়ে উঠবেন নয়নের মণি। বিশ্বের রাজনীতির ময়দানে এটাই চালু রেওয়াজ।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী টেসলা-এক্স-স্পেসএক্সের কর্ণধার এলন মাস্কের ছিল গলায় গলায় বন্ধুত্ব। গতবার পেনসিলভেনিয়ায় নির্বাচনি প্রচারে ট্রাম্পের প্রাণনাশের চেষ্টার পর থেকেই মাস্ক তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। সেই অনুরাগ এমনই যে, রিপাবলিকান প্রার্থীর প্রচারে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছিলেন তিনি।

দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট-কুর্সিতে বসার আগেই মন্ত্রীসভা সাজানোর সময় সেই অনুরাগের পুরস্কার দিয়েছিলেন ট্রাম্প। মাস্ককে তিনি দেন সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দপ্তর। দায়িত্ব পেয়ে ব্যয়সংকোচনের নামে গণছাঁটাই শুরু করেছিলেন মাস্ক। পাশাপাশি নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে নিত্যনতুন ফতোয়া জারি শুরু হয়। এই গণছাঁটাই এবং কড়াকড়ির প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু হল দেশজুড়ে।

অন্যদিকে, বিগ, বিউটিফুল বিল পাশ করানো নিয়ে ট্রাম্প-মাস্ক মতবিরোধ দেখা দেয়। যার জেরে মাস্ক মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন। সম্প্রতি তিনি 'আমেরিকা পার্টি' নামে নতুন দল গঠন করেছেন। মাস্কের বক্তব্য, আমেরিকার মানুষকে এতদিন একদলীয় ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করতেই আমেরিকা পার্টির জন্ম হয়েছে। এখন মাস্ক-ট্রাম্প বাগযুদ্ধ চলছেই।

মার্কিন নাগরিক হলেও মাস্কের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। ইদানীং ট্রাম্প কথায় কথায় তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরত পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। ট্রাম্প কোনওদিন সেটা পারবেন না বলে পালটা হুমকি দিয়েছেন মাস্কও। ট্রাম্প-মাস্ক মধুচন্দ্রিমা পর্ব যেমন মার্কিন ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে, তেমনি ভারতের রাজনীতিতে এই ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মার্কিন মুলুকের ঘটনার সঙ্গে হয়তো হুবহু সাদৃশ্য নেই। তা সত্ত্বেও চমকপ্রদ।

যেমন, দৃষ্টান্ত (এক) : প্রয়াত দুই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি এবং বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও পরে ছাড়াছাড়ি। ৮৪ সালে নিজের দেহরক্ষীদের গুলিতে ইন্দিরা গান্ধি নিহত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী ভোটে রাজীবের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে ক্ষমতায় আসে। প্রধানমন্ত্রী হন রাজীব। আর ভিপি অর্থমন্ত্রী। কিছুকাল পরে বফর্স কেলেঙ্কারি ফাঁস হতেই রাজীবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হল বিরোধীদের। সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে মন্ত্রীপদ এবং কংগ্রেস ছাড়লেন ভিপি। ৮৯-এর ভোটে সেই ভিপি-র নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় মোর্চা রাজীবের কংগ্রেসকে হারিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এল।

দৃষ্টান্ত (দুই) : পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল দারুণভাবে জিতে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এল। আজকের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তখন মমতার বিশ্বস্ত সৈনিক। সরকারের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন শুভেন্দু। কিছুকাল পরে শুভেন্দু মন্ত্রীসভা এবং তৃণমূল, দুটোই ছাড়লেন। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে ব্যর্থ হলেও নন্দীগ্রাম আসনে মুখ্যমন্ত্রীকে ১৯৫৬ ভোটে হারিয়ে দেন শুভেন্দু। ভারতীয় রাজনীতিতে খুঁজলে এমন আরও নজির মিলতে পারে।

রাজীব-ভিপি কিংবা মমতা-শুভেন্দুর দুটো ঘটনাই রাজনৈতিক সখ্য শত্রুতায় বদলে যাওয়ার বড় নজির। ভিপি বা শুভেন্দুর মতো ভোটে লড়ার উপায় হয়তো মাস্কের নেই। রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছাড়াও গ্রিন পার্টি, পিপলস পার্টি, লিবারটারিয়ান পার্টি রয়েছে আমেরিকায়। তবে এযাবৎ প্রেসিডেন্ট পদে প্রধান দুই দলের প্রার্থীরাই বসেছেন। মার্কিন কংগ্রেস বা অঙ্গরাজ্যগুলোর আইনসভাতেও প্রাধান্য দুই দলের। এই পরিস্থিতিতে এল মাস্কের নতুন দল। মাস্ক নিজে লড়তে না পারলেও আমেরিকা পার্টিই যে একদিন নির্বাচনি আসর মাতাবে না, সেটা কি জোরগলায় বলা যায়?

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

উন্নয়নের নামে মাঠ ধ্বংসের চক্রান্ত

একটি নদী বা একটি পাহাড় যেমন অপরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ, শহরের মাঝখানে একটি বিরাট মাঠও তাই।

সুমন গোস্বামী

আলিপুরদুয়ার শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্যারেড গ্রাউন্ড এখন সংবাদ শিরোনামে। গত ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই মাঠে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সভা করেছিলেন। ওই সভাস্থল নির্মাণের জন্য মাঠটিতে যা যা করা হয়েছে তাতে মাঠটির একরকম মৃত্যু হয়েছে। মাঠের সবুজ ঘাস মাটি সহ উপড়ে বিরাট বিরাট কংক্রিট এবং পেভার্স ব্লকের রাস্তা নির্মাণ, যথেচ্ছ বালি-পাথর ফেলা, নির্মম খোঁড়াখুঁড়ি ইত্যাদি মাঠের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

মাঠটিকে আলিপুরদুয়ার শহরের ফুসফুস বলা যায়। শহরের বাস্তুতন্ত্রকে ধরে রেখেছে। শহরের শেষ সবুজ ভূখণ্ড বলা যায় প্যারেড গ্রাউন্ডকে। যে কোনও জনপদের মধ্যে এরকম মাঠের পরিবেশগত প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত। এখন এই প্যারেড গ্রাউন্ড ধ্বংস হওয়ার মূল দায় কার, এ নিয়ে চলছে চাপানউতোর। প্রধানমন্ত্রী যেহেতু কেবল রাজনৈতিক জনসভা করেননি, প্রশাসনিক সভাও করেছেন, ফলে এই দায় সম্পূর্ণত প্রশাসনের ওপর ঠেলে দিতে চাইছে জনসভার আয়োজক ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আবার এই দায় সম্পূর্ণত বিজেপির বলতে চাইছে। কিন্তু সাধারণ জনতা দায় ঠেলার এই সার্কাস দেখতে চায় না। তারা চায় মাঠটির পুনরুজ্জীবন। এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা দরকার, রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের পূর্বতন বিবিধ কর্মকাণ্ডও এই মাঠের ক্ষতিসাধন করেছে ইতিপূর্বে। পরিবর্তিত পশ্চিমবঙ্গে তো 'উন্নয়ন' মানেই 'কনস্ট্রাকশন', 'কনস্ট্রাকশন' মানেই 'উন্নয়ন'! সেই 'উন্নয়ন' ঘটানোর তাগিদে এতবড় 'জমি' ফেলে রাখা সমীচীন মনে করেনি শাসকদল!

মাঠের পশ্চিম প্রান্তে কংক্রিটের ড্রেন নির্মাণ হয়েছে যাতে প্রাকৃতিক জল নিঃসরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাতে ঘাসের চরিত্র বদল ঘটেছে। খেয়ালখুশি মতো এখানে-সেখানে নানা ইট-কংক্রিটের নির্মাণ করা হয়েছে। কোনওটা শৌচাগারের নাম করে কোনওটা মুক্তমঞ্চের নাম করে। মাঠের ভেতরে পেভার্স ব্লকের যে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে, সেটাও তো জল নিঃসরণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে বাধা দিচ্ছে! উন্মুক্ত মাঠকে রেলিংযুক্ত প্রাচীরে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণের সম্পদ আর উন্মুক্ত থাকল না, 'রেস্ট্রিকটেড' হয়ে গেল। এই কাজকর্মগুলির সরকারি নাম উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যায়ন! কর্তারা কখনোই এসব করার আগে পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেননি। বলা ভালো নিতে চাননি। বরং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে তৃণমূল সরকারের প্রশাসন ও শাসকদলের উদ্যোগে আগেও মাঠ আক্রান্ত হয়েছে। সবুজ মাঠের ওপর বালি-বজরি-ইটের টুকরো ফেলে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্যারেড গ্রাউন্ডে তিনখানা হেলিপ্যাড বানানো হয়েছিল। ভুললে চলবে না, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও একখানা বানানো হয়েছিল। সবসময়ই এই বার্তাটি যেন পরিচিত হয়েছিল যে, ক্ষমতাবানরা এই মাঠ নিয়ে ইচ্ছেমতো আচরণ করতে পারেন। প্রতিবাদ যে তখন হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রতিবাদী কণ্ঠগুলি জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায়নি। তবে এবার ধ্বংসের ব্যাপকতা আর কদর্যতা দেখে বিপুল সংখ্যক নাগরিক ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে পূর্বতন ঘটনাবলিতে ক্ষীণ প্রতিবাদী স্বরগুলো এবার বলীয়ান হয়েছে।

চাষের জমি নয়, আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড।

প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে আন্দোলনের ব্যাপকতা আর তীব্রতা এবার বেশি। কারণ জনগণের ক্ষোভ বেশি। মাঠটি বাঁচানোর ডাক দিয়ে পিপল ফর প্যারেড গ্রাউন্ড নামে একটি নাগরিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। মাঠের সবুজায়নের লক্ষ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে শহরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলেছে। স্পষ্ট হয়েছে যে, এই মাঠের সঙ্গে অধিকাংশ নাগরিক নাড়ির টান অনুভব করেন। এই মাঠ তো আসলে এক মায়ার আশ্রয়ও বটে! অল্পবয়সিদের খেলাধুলো এবং জীবনের প্রথম বন্ধুদের খুঁজে পাওয়ার জায়গা এই মাঠ। বড় হয়ে বহু অভিমানে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখার জায়গাও প্যারেড গ্রাউন্ড। কত সহস্র প্রথম প্রেমের স্মৃতি ঘুরে বেড়ায় প্যারেড গ্রাউন্ডের ঘাসের গোড়ায়!

প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্যারেড গ্রাউন্ডে তিনখানা হেলিপ্যাড বানানো হয়েছিল। ভুললে চলবে না, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও একখানা বানানো হয়েছিল। সবসময়ই এই বার্তাটি যেন পরিচিত হয়েছিল যে, ক্ষমতাবানরা এই মাঠ নিয়ে ইচ্ছেমতো আচরণ করতে পারেন। প্রতিবাদ যে তখন হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রতিবাদী কণ্ঠগুলি জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায়নি।

সেই মায়ার বন্ধন, সেই নাড়ির টানেই বোধহয় রাজনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রচুর মানুষ জড়ো হচ্ছেন প্যারেড গ্রাউন্ডের পুনরুজ্জীবনের দাবিতে। তাঁরা কেবল ধ্বংসস্তূপে পরিণত প্যারেড গ্রাউন্ডের পুনরায় সবুজ হয়ে ওঠা চান না। এই কর্মযজ্ঞে যে বিপুল অর্থ প্রয়োজন, তা যাতে জনগণের করের পয়সা থেকে না আসে, এই দাবিও স্পষ্ট করেছেন। মাঠের ক্ষতি যে বা যাঁরা করেছেন, যতটুকু করেছেন, মাঠের পুনরুজ্জীবনের আর্থিক দায়ভার তাঁদেরই বহন করাই এই মুহূর্তে আন্দোলনের দাবি।

দাবি মাঠকে ভবিষ্যতের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করারও। এই ধরনের অপরিণামদর্শী কাজ যে ভবিষ্যতে হবে না, তা কেউ বলতে পারে না। কারণ, হতশ্রী, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্যারেড গ্রাউন্ডকে রক্ষার নামে আর একটি উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছে। সেই উদ্যোগটি হল, ধ্বংসপ্রাপ্ত মাঠটিকে কাজে লাগিয়ে এই তালে আরও কিছু 'উন্নয়ন' করে নেওয়া। আসল সমস্যা মূলগত ধারণা নিয়ে। মাঠ যাঁরা নষ্ট করলেন বা নষ্ট হওয়া মাঠে এই সুযোগে বিরাট 'উন্নয়ন' করার পাঁয়তারা যাঁরা কষছেন, তাঁরা প্যারেড গ্রাউন্ডকে নিছক একটি ফাঁকা জমি হিসেবে দেখেন। আর এখন ফাঁকা জমি মানেই কামাইয়ের হাতিয়ার। নেতা ও মাফিয়াদের চোখ পড়ে যেখানে।

অথচ শুভচিন্তক নাগরিকরা আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডকে কেবল জমি হিসেবে দেখেন না। দেখেন শহরের সম্পদ হিসেবে, শহরের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে। একটি নদী বা একটি পাহাড় যেমন অপরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ, শহরের মাঝখানে একটি বিরাট মাঠও তাই। নদী বা পাহাড় যেমন অপরিবর্তনীয় যাকে নিজের মতো থাকতে দেওয়া উচিত, আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডকেও তাই। এই সোজা কথাটা হয় কেউ বুঝতে চাইছেন না, অথবা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

আমাদের দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন থাকলেও তার প্রয়োগ অনেক সময়ই ব্যাপক সংখ্যক মানুষের চাওয়া-পাওয়ার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে কিন্তু জনতাই পরিবেশ সংক্রান্ত আইন বা পরিবেশ আদালতের চমৎকার ব্যবহার করেছেন। যেমন মুম্বইয়ের আরি কলোনির সবুজ মাঠ রক্ষায় মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাত বা দিল্লির উপকণ্ঠে যমুনা নদী সংলগ্ন সবুজক্ষেত্র বাঁচাতে আর্ট অফ লিভিং সংস্থার বিপক্ষে জনগণের লড়াই ইত্যাদি পরিবেশ আইন ব্যবহারের কয়েকটি চমৎকার উদাহরণ।

এরাজ্যেও কলকাতা শহরে রবীন্দ্র সরোবর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রক্ষার জন্য সবুজ মঞ্চ ও অন্যদের লড়াই একটি সদর্থক উদাহরণ তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লন্ডনের গ্রিন বেল্ট বা হিথ্রো এয়ারপোর্ট সম্প্রসারণ বিরোধী আন্দোলন, নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্ক বিরোধী আন্দোলন অথবা আমাদের ঘরের পাশে ঢাকা শহরের তেঁতুলতলা মাঠ সংরক্ষণের আন্দোলন ঐতিহাসিক কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আলিপুরদুয়ার শহরে প্যারেড গ্রাউন্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলন কি তেমনই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে না? না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য পরিবেশ না রেখে যাওয়ার অপরাধে দুষ্ট হব আমরা সবাই। কেননা, মাঠ শুধু পড়ে থাকা জমি নয়। এটা প্রাকৃতিক সম্পদ। যাকে সংরক্ষণ করতে হয়। সভ্য মানুষ সেই সংরক্ষণ করেন। যাঁরা মাঠ ধ্বংস করেন, তাঁদের কি সেই আখ্যা দেওয়া যায়?

(লেখক সমাজকর্মী। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা।)

আজ

১৯৬৭

লেখিকা ঝুম্পা লাহিড়ির জন্ম আজকের দিনে।

১৯৫৬

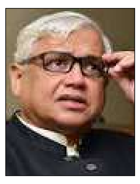

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লেখক অমিতাভ ঘোষ।

আলোচিত

মোরোপন্ত পিঙ্গলে (আরএসএসের প্রাক্তন প্রচারক) একবার বলেছিলেন, যখন আপনার ৭৫-এর শাল গায়ে পড়ে, তখন আপনার থেমে যাওয়া উচিত। একথার মানে হল, আপনার বয়স হয়েছে। এখন আপনি সরে যান। আমাদের কাজ করতে দিন।

- মোহন ভাগবত

ভাইরাল/১

ঝাড়খণ্ডে বৃদ্ধার বিপজ্জনক নদী পার হওয়ার ভিডিও ভাইরাল। বর্ষায় জল থইথই নদী। তার ওপর ভাঙা ব্রিজ। ভয়ে কেউ পার হচ্ছেন না। সেই ব্রিজ ধীরে ধীরে পার হলেন বৃদ্ধা। তাঁর সাহসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

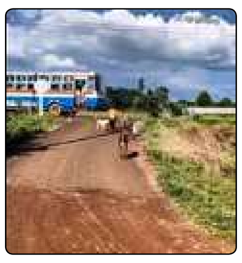

সঙ্গীর অপেক্ষায় বসে ছিল তারা। বাস দেখে দৌড় লাগায় স্ট্যান্ডের দিকে। ছোট্ট মেয়ে বাস থেকে নামতেই খেলা শুরু করে কুকুরগুলি। কেউ হাত টানছে, কেউ টানছে ব্যাগ। তারপর সবাই মিলে দৌড় লাগায় বাড়ির দিকে।

জনমন
জনমত

পুলিশের আরেকটু সহনশীল হওয়া উচিত সবক্ষেত্রেই

ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত গানের লাইন 'একটু সহানুভূতি মানুষ কি পেতে পারে না?' উত্তরটা হয়তো হবে না পেতে পারে না, যদি সেই মানুষটি বিরোধী দলের কেউ হন। সরকারের কেউ শাসক দলের বিরোধিতা করে মিছিল-মিটিং করলেই পুলিশ বাধা দিচ্ছে। অনুমতি দিচ্ছে না, আদালত থেকে অনুমতি নিতে হয়। অথচ আমরা দেখেছি, শাসকদলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল পুলিশের সঙ্গে কুরুচিকর বক্তব্য ও অশালীন আচরণ করার পরেও পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না। তখনও আমরা সাধারণ মানুষ অনুব্রতর আচরণের বিরোধিতা করে পুলিশের পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাঁড়িয়েছিলাম।

কিন্তু বুনিয়াদপুরের ঘটনা প্রমাণ করে দিল এই রাজ্যের পুলিশ শাসকদলের অনুগত বাহিনী।

বিরোধিতা করে আন্দোলন সহ্য করে না শাসক। লেলিয়ে দেয় পুলিশ সহ দলের লেঠেল বাহিনীদের। সে তুমি শিক্ষক হও বা সাধারণ মানুষ।

৯ জুলাই বামপন্থীদের ডাকা ভারত ধর্মঘটের দিন দেখলাম বুনিয়াদপুরে আন্দোলনরত একজন বয়স্ক বাম নেতাকে পুলিশ আধিকারিক অকারণে প্রকাশ্য রাস্তায় চড় মারলেন। ভাইরাল ভিডিওটি বারবার দেখে চড় মারার মতো পরিস্থিতি ছিল না বলেই আমার মনে হয়েছে। আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। সহানুভূতি, মানবিকতা, আইন এদের কাছে তুচ্ছ। শাসকদলকে সন্তুষ্ট করাই যেন এদের দায়িত্ব। তাতে কিছু পুলিশ অফিসার অপমানিত হয় হোক, বিরোধী নেতাদের অসাংবিধানিকভাবে রাস্তায় মারা হয় হোক, তাতে এদের কিছু যায় আসে না। এইভাবে প্রশাসন চালালে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হবে কি? প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই যায়।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রখর অন্তর্দৃষ্টিতেই নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত

সমাজের সর্বস্তরে ব্যক্তি সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে তবেই আক্ষরিকভাবে নারী সুরক্ষা বাস্তবায়িত হবে। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষা চাই।

দেবদত্তা বিশ্বাস

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঝড়ের গতিতে বয়ে চলা স্ক্রলিং-এর দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক রোজনামচায় যে পৃথিবীটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। রোজ রোজ নতুন নতুনভাবে। আর তাতে বুঁদ হয়ে থাকা মানুষগুলো অন্তর্জালে জড়িয়েছে রঙিন পৃথিবীর সন্ধানে। কিছুদিন পরপর যখন আচমকাই কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সামনে আসে, তখন কিছুদিনের জন্য এই মাধ্যমগুলিই হয়ে ওঠে সমাজসচেতনতার জায়গা। আমরা তখন ঘটনার গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখে 'সচেতনতা' দেখাই। কিছুদিন লাইক, কমেন্ট, শেয়ারে অভ্যস্ত হই। আর তারপর বালিশে মাথা রেখে হাই তুলে পাশ ফিরি।

এক অদ্ভুত অস্থির দুনিয়া চারপাশে। নীতি বা মূল্যবোধ যেখানে নিত্যদিন সংজ্ঞা বদলাচ্ছে সেখানে অবশ্যম্ভাবী রূপে নিরাপত্তা শব্দটার সঠিক প্রয়োগ নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। অতীতে নিরাপত্তা যখন কেবল সংকুচিত অর্থে বসতি বা সম্পত্তির রক্ষা বোঝাত তখন নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত ছিল সমষ্টি চেতনা। ধীরে ধীরে সমাজ এগিয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ আর শুধু গোষ্ঠীগত নিরাপত্তা নয়, নিরাপত্তার প্রশ্ন প্রতিটা মানুষের নিজের জন্য। অর্থাৎ শারীরিক নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। আর নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আজ তো সবচেয়ে মুখরোচক মুচমুচে গল্পই তৈরি হয় নারী নিরাপত্তা প্রসঙ্গে। নিরাপত্তা শব্দ যেখানে উদ্বেগ মুক্তির সমার্থক সেখানে বড় প্রশ্ন থাকে উদ্বেগ কেন? সমাজের লয়-তাল-ছন্দ যদি স্বাভাবিকভাবে গতিশীলতা পায় তবে নিরাপত্তার প্রশ্নই বা আসছে কোথায়? এ এক বিতর্কিত প্রশ্ন তো বটেই।

ছবি : এআই

এবারে যদি শুধুই নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গে আসি তবে আজকাল যেন একটা সুরক্ষা কবজের আওতায় মোড়ানোর চেষ্টা চলছে সবটাকে। নানা প্রকল্প, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেঁধে দেওয়া নিয়মকানুন তাছাড়া ক্ষতিপূরণের গল্প। এখানেই গল্পটা অন্যরকম। যদি নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হন তবে একটু আলাদা করে নারীকেই শুধু রক্ষা করার অঙ্গীকার কেন? সমাজে নারী-পুরুষ সহযোদ্ধা রূপে থাকবেন এটাই তো স্বাভাবিক।

স্থান-কাল-দেশ ভেদে নারী নিরাপত্তার গল্পটা বোধহয় একই। তবে যদি উত্তরবঙ্গের কথা বলতে হয় তবে কিছু আলাদা পরিসর বা সম্ভাবনা উঠে আসে। দেশভাগ উত্তরবঙ্গকে এমন একটি সংবেদনশীল প্রাকৃতিক অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে যেখানে সংমিশ্রণ ঘটেছে নানা জাতির। চারপাশজুড়ে রয়েছে একাধিক দেশের সীমান্ত। কাঁটাতারের ধারজুড়ে রয়েছে নানা ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম, চোরাচালান। স্বভাবতই যখন নারী পাচার বা নারীঘটিত অসামাজিক ব্যবসা শুরু হয় তখন কোমল লক্ষ্যই হয় কাছেপিঠে থাকা এই মেয়েরাই। আবার কখনও উপজাতীয় মহিলাদের নানাভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা হচ্ছে নানা খারাপ চক্রের। নানা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের ভাঁওতাবাজির আওতায় বিশ্বজুড়ে যে উদ্বেগ তার আঁচ উত্তরবঙ্গেও পড়েছে। ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা হোমস্টে, লজগুলো আদতে কতটা সুরক্ষিত সেই নিয়ে প্রশাসনের সচেতনতাও জরুরি।

তবে নিয়মের আওতায় বেঁধে কখনোই সম্পূর্ণরূপে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। নারী নিরাপত্তা বা নারী সুরক্ষা তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন সমাজের সর্বস্তরে ব্যক্তি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি নারীরাও সচেতন হবেন নিজেদের অধিকার রক্ষায়। তবে অধিকার রক্ষা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যে বিভেদ রেখা তাকে বুঝতে শেখাও জরুরি। আর সবকিছুর জন্য অতি অবশ্যই প্রয়োজন অনেক বেশি অন্তর্দৃষ্টি। আর অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করবার পাঠই তো দেয় শিক্ষা।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৯

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। বলরামের আদরের নাম ৩। বাংলার মাস ৫। গোলমাল, চ্যাঁচামেচি ৬। কাঠ বা ধাতুর বাঁশি ৮। সপ্ত পাতালের দ্বিতীয়টি ১০। সূর্যপত্নী ছায়া ১২। উগ্র, রাগচটা ১৪। শটি সচরাচর শিশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় ১৫। প্রশ্রয়, আশকারা ১৬। উগ্র, চরমপন্থী, আপসবিরোধী।

উপর-নীচ : ১। হাফ আখড়াই ২। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ৪। সংগীতের অনুশীলন রীতি ৭। বিস্ময়সূচক ধ্বনি ৯। শেষ, সমাপ্ত, অন্ত ১০। পুরাণে বর্ণিত সপ্তভুবনের অন্যতম ১১। জৈন ধর্মগুরু সংখ্যায় যাঁরা ছাব্বিশজন, জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রকার, সিদ্ধপুরুষ ১৩। অশ্বারোহী সৈন্যদল।

সমাধান ■ ৪১৮৮

পাশাপাশি : ১। দরাজ ৩। জমিজমা ৪। বকরি ৫। মারদাঙ্গা ৭। জতু ১০। কচা ১২। আনচান ১৪। কোকেন ১৫। বারিধারা ১৬। কদাপি।

উপর-নীচ : ১। দস্তাবেজ ২। জবর ৩। জরিমানা ৬। দারক ৮। তুফান ৯। আনকোয়া ১১। চাপাচুপি ১৩। কনক।

বিন্দুবিসর্গ

দিল্লিতে শমীকও

সংঘের যোগে স্বমহিমায় দিলীপ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : শুভেন্দু-সুকান্ত জমানায় যা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল, শমীক যুগে সেটাই ফের নয়া অবতারে ফিরতে চলেছে পদ্মশিবিরে। শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি হওয়ার পর প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে দলের সম্পর্ক অনেকটাই সহজ, স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, এই পট পরিবর্তনে মূল ভূমিকা নিয়েছে আরএসএস। সংঘের হস্তক্ষেপেই দিলীপ ঘোষের হাতে গুরুত্বপূর্ণ কোনও দায়িত্বে আনা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

এই বিষয়ে বিজেপির এক অভিজ্ঞ সাংসদ বলেন, 'কথাবার্তা চলছে সংঘের তরফে। পুরো বিষয়টা ওরাই দেখছে।' শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বিজেপির রাজ্য সংগঠনে যেভাবে দিলীপ ঘোষ কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, শমীক ভট্টাচার্য সভাপতি হওয়ার পর সেই দূরত্ব অনেকটাই কমেছে। এই ব্যাপারে কলকাঠি নাড়ছে সংঘ পরিবার।

মাঝে তাঁর তৃণমূলে যাওয়ার ব্যাপারে যে জল্পনা চলছিল তাতে আগেই জল পড়ে গিয়েছে। দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'বাংলায় যে দলকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছি, বাইরে থেকে আসা কয়েকজনের কথায় সেটা ছেড়ে যাব কেন?' রাজ্যে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা শিব প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে সেই ব্যাপারে নিজের ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন দিলীপ। এমনকি দলের অন্দরের কিছু নেতা তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে বলেও তিনি প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শমীক এদিন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'যাঁরা অতীতে দূরে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা আবার ফিরে আসবেন।'

এদিন দিল্লিতে বিজেপির সংসদীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দেন শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার রাতে দেখা করেন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা সুনীল বনসলের সঙ্গেও। শুক্রবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। শমীক ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, দলীয় রীতি অনুযায়ী তিনি একটি নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করবেন, যেখানে ৫০ শতাংশ নতুন মুখ ও ৫০ শতাংশ পুরোনো নেতাদের রাখা হবে। নতুন সভাপতি জানিয়েছেন, 'আজ থেকে ছয় মাস আগেই কেন্দ্রের নির্দেশে বাংলায় কাজ শুরু হয়েছে। সেই পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে সব কিছু।' শমীক এদিনও দাবি করেছেন, 'সংখ্যালঘু ভোট ছাড়াই বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে। আমরা হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন চাই না। তবে মুক্তমনা, প্রগতিশীল মুসলমানরাও আমাদের পাশে রয়েছেন।'

নিমিশা শেষ চেষ্টা কোর্টে

ইয়েমেনে কেরলের নার্সের ফাঁসির দণ্ড

নয়াদিল্লি ও সানা, ১০ জুলাই : সময় শেষ হয়ে আসছে। হাতে আর মাত্র ৬দিন। ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ১৬ জুলাই ভারতের নিমিশা প্রিয়ার ফাঁসির সাজা কার্যকর হবে। বিদেশমন্ত্রকের যাবতীয় তৎপরতা সত্ত্বেও নিমিশার প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট রশিদ মহম্মদ আল আলিমি। ভারতীয় তরুণীর প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসাবে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে 'সেভ নিমিশা প্রিয়া অ্যাকশন কাউন্সিল'। সংগঠনের আবেদন, নিমিশাকে বাঁচাতে কূটনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করুক সরকার।

ফাঁসির একদিন আগে ১৪ জুলাই মামলার শুনানি হবে বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে। এত কম সময়ের মধ্যে বিদেশি আদালতে সাজাপ্রাপ্ত এক ভারতীয়কে মুক্ত করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে কোনও নির্দেশ বা পরামর্শ দেয় কি না আপাতত সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সব মহল। ইয়েমেনের এক নাগরিককে খুনের অপরাধে ২০১৭ থেকে সেদেশের জেলে রয়েছেন কেরলের বাসিন্দা নিমিশা। পেশায় নার্স ওই ভারতীয় তরুণীকে ২০১৮-তে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছিল স্থানীয় আদালত।

নিমিশা প্রিয়া

বিদেশে বিপদ

- প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করেছেন ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট রশিদ মহম্মদ আল আলিমির
- বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের সেভ নিমিশা প্রিয়া অ্যাকশন কাউন্সিলের
- সংগঠনের আবেদন, নিমিশাকে বাঁচাতে কূটনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করুক কেন্দ্র
- আট বছর ধরে ইয়েমেনের জেলে বন্দি নিমিশা

২০২০-তে ইয়েমেনের ট্রায়াল কোর্টও নিম্ন আদালতের সাজা বহাল রাখে। তখন থেকে নিমিশাকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাঁর পরিবার।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন সেই চেষ্টার শরিক হয়েছে। তবে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট নিমিশার প্রাণদণ্ডের সাজা মকুবের আবেদন খারিজ করে দেওয়ায়। কর্মসূত্রে ২০০৮ থেকে ইয়েমেনে রয়েছেন নিমিশা।

স্বামী টমি থমাস এবং একমাত্র মেয়েও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ২০১৪-তে স্বামী ও কন্যা ভারতে ফিরে এলেও নিমিশা ইয়েমেনে রয়ে যান। ওই বছরই আব্দো মেহদি নামে এক ইয়েমেনির সাহায্যে সানায় একটি ক্লিনিক খোলেন নিমিশা। কিছুদিনের মধ্যে অংশীদারি নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। নিমিশার টাকা ও পাসপোর্ট কেড়ে নেন মেহদি। ভারতীয় তরুণীকে নিয়মিত মারধর, নির্যাতন এবং মাদক সেবনে বাধ্য করা হত বলেও অভিযোগ।

এখানেই শেষ নয়, নিমিশাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি করে ফেলেছিলেন মেহদি। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিমিশা। সাহায্য পাননি।

মরিয়া হয়ে ২০১৭-র ২৫ জুলাই মেহদিকে ঘুমের ইনজেকশন দেন নিমিশা। কিন্তু ওভারডোজের কারণে মৃত্যু হয় মেহদির। তখন হানান নামে এক সহকর্মীর সাহায্যে মেহদির দেহ টুকরো করে জলের ট্যাংকে ফেলে দেন নিমিশা।

তারপর ইয়েমেন ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান তিনি। এখন ইয়েমেনের জেলে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন ৩৬ বছর বয়সি ভারতীয় কন্যা।

বন্ধু কাঠগড়ায়, বদলা নিতে বাড়তি শুল্ক

ওয়াশিংটন, ১০ জুলাই : নির্বাচনে কারচুপি, ভোটে হেরেও ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা, দুর্নীতি সহ নানা অভিযোগে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ব্রাজিল সরকার। বলসোনারোকে আদালতে পেশ করার তোড়জোড় চলছে। এই দুর্দিনে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পুরোনো বন্ধুকে কাঠগড়ায় তোলা আটকাতে ব্রাজিল সরকারের ওপর পালটা চাপ তৈরির কৌশল নিয়েছেন তিনি।

বুধবার হোয়াইট হাউসের জারি করা বিবৃতিতে ব্রাজিল থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর কথা জানানো হয়েছে। অগাস্টের শুরু থেকে নতুন করের হার কার্যকর হবে। এখানেই থেমে থাকেননি ট্রাম্প। বলসোনারোর সমর্থনে ট্রুথ সোশ্যালে বড়সড়ো পোস্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর বক্তব্য, 'রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলসোনারো। তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে সেটা আন্তর্জাতিক লজ্জা। এ ধরনের বিচার অনুচিত।' তিনি আরও লিখেছেন, 'বলসোনারোকে একটু একা থাকতে দিন। আপনারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে ওঁর পিছনে লেগে থাকা ছাড়া আর কিছুই করেননি।'

ট্রাম্পের কোপে ব্রাজিল

গত কয়েকদিনে বাংলাদেশ সহ বেশ কয়েকটি দেশের ওপর বর্ধিত হারে শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প সরকার। তবে ইস্পাতের যে দেশটির ওপর আমেরিকা অনেকাংশে নির্ভরশীল সেই ব্রাজিলের বিরুদ্ধে এ ধরনের পদক্ষেপে কূটনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দৃশ্যত ক্ষুব্ধ ব্রাজিলের বিদেশমন্ত্রক সেখানকার মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করে ট্রাম্পের বক্তব্যের ব্যাখ্যা চেয়েছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে পালটা পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ব্রাজিলের বামপন্থী প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন,' যে কোনও একতরফা শুল্ক বৃদ্ধিকে ব্রাজিল পারস্পরিক আর্থিক আইনের আওতায় মোকাবিলা করবে।' ইঙ্গিত স্পষ্ট। আমেরিকার শুল্ক বৃদ্ধির পালটা হিসাবে সেদেশের পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক চাপাবে ব্রাজিল।

দিনকয়েক আগে রিও ডি জেনেইরোতে বসেছিল ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। তখন ব্রিকস দেশগুলির ওপর বড় অঙ্কের শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই টানাপোড়েন মেটার আগেই ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজক দেশ ব্রাজিলের ওপর আমেরিকার বাড়তি শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করল।

ভিসার বাঁধন আলগা চিনের

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : পথ চেনা থাক বা না থাক, চিনে যেতে আর ভিসা লাগবে না। চিন এখন আরও উন্মুক্ত। ভিসা ছাড়াই সে দেশে এখন থেকে যেতে পারবেন ৭৪টি দেশের নাগরিকরা। তবে পরিতাপের কথা ভারত নেই সেই তালিকায়।

তবে ঘটা করে নয়, চুপিসারেই দরজা খুলেছে বেজিং। তারা জানিয়েছে, ৭৪টি দেশের পর্যটকরা ৩০ দিন পর্যন্ত ভিসা ছাড়াই ঘুরতে পারবেন চিনে। নতুন এই সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যে ২ কোটি বিদেশি পর্যটক ঢুকে পড়েছেন চিনা মুলুকে, যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ।

গত ডিসেম্বরে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন ও মালয়েশিয়ার নাগরিকদের জন্য চিনে প্রথম ভিসামুক্ত প্রবেশ চালু হয়। পরে একে একে ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিও তালিকায় যুক্ত হয়। ১৬ জুলাই আজারবাইজানও এই তালিকায় যোগ হচ্ছে।এই খবরে পর্যটন ব্যবসায়ীরা রীতিমতো উল্লসিত। ইতিমধ্যে সাংহাই ভিত্তিক ট্রিপডটকম জানিয়েছে, বছরের প্রথম তিন মাসেই হোটেল বুকিং ও ফ্লাইট রিজার্ভেশন দ্বিগুণ হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ পর্যটকই ভিসামুক্ত দেশের।

বিমান ধ্বংসের দায় রাশিয়ার

স্ট্রাসবুর্গ, ১০ জুলাই : ১৭ জুলাই, ২০১৪। আমস্টারডাম থেকে কুয়ালালামপুর যাওয়ার পথে পূর্ব ইউক্রেনে ভেঙে পড়েছিল মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের এমএইচ-১৭ যাত্রীবিমান। ঘটনায় ২৮৩ জন যাত্রী এবং ১৫ বিমানকর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। জানা যায়, ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সেটি ধ্বংস হয়েছে। ওই ঘটনায় রাশিয়ার জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত। ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গে হওয়া শুনানিতে আদালতের সভাপতি ম্যাটিয়াস গুয়োমার বলেন, 'প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষেপণাস্ত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে ফ্লাইট এমএইচ-১৭-কে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছিল। সম্ভবত এটিকে সামরিক বিমান ভেবে ভুলবশত নিশানা করা হয়।' পূর্ব ইউক্রেনের যে এলাকা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রটি ছোড়া হয়েছিল সেটি রুশ সমর্থিত বিদ্রোহীদের দখলে রয়েছে। যদিও শুরু থেকে বিমান ধ্বংসের যাবতীয় দায় অস্বীকার করেছে রাশিয়া। বিচারকদের মতে, বিমান ধ্বংসের দায় না নিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে ভ্লাদিমির পুতিনের সরকার।

গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গঙ্গায় পবিত্র স্নান। বৃহস্পতিবার হরিদ্বারে। -পিটিআই

হাসিনার বিরুদ্ধে চার্জ ট্রাইবিউনালে

রাজসাক্ষী প্রাক্তন আইজিপি

ঢাকা, ১০ জুলাই : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শাস্তি দিয়ে মরিয়া ইউনূস সরকার। ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা আওয়ামী লিগ সভানেত্রীকে দেশে ফেরানোর জন্য ইতিমধ্যে নয়াদিল্লির ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে ঢাকা।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় হাসিনার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইবিউনাল হাসিনার পাশাপাশি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং বাংলাদেশ পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুনের বিরুদ্ধেও চার্জ গঠন করেছে।৩ অগাস্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান দুজনকেই পলাতক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন প্রাক্তন আইজিকে ট্রাইবিউনালে হাজির করা হলে তিনি এই মামলায় রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন জানান।

ট্রাইবিউনাল সেই আর্জি মঞ্জুর করে। প্রাক্তন পুলিশকর্তা জানান, তিনি দোষ স্বীকার করছেন। কীভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই বিষয়ে তথ্য দিয়ে তিনি ট্রাইবিউনালকে সহযোগিতা করবেন বলে জানান।

শুনানির শেষে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, 'প্রাক্তন আইজিপি এদিন বলেছেন, ২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্টে যে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই অপরাধের সবকিছু তাঁর জানা। ট্রাইবিউনাল তাঁর আর্জি মঞ্জুর করেছে।'

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধ কাদের মাধ্যমে কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল প্রাক্তন আইজিপি সেই তথ্য উদঘাটন করবেন। তবে তিনি এখন কারাগারে থাকবেন। তাঁকে যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর। এখন দেখার হাসিনার ভাগ্যে কী আছে!

নিউ ইয়র্ক নিয়ন্ত্রণের হুঁশিয়ারি

ওয়াশিংটন, ১০ জুলাই : ক্ষমতায় আসার পর একের পর এক বেনজির পদক্ষেপ করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার নিজের দেশের একটি শহরের শাসনভার সরাসরি হাতে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। নিউ ইয়র্ক সিটির আসন্ন মেয়র নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি জয়ী হলে শহরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ফেডারেল সরকার অধিগ্রহণ করবে বলে ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউসে মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'একজন কমিউনিস্ট নিউ ইয়র্ক পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হলে এটি আর আগের মতো থাকবে না। প্রয়োজনে এলাকাটি পরিচালনার জন্য হোয়াইট হাউসে আমাদের কাছে অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে।' ট্রাম্প আরও বলেছেন, 'আমরা নিউ ইয়র্কের জন্য বিশেষ কিছু করতে চলেছি। আমি এখনই সব বলছি না। তবে আমরা নিউ ইয়র্ককে আবার মহান করে তুলব।' চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার ও শিক্ষাবিদ মাহমুদ মামদানির ছেলে জোহরানের জন্ম উগান্ডায়। ৭ বছর বয়সে আমেরিকা চলে এসেছিলেন তিনি। নিউ ইয়র্ক সিটিতে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে।

নোবেল দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : নোবেল পুরস্কারের জন্য নিজেকে যোগ্য বলে দাবি করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর ক্রমাগত বাধা দিলেও আমআদমি পার্টি সরকার দিল্লিতে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে বলে তাঁর দাবি। আবগারি দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জেল হয়েছিল। তারপরেও তিনি নিজেকে নোবেল পাওয়ার যোগ্য বলেছেন। কেজরিওয়ালের দাবিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, আপ সুপ্রিমো দিল্লিতে লুটপাট চালিয়েছেন। তিনি জনসাধারণের অর্থ চুরির জন্য 'স্বীকৃতি' পাওয়ার যোগ্য। দুর্নীতি, অদক্ষতা ও নৈরাজ্যবাদের নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন। অনেকের বক্তব্য, কেজরিওয়ালের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।

বিপাকে লালু

রাঁচি, ১০ জুলাই : বিধানসভা ভোটের মুখে জোর ধাক্কা খেলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় সিবিআই লালু যাদবের দীর্ঘমেয়াদি সাজা চেয়ে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে আবেদন করেছিল। বিচারপতি রঙ্গন মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি অম্বুজ নাথের ডিভিশন বেঞ্চ তা মঞ্জুর করেছে। সিবিআইয়ের বক্তব্য, পশুখাদ্য মামলায় প্রধান অভিযুক্ত ও ষড়যন্ত্রকারী হলেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ। এই মামলায় সহকারী দোষী জগদীশ শর্মার উদাহরণ তুলে সিবিআই জানিয়েছে, জগদীশকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

সেখানে দুর্নীতির মূল কান্ডারি লালুপ্রসাদ যাদবের কী করে সাড়ে তিন বছরের কারাবাস হয়? ২০১৮ সালে আরজেডি নেতার ওই কারাদণ্ড হয়। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত। বিহারে ভোটের মুখে মামলাটি ফের চাগিয়ে উঠল। এবার দেখার লালুজি কীভাবে সামলান।

শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাজনাথকে শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি পরিশ্রমী, জ্ঞানী। এই দুটি জিনিসে তিনি নিজেকে পৃথক করে তুলেছেন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতকে স্বাবলম্বী করে তোলা ও আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন প্রার্থনা করছি।'

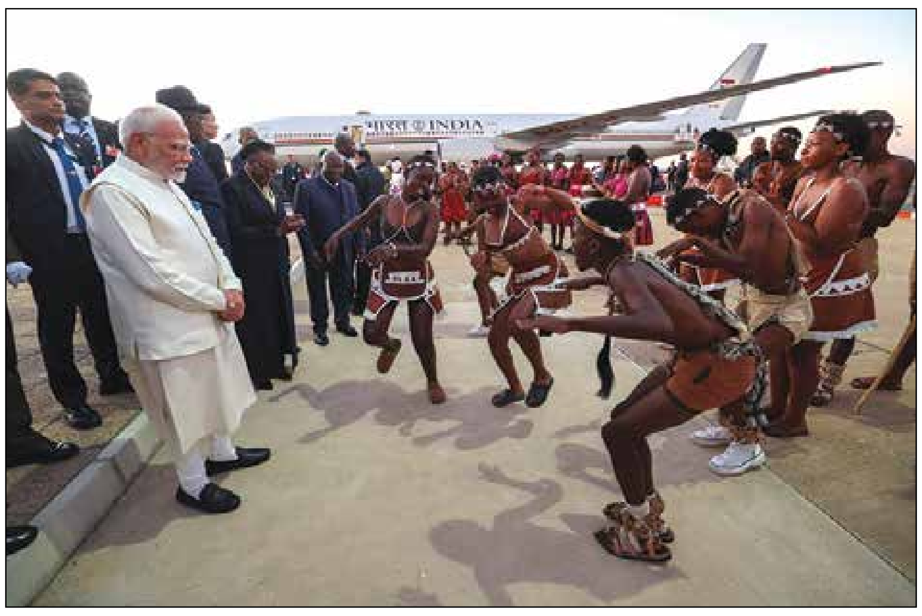

নৃত্যের তালে তালে... নামিবিয়ায় মোদিকে স্বাগত জানাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের নৃত্যগীত।

ভূমিকম্পে কাঁপল হরিয়ানা, দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হরিয়ানা, রাজধানী দিল্লি এবং লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকা। বৃহস্পতিবার সকালে একাধিক জায়গায় দীর্ঘ কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৪। জাতীয় ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৪ মিনিটে ভূমিকম্পটি হয়। কম্পনের উৎসস্থল ছিল রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে হরিয়ানার ঝজ্জরে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে কম্পনটি হয়েছে। ভূকম্পের উৎসস্থল দিল্লি থেকে খুব দূরে না হওয়ায় তীব্রতা কম হলেও কম্পন বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে রাজধানীতে।

ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। তবে সাতসকালের এই কম্পনের জেরে রাজধানী দিল্লি এবং আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ভয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। এলাকাবাসীরা অনেকে জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়িতে ফ্যান এবং অন্য আসবাবপত্র কাঁপতে শুরু করেছিল। এত দীর্ঘক্ষণ কাঁপুনির কথা কেউই মনে করতে পারছেন না।

ভূমিকম্পের উৎসস্থল ঝজ্জর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্তের মিরাট এবং শামলিতেও কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে। হরিয়ানার সোনিপত এবং হিসারেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, কম্পন প্রবণতার দিক থেকে দিল্লি ও এনসিআর জোন ৪ অর্থাৎ 'তীব্র কম্পন' অঞ্চলে পড়ে। এর প্রধান কারণ, এই এলাকায় সক্রিয় তিনটি ফাটলরেখা আছে — সোহনা, মথুরা আর দিল্লি-মোরাদাবাদ। পাশাপাশি হরিয়ানাতেও আছে সাতটি ফাটলরেখা। উপরন্তু হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল হওয়ায় এই এলাকায় প্রায়ই আফটার শক বা 'প্রত্যাঘাত' অনুভূত হয়।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতেও ভূমিকম্প হয়েছিল দিল্লিতে।

আমিই থাকছি, প্রত্যয়ী সিদ্দা

বেঙ্গালুরু, ১০ জুলাই : কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছাড়ার যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন সিদ্দারামাইয়া। উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে পদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস হাইকমান্ড তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে বলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। তা খারিজ করে দিয়ে সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'পাঁচ বছরের জন্য আমিই মুখ্যমন্ত্রী থাকছি। আমি আগেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছি। ২ জুলাই এই বিষয়ে আমি বিবৃতিও দিয়েছিলাম। সেদিন ডিকে শিবকুমারও ছিলেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'আড়াই বছর পর পদ ছেড়ে দিতে হবে এমন কোনও সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়নি। হাইকমান্ড শুধু বলেছিল, তারা যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা যেন সেগুলি মেনে চলি। হাইকমান্ড যে সিদ্ধান্ত নেবে আমাকে এবং ডিকে শিবকুমার উভয়কেই তা মেনে নিতে হবে। শিবকুমার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য ঠিকই। কিন্তু কুর্সি এখন খালি নেই।' সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে পারেন সিদ্দারামাইয়া এবং ডিকে শিবকুমার। শিবকুমারকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানোর ব্যাপারে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। তাঁর সমর্থকরাও চাইছেন কর্ণাটকে যেন মুখ্যমন্ত্রী পদে রদবদল করা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট, তিনি সহজে হাল ছাড়ার মানুষ নন। তাঁকে নিয়ে যতই বিতর্ক চলুক, তাঁর আমলে যে রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে সেই কথাও জানাতেও ভোলেননি সিদ্দারামাইয়া।

কংগ্রেসের শশী বিড়ম্বনা

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরের সঙ্গে কংগ্রেসের স্নায়ুর লড়াই থামার আপাতত কোনও লক্ষণ নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে আগেই কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। এবার বিজেপির সুরে সুর মিলিয়ে জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করায় হাত শিবিরের বিড়ম্বনা আরও বেড়েছে। একটি উত্তর সম্পাদকীয়তে জরুরি অবস্থার সময় দেশজুড়ে যে বাড়াবাড়ি হয়েছিল, তার জন্য তিনি সরাসরি নেহরু-গান্ধি পরিবারকে নিশানা করেছেন। থারুরের সাফ কথা, 'শৃঙ্খলা আনার উদ্দেশ্যে যে পদক্ষেপগুলি করা হয়েছিল সেগুলি আদতে নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হয়েছিল।' তিনি লিখেছেন, 'ইন্দিরা গান্ধির ছেলে সঞ্জয় গান্ধি বলপূর্বক নির্বীর্যকরণ কর্মসূচিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যা নিষ্ঠুরতার সবথেকে বড় উদাহরণ ছিল। দরিদ্র গ্রামীণ এলাকাগুলিতে হিংসা ও জোর জবরদস্তি করা হয়েছিল। নয়াদিল্লির মতো শহরে নিষ্ঠুরভাবে বস্তি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল।'

থারুর এও স্মরণ করিয়ে দেন, জরুরি অবস্থা একটি কঠোর সতর্কবার্তা। যাঁরা গণতন্ত্রের অভিভাবক তাঁদের সবসময়ই সতর্ক থাকতে হবে।' জরুরি অবস্থার পাঁচ দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দেশজুড়ে সংবিধান হত্যা দিবস পালন করেছে মোদি সরকার। তা নিয়ে কংগ্রেস আগেই সরব হয়েছিল।

রাজনীতি ছাড়লে চাষবাসই সঙ্গী শা'র

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : নেতা মানুষের নাকি কখনও অবসর হয় না!

কথাটা শুনতে ভালো লাগলেও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জানিয়ে দিয়েছেন, আমরণ রাজনীতিতে থাকার ইচ্ছা তাঁর নেই। একদিন না একদিন তিনি ঠিকই সরে যাবেন রাজনীতি থেকে। তখন কীভাবে কাটবে তাঁর অবসর? শা জানিয়েছেন, অবসর জীবনে তাঁর সঙ্গী হবে বেদ, উপনিষদ আর জৈব চাষ!

৬০ বছর বয়সি শা রাজনীতির মাঠে এখনও অক্লান্ত সৈনিক। ভুল বলা হল, আসলে সেনাপতি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতোই। কিন্তু গুজরাটের এক সভায় তিনি হঠাৎই ঘোষণার ভঙ্গিতে জানিয়েছেন, 'আমি ঠিক করেছি অবসরের পরে জীবনটা বেদ, উপনিষদ আর প্রাকৃতিক চাষেই কাটাব।'

শুধু ধর্মশাস্ত্র নয়, নিজের খেতে ক্ষতিকর রাসায়নিক ছাড়া চাষের মজাও শুনিয়েছেন শা।

অমিতের কথায়, 'কেমিক্যাল দিয়ে গম চাষ করলে ক্যানসার, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবিটিস, থাইরয়েড কী না হয়! ওসবের খপ্পরে পড়ার কী দরকার! দরকার কী যেচে মৃত্যুকে ডেকে আনার! তার চেয়ে একেবারে দেশীয় পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক চাষই ভালো। জৈব চাষে কোনও ক্ষতি হয় না। আর এটা সবাই মিলে করতে পারলে ওষুধের দোকান উঠে যাবে!'

এখানেই না থেমে শা জানিয়েছেন, নিজের খামারে হাত পাকাতে তিনি ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক চাষ শুরু করে দিয়েছেন। তাতে ফলন নাকি আগের চেয়ে দেড় গুণ বেড়ে গিয়েছে! শা বলছেন,

> আমি ঠিক করেছি অবসরের পরে জীবনটা বেদ, উপনিষদ আর প্রাকৃতিক চাষেই কাটাব।
>
> **অমিত শা**

'জমিতে ভারী বৃষ্টি হলে জলের ধারা বেরিয়ে যায়। কিন্তু অর্গ্যানিক চাষে একফোঁটাও জল বেরোয় না—সব মাটি শুষে নেয়!'

একই সঙ্গে শা কথা বলেছেন কেঁচো জাতীয় প্রাণীর উপকারিতা নিয়েও। মানুষের ভালোভাবে বেঁচেবর্তে থাকার ক্ষেত্রে কেঁচোর ভূমিকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, 'সিন্থেটিক ফার্টিলাইজারে মাটির কেঁচো মরে যায়। অথচ কেঁচোই তো প্রকৃতির নিজস্ব ইউরিয়া-ফ্যাক্টরি! দেখা দরকার, সেই কারখানায় যেন লকআউট না হয়।'

সব মিলিয়ে রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার পর শা'র বানপ্রস্থ জীবনের সকালটা কাটবে খেতখামারে হাল চাষ করে। আর সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোয় তিনি পড়বেন বেদ-উপনিষদ।

বিতর্কে গ্রেট নিকোবর প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : গ্রেট নিকোবর দ্বীপের বিতর্কিত মেগা পরিকাঠামো প্রকল্পের ফলে স্থানীয় উপজাতিদের ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি টাইগার রিজার্ভের মধ্যে থাকা গ্রামগুলিকে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যও ভোগান্তি বাড়বে স্থানীয় বাসিন্দাদের। উপজাতিদের ওপর মেগা প্রকল্পের প্রভাব এবং টাইগার রিজার্ভে বসবাসকারীদের পুনর্বাসন নিয়ে সরকার কী করছে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল জাতীয় উপজাতি কমিশনের কাছে। কিন্তু তথ্যের অধিকার (আরটিআই) সংক্রান্ত সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কমিশন (এনসিএসটি)। সংসদীয় অধিকার ও কিছু আইনি ছাড় দেখিয়ে কমিশন এই তথ্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

অন্যদিকে পরিবেশ মন্ত্রক নতুন করে একটি 'ওভারআর্চিং কমিটি' তৈরি করেছে, যা পূর্বের সুপারিশগুলির পুনর্মূল্যায়ন করবে। পরিবেশবিদদের দাবি, এই কমিটি জাতীয় গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশে গঠিত কমিটির স্বাতন্ত্র্য খর্ব করতে পারে।

বৃষ্টিতে স্তব্ধ গুরুগ্রাম

গুরুগ্রাম, ১০ জুলাই : বুধবার রাতভর ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে গুরুগ্রাম। ১৩৩ মিমি বৃষ্টিপাতে একাধিক রাস্তা ও এলাকা ডুবে গিয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। দিল্লি-গুরুগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের নার্সিংপুর অংশ, বাসাই, গলফ কোর্স এক্সটেনশন রোড সহ রাজীব চক, সদর বাজার এবং একাধিক সেক্টরে জল জমে গাড়ি চলাচল ধীরগতির হয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে ৪৮-এ ৭-৮ কিলোমিটার লম্বা যানজট দেখা গিয়েছে। জলবন্দি মানুষ ছবি ও ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে পুরসভার জবাবদিহি চেয়েছেন। তবে পুরসভা বলেছে, নালা ও পাম্প চালু আছে। কিন্তু এত বৃষ্টি হচ্ছে যে নিকাশি ব্যবস্থা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না।

বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারি

বেঙ্গালুরু, ১০ জুলাই : বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারিতে ২৯জন সেলিব্রিটির বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ডি ধারায় মামলা দায়ের করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজয় দেবেরকোন্ডা, প্রকাশ রাজ, রানা দুগগাবতি, নিধি আগরওয়ালের মতো অভিনেতারা। টেলিভিশন অ্যাঙ্কর শ্রীমুখির নামও রয়েছে।

গোপনে ছবি

বেঙ্গালুরু, ১০ জুলাই : মহিলাদের অজান্তে ভিডিও তুলে ও তাঁদের সম্মতি না নিয়েই ছবি অনলাইনে পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল এক ব্যক্তি। ছবিগুলি দৃশ্যত অস্বস্তিকর। ধৃতের নাম জানা যায়নি। মূলত ছবিগুলি তোলা হয়েছে বেঙ্গালুরুর বাণিজ্যিক কেন্দ্র চার্চস্ট্রিটে। ওই শিক্ষার্থীর ছবি ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়ায় হইচই পড়ে যায়।

চলো পালটাই...

এরা সবাই নাবালিকা। স্কুল পড়ুয়া। প্রত্যেকে নিজের বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবের হয়ে সচেতন করে বাকিদের। ছোটদের ভাবতে শেখাটা জরুরি। এখন থেকেই তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি হওয়াটাও জরুরি। কিছু কথা একঘেয়ে মনে হতে পারে। মনে হতে পারে এসব তো সবাই জানে, নতুন কিছু তো বলেনি। কিন্তু কথা হল, আমরা সবাই সবকিছু জেনেও চোখের সামনে ভুলটা দেখে চুপ করে থাকি। তাই আজ ওরা বলুক, আমরা শুনি। সেই সুযোগ করে দিল 'ক্যাম্পাস'।

ভোরের আলো ফোটাব

আদৃতা বীর

(দশম শ্রেণির পড়ুয়া, কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়)

এই তো কয়েকমাস আগের কথা। আমাদের স্কুলেরই একাদশ শ্রেণির এক দিদির বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল তার পরিবার। দিদিটি সবসময় চাইত, পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। ওর পরিবার তাতে আবার রাজি ছিল না। দিদির পাশেই আমাদের এক বান্ধবীর বাড়ি। তার কাছ থেকে খবরটি পেয়েছিলাম। এরপর ম্যাডামদের জানাই। আমাদের স্কুলে 'আরুষি' নামে কন্যাশ্রী ক্লাব রয়েছে। আমি সেই ক্লাবের সদস্য। আরুষি শব্দের অর্থ 'ভোরের আলো'।

আমরা সবাই মিলে ওই দিদির জীবনে নতুন ভোরের আলো ফুটিয়েছিলাম। কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা ম্যাডামদের সঙ্গে নিয়ে ওর বাড়িতে যাই। বাল্যবিবাহ কেন উচিত নয়, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে কতটা ক্ষতি হয়- সেসব বোঝাই। শেষপর্যন্ত আমাদের কথায় রাজি হয়ে বিয়েটা বাতিল করা হয়। দিদি এখন নিয়মিত স্কুলে আসছে। ওই ঘটনার পর থেকে আমি কন্যাশ্রী ক্লাবের হয়ে কাজ করতে আরও বেশি করে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি।

দিদির বিয়ের আগেই আমরা জানতে পেরেছি। তাই ঠেকাতে পেরেছি। এরকম না জানি কত জায়গায় কত নাবালিকার বিবাহ হয়ে যাচ্ছে। কেউ আবার মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে ইটভাটা, চাষাবাদের কাজে যোগ দিচ্ছে! শুধু সরকারের একার পক্ষে তো এই ধরনের ঘটনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকে এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাহলে সমাজে বদল আনা সম্ভব।

আমি একটা জিনিস লক্ষ করেছি, এই ধরনের ঘটনার পিছনে আর্থিক অনটন অনেকাংশে দায়ী। সংসার চালাতে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া, বাবা আর পড়াশোনা চালাতে পারবেন না অজুহাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। চিন্তাভাবনাতেও গলদ রয়েছে। 'লেখাপড়া শিখে কী হবে, দেশে চাকরিবাকরি তো নেই। এখন কাজে ঢুকলে সংসারের হালটা ধরতে পারবে।' -এর মতো কথা অনেকের মুখে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে খুব শোনা যায়। তাই সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থানে জোর দিতে হবে সরকারকে। শিল্পস্থাপন, সরকারি চাকরিতে নিয়মিত নিয়োগ, নিজের ব্যবসা শুরু করতে সহজে ঋণ পাওয়া ইত্যাদি। শুধু ভাতা-নির্ভরতা নয়, মানুষ যাতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। পাশাপাশি যাঁরা সচেতন, তাঁরা বাকিদের সচেতন করার দায়িত্ব নিক। সরকারিভাবে প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। আপনাকে-আমাকেও দায়িত্ব নিতে হবে।

পরিবেশের ভালো নিয়ে কথা বলি

দেবস্মিতা সাহা

(একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া, পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ উচ্চবিদ্যালয়, ফালাকাটা)

বাল্যবিবাহ মানে কিন্তু একটি সম্ভাবনাকে গলা টিপে মেরে ফেলা। তাকে সুযোগ দিতে হবে পড়াশোনার। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। স্বাবলম্বী হলে সে পরিবারের পাশেও দাঁড়াতে পারবে। শিক্ষাকে হাতিয়ার করে সমাজের প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে আমাদের প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। স্বনির্ভর হতে হবে। কোথাও নাবালিকা বিবাহ, শিশুশ্রমের মতো ঘটনা ঘটলে আমরা প্রতিবাদ জানাব।

এর বাইরেও কিছু দিক রয়েছে। ডুয়ার্সে নাবালিকাদের ফুসলিয়ে পাচারের এক বিষাক্ত চক্র সক্রিয়। তাই কন্যাশ্রী ক্লাবের মাধ্যমে আমরা সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছি। আমি স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের সম্পাদক। প্রলোভনে পা না দেওয়া, ভুলবশত বা অসচেতনভাবে পা দিয়ে ফেললেও বাবা-মা কিংবা অন্তত স্কুলে শিক্ষকদের জানানো। সঠিক সময়ে জানালে বিপদ এড়ানো যায়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, মোবাইল ফোনের সাবধানি ব্যবহার। প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার শেখাটা জরুরি। লেখাপড়ায় ইন্টারনেট অনেক সাহায্য করে। গুগলে সারা দুনিয়ার তথ্য থাকে, ই-বুক ফ্রিতে পাওয়া যায়, ইউটিইউবে বিষয়ভিত্তিক ভিডিও থাকে। অন্যদিকে আবার সেই ইন্টারনেটের সৌজন্যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বিপদ ডেকে আনছে। পড়াশোনা লাটে উঠছে। সবাই রিল বানাচ্ছে, তাই আমাকেও ট্রেন্ড মেনে বানাতে হবে। এই ধরনের মানসিকতা থেকে দূরে থাকাই ভালো। পড়াশোনা বা চরিত্র গঠনের পথে মোবাইল যেন প্রতিবন্ধক না হয়ে ওঠে।

আমরা শুধু নিজের ভালো নয়, অন্যের, এমনকি পরিবেশের ভালো নিয়ে কথা বলি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও সবুজায়ন নিয়ে আলোচনা করতে হাতেগোনা লোকজন ছাড়া বাকিরা খুব একটা আগ্রহী নয়। এসব নিয়ে চিন্তাও করে না। ভবিষ্যৎ কতটা অন্ধকার, তা নিয়েও ভাবে না। অথচ প্রতিবছর যে হারে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বাড়ছে, তাতে আমরা বা আমাদের ভাই-বোনদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা হয়। আমরা কিন্তু নিজের বাড়ি, স্কুল, পাড়ায় গাছ লাগাতে পারি। সেটার দেখভাল করতে পারি। আমাদের দেখেই না হয় আরও দশটা লোক এগিয়ে আসবে।

এবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরি। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম সমাজের পুরোনো রোগ। সহজে সারবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পুলিশ, প্রশাসনকে আরও কড়াভাবে হাল ধরতে হবে। আমার মনে হয়, ডেকোরেটার, ব্যবসায়ী, খাবার পরিবেশক, পুরোহিত, ইমামদের নিয়ে আলোচনা ভালো ফল দিতে পারে।

শিক্ষার আলোয় মনের অন্ধকার দূর হয়

তৃষা মিত্র

(দশম শ্রেণির পড়ুয়া, নাগরাকাটা হাইস্কুল)

আমি বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য। স্কুলছুট বিশেষ করে মাঝপথে মেয়েদের পড়াশোনা পাট চুকিয়ে দেওয়া আমাদের সমাজের বড় কলঙ্ক। এর একটি অন্যতম কারণ কিন্তু দারিদ্র্য। অনেক পরিবারেই দেখা যায়, কন্যাসন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব তাঁদের কাছে বোঝা। এর পেছনে কাজ করে সামাজিক কিছু ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাও। সবাইকে শিক্ষার অঙ্গনে আনতে আরও সক্রিয় হতে হবে প্রশাসনকে। বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি স্কুলে যেতে পড়ুয়াকে উৎসাহিত করা, পড়াশোনা চালিয়ে গেলে কী ধরনের সরকারি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে ও লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হওয়া কতটা ভালো ইত্যাদি সম্পর্কে তার পরিবারকে সচেতন করা। শিক্ষার আলোয় মানুষের মনের অন্ধকার দূর হয়।

স্কুলছুটের সঙ্গে বাল্যবিবাহ আর শিশুশ্রমের সম্পর্ক সমানুপাতিক। প্রথমটির হার যত বাড়বে, বাকি দুটোও সেই হারে বৃদ্ধি পাবে। এরসঙ্গে যুক্ত হয় নারীপাচার। চা বলয়ে যা জ্বলন্ত সমস্যা। বাল্যবিবাহের মতো ঘটনার সব খবর হয়তো সবাই জানতে পারে না। যেটুকু তথ্য সামনে আসে, তা হিমশৈলের চূড়া। বাল্যবিবাহ নারীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়। মারাত্মক প্রভাব পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ মৃত্যু ডেকে আনে।

পুলিশ-প্রশাসনকে এ ব্যাপারে আরও বেশি করে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রচলিত যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা আরও শক্তিশালী করতে হবে। সমাজের সচেতন মানুষকে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। পাশাপাশি প্রয়োজন দারিদ্র্য দূরীকরণ, কুসংস্কার ও কিছু নেতিবাচক সামাজিক রীতিনীতিকে সমূলে উৎখাত করা। ধারাবাহিক প্রচার চালাতে হবে চা বাগানে।

ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প যে গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে পড়াশোনা শেষ করার পর মেয়েদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত না হলে এই ধরনের সমস্যা পুরোপুরি মেটার নয়। রাষ্ট্রকে সেই বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিয়ে ভাবতে হবে।

অনুলিখন : শুভজিৎ দত্ত, ভাস্কর শর্মা ও শিবশংকর সূত্রধর

পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত উরির একটি বাড়ি। -ফাইল চিত্র

বিদ্বেষ বিষে হানাহানির আঁধার

অরুণাভ পাল

শেষ দশ বছরে আমাদের দেশে চেনা চিত্রের অনেক বদল ঘটেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। যাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সামাজিক পিরামিডের একদম তলায় থাকা অথবা ধর্মচর্চা থেকে অনেক দূরে থাকা মানুষ। কেউ ধর্মকে খুঁটি করে আরেক ধর্মের মানুষের ওপর আঘাত হেনেছে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে বিভেদ, মনে জন্ম নিয়েছে ভয় কিংবা অবিশ্বাস, ঘৃণা ও ক্ষোভ।

এই মুষ্টিমেয় কিছু লোক, যাঁরা আদপে সমস্যা সৃষ্টি করেন, তাঁরা সব মানুষকে দুর্দশার মধ্যে দেখতে চান। তাতেই তাঁদের লাভ। বিশেষ করে রাজনীতি ও ভোটবাক্সের অঙ্কে ফায়দা নির্ধারণে। এঁরা অন্তরালে বসে খুব সুচতুরভাবে কলকাঠি নাড়েন। আমাদের দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি স্পষ্টভাবে লেখা আছে। অথচ ধর্মীয় উগ্রবাদের চোখরাঙানিতে সেই ধর্মনিরপেক্ষতা আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

মনে করে দেখুন, সালটা ২০১৫। উত্তরপ্রদেশে একদল উন্মত্ত জনতা এক বাড়িতে অতর্কিতে ঢুকে ফ্রিজে রাখা মাংস নিয়ে হইচই জুড়ে দিয়েছিল। এরপর শুরু হয় মারধর, যার জেরে মৃত্যু হয় ওই বাড়ির মালিকের। তোলপাড় ফেলে দেওয়া সেই ঘটনার ঠিক দুই বছর পর, আবার দেশকে নাড়িয়ে দেয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকেই রাজস্থানে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাওয়া একজনের হত্যাকাণ্ড।

এক ধর্মীয় মৌলবাদীর হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন। ধর্মরক্ষার ধ্বজাধারী সেই মৌলবাদীর অনুশোচনা দূরে থাক, দাবি করেছিলেন, ন্যায্য কারণেই তিনি খুন করেছেন। কারণ তিনি খুন করেছেন এক বিধর্মীকে। যে বিধর্মী অন্য ধর্মের এক মহিলার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। ধর্মরক্ষার মসিহা হয়ে তাই তিনি খুন করেছেন সেই বিধর্মীকে।

এরপর কর্ণাটকে কলেজে ঢোকার সময় এক ছাত্রীকে হেনস্তা করা হয় তাঁর পোশাকের কারণে। যে দেশের সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতার উল্লেখ রয়েছে, সেখানে কে কী খাবে, কে কী পরবে, কে কার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করবে, কে কোন মতে বিশ্বাস করবে ইত্যাদি নিয়ে নীতি পুলিশি করছে একদল লোক, সংগঠন।

ভালোবাসাকে, মানুষ-মানুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করাকে কেন্দ্র করে পালটে যাচ্ছে আমাদের পরিচিত পরিবেশ। এই গোষ্ঠী-সেই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ঘরছাড়া হন একদল মানুষ। প্রান্তিক তাঁরা, সাধারণত চাষবাস অথবা শ্রমনিবিড় কাজকর্ম করে দিন গুজরান করেন। দাঙ্গার জেরে তাঁদের কখনও গঙ্গা পার হয়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে হয় ঘর থেকে অনেক দূরে, অচেনা জায়গায়।

দাঙ্গাবাজরা এক বৃদ্ধার ঘরে ঢুকে শেষ সম্বলটুকু লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। দেশভাগের স্মৃতি আবার আমাদের মস্তিষ্কে হানা দিতে থাকে। তারপর একদিন বসন্তের শেষ লগ্নে পরিবার নিয়ে ভূস্বর্গে বেড়াতে গিয়ে আচমকা প্রাণসংশয় হল একদল পর্যটকের। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ট্রিগার টেপার আগের মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁদের ধর্ম কী! জানার পর ভূস্বর্গের সবুজ জমিন কলঙ্কিত হয় রক্তে।

আনন্দমুহূর্ত বদলে যায় বিষাদমুহূর্তে। সেই দুঃখজনক ঘটনার পরপরই সামাজিক মাধ্যমে একদল মানুষ আরেক দলের প্রতি বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ও কটূক্তি করতে থাকে। দেশের এমন কঠিন মুহূর্তে যখন আরও কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন, তখন ওই হত্যাকারীদের মতোই একদল উগ্রবাদী সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ভাঙতে মাঠে নেমে পড়ে। তারপর সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পড়শি দেশে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে আমাদের দেশ।

পড়শি দেশেও মৃত্যু হয় বহু সাধারণ মানুষের! পড়শি দেশ পালটা আক্রমণ করায় মরে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষই। যাঁরা হয়তো পাহাড়ি এলাকায় ছোটখাটো কাজ বা পশুপালন করে পেট চালান। দু'দেশেই চোখের জল একইরকম বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে। তারপর যুদ্ধ লাগে লাগে পরিস্থিতি! সেই যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিতে বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢালে সংবাদমাধ্যমের একাংশ।

প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও না কোনও ধর্ম বা পক্ষের মৌলবাদীরা দোষ করছে, অথচ প্রত্যেকটি ঘটনার পর অভিযোগের আঙুল তোলা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষদের দিকে। তাঁরাই সফট টার্গেট হচ্ছেন। অথচ যাঁরা নিরপেক্ষ, তাঁরা কখনোই হানাহানি চান না। চান শুধু, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানুষের সহাবস্থান।

এইভাবে পালটে যাচ্ছে আমাদের চেনা পৃথিবী। প্রতি মুহূর্তে, প্রতিদিন নেমে আসছে আঁধার, শুধু আঁধার।

নতুনের ভাবনায়

স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি? এই প্রজন্মের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে নিজের আর নিজবয়সিদের মনের কথা তুলে ধরতে চাও? যে কোনও ইস্যু নিয়ে লিখতে পারো ক্যাম্পাস বিভাগে। সহজ-সরল বাংলায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নিজের লেখাটি পাঠাতে পারো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331. শব্দসংখ্যা ৪৫০-৫৫০। এমএস ওয়ার্ড কিংবা মেসেজ আকারে। বাছাই করা লেখা প্রকাশিত হবে 'ক্যাম্পাস' পাতায়।

ক্যাম্পাস কথা

নাচ-গানে ত্রয়ী প্রণাম

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৫ মাঝিরবাড়িতে পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুল ও পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য দিনটি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। রোজকার মতো পিঠে বইয়ের বোঝা নিয়ে আসা-যাওয়া নেই। পরপর ক্লাস করা নেই। স্কুল ইউনিফর্ম নেই। রংবেরংয়ের শাড়ি আর পাঞ্জাবি পরে সেজেগুজে ক্যাম্পাসে হাজির হয়েছিল কচিকাঁচার দল। দুই স্কুলের সমবেত প্রয়াসে সেদিন পালিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান 'ত্রয়ী প্রণাম'। তিন কবির ছবিতে ফুল নিবেদন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান।

প্রথমেই সকলকে একছন্দে বেঁধে রাখার গান 'আয় তবে সহচরী'তে পড়ুয়াদের সমবেত উদ্বোধনী নৃত্যে মুগ্ধ হন দর্শকরা। এরপর একে একে নাচ পরিবেশন করে তৃতীয় শ্রেণির রুমঝুম রায় (আমি যার নূপুরের ছন্দে), 'নিম ফুলের মৌ পিয়ে' গানে ষষ্ঠ শ্রেণির প্রীতি রায়। এরই মাঝে রবিঠাকুরের 'বোঝাপড়া' কবিতাপাঠে প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় অষ্টম শ্রেণির তানিয়া সুলতানা। নজরুলের প্রভাতী সমবেতভাবে উপস্থাপন করে অভীক, অর্কজিৎ ও পলাশ। সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'অতিকিশোরের ছড়া' শোনায় চতুর্থ শ্রেণির টুম্পা রায়। 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' গানে অষ্টমের অরমিকা ও তৃষার সমবেত নাচ চলাকালীন বাইরে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি এক মনোরম পরিবেশ তৈরি করেছিল। জীবনে প্রথমবার মঞ্চে উঠে দাদা-দিদিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নজরুল ইসলামের 'লুকোচুরি' কবিতা পাঠ করে প্রথম শ্রেণির জয়দীপ রায় ভীষণ উচ্ছ্বসিত।

পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সোনাই বণিক বলছিলেন, 'ত্রয়ী প্রণামের অনুষ্ঠানে বর্তমান পড়ুয়াদের পাশাপাশি শামিল হয়েছিল বহু প্রাক্তনী। তাদের অনেকেই অবশ্য বিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটা অনুষ্ঠানে আসে। আসেন অভিভাবকরাও। এতে আমরা আপ্লুত। উৎসাহিত। অনুষ্ঠান শেষে সকলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছে।'

পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভূগোল শিক্ষিকা লাবণি পাল। তাঁর কথায়, 'দুই সপ্তাহ ধরে পড়ুয়াদের মহড়া দিয়ে তৈরি করেছি সবাই মিলে। ওরা মঞ্চে খুব সুন্দরভাবে পরিবেশন করল। আমাদের পরিশ্রম সার্থক।'

আঁকা, কুইজে সচেতনতা প্রচার

ভবিষ্যতে একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ছোটবেলা থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই উদ্দেশ্যে চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়েছিল দুটো ভিন্ন কর্মসূচি।

প্রথম কর্মসূচির আয়োজক ছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। সেখানে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গির বিরুদ্ধে মোকাবিলার পাঠ পড়ানো হয়। ছিল আঁকা প্রতিযোগিতাও। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবুলাল সিং'এর কথায়, 'সচেতনতাই পারে মশাবাহিত রোগের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে। এলাকাকে রোগমুক্ত রাখতে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের উপস্থিতিতে সচেতনতামূলক অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা।'

প্রতিযোগিতাকে ঘিরে পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পড়ুয়া অনীশ রায়ের কথায়, 'ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি থেকে বাঁচতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমাতে হবে। জমা জলে মশা ডিম পাড়ে, তাই কোথাও জল জমতে দেওয়া যাবে না। হাত-পা ঢাকা জামা পড়তে হবে। এসব বিষয় আমরা এঁকে দেখিয়েছি।'

সেদিনের পরবর্তী কর্মসূচি ছিল, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা। ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড (বিআইএস)-এর উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কোচবিহার জেলার বিআইএস রিসোর্স পার্সন তথা কোচবিহার জেনকিন্স বিদ্যালয়ের শিক্ষক সঞ্জিতকুমার দাস উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড ক্লাবের মেন্টর তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রলয়কুমার মিত্র বললেন, 'বিআইএস-এর অধীনে এই স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড ক্লাবে ৪৪ জন সদস্য রয়েছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া সবাই। তারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য, পড়ুয়াদের মাধ্যমে সমাজে, বিশেষ করে অভিভাবকদের মধ্যে সঠিক মানের সামগ্রী ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা। কেনাকাটা করার সময় হলোগ্রাম, প্রস্তুতকারী সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা, কোনও নির্দিষ্ট সামগ্রী কী ধরনের উপকরণ দিয়ে তৈরি, কতদিন ব্যবহার করা যাবে ইত্যাদি যাচাই করে নিতে হবে। দামের পাশাপাশি মানেও গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক সামগ্রী বেছে নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হলেই জীবনযাপনের মান উন্নত হতে পারে।' সবশেষে আঁকা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।

পেশাদারি কোর্সের হদিস দেওয়ার চেষ্টা

মহম্মদ আশরাফুল হক

উচ্চমাধ্যমিকের পর কেরিয়ার গঠন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দিশা দেখাতে চাকুলিয়া হাইস্কুলে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালাটিতে এবছরের উচ্চমাধ্যমিকের কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধর। সংগঠনের জেলা সম্পাদক সাইদুর রহমান ও চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

চিরাচরিত ডিগ্রি কোর্স বাদেও বর্তমানে একাধিক পেশাদারি কোর্সের চাহিদা বাড়ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ। তবে সেগুলো সম্পর্কে সবাই জানে না। এরজন্য প্রচার প্রয়োজন। সরকারিস্তরে উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেরিয়ার কাউন্সেলারের সাহায্যে বা অন্তত পক্ষে শিক্ষকরা পেশাদারি কোর্সের ব্যাপারে পড়ুয়াদের অবগত করতে পারেন। কীভাবে কোথায় পেশাদারি কোর্সগুলো পড়ানো হয়, কোর্স শেষে কেরিয়ার হিসেবে কী কী সুযোগ মিলতে পারে ইত্যাদি জানাতে পারেন। ফ্যাশন ডিজাইনিং, গ্রাফিকস ডিজাইনিং, আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদ ইত্যাদি শিখে আজ অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। পড়ুয়ারা মেইন স্ট্রিমে পড়াশোনার পাশাপাশি এই ধরনের কোর্স করতে পারেন, পরামর্শ বিডিও'র।

চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে'র বক্তব্যে উঠে এসেছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা। রাজ্যে কাজের সুযোগ না পেয়ে অনেক কৃতী গরিব পড়ুয়া ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে চলে যায়। তিনি বললেন, 'আইআইটি-তে বিভিন্ন কোর্স, টেলারিং, নার্সিং, ফার্মাসি, কম্পিউটার, হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি চাকরিমুখী কোর্সের পর কাজের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কোথা থেকে ও কীভাবে এই কোর্স করা যায়, সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে শেখা যায় কি না- সে বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের একটা বড় অংশ পড়ুয়া কিংবা তাদের অভিভাবকরা সচেতন নন। প্রাথমিক ধারণাটুকু দিতে আয়োজন করেছি।'

কর্মশালায় অংশ নিয়েছিল চাকুলিয়া হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ শ্রেয়া দাস, জামিলা খাতুন, পল্লবী সাহা, মাসকুরা খাতুনরা। জামিলার কথায়, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের ভাবনা এর আগে খুব সীমিত ছিল। এই কর্মশালায় এসে অনেক কিছু জানতে পারলাম। নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি।'

ছোট্ট তারা

৯ বছর বয়সি আরভ সুনার জয়গাঁ সেন্ট অ্যান্থনি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। নাচতে ভালো পারে। জয়গাঁর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রশংসা কুড়িয়েছে ইতিমধ্যেই।

ওভারব্রিজে ধানের চারা

ফালাকাটায় বিপত্তি চরমে

ভাস্কর শর্মা

মাদারি রোডে রেল ওভারব্রিজে জমেছে জল, একপাশে হয়েছে ধান গাছ।

ফালাকাটা, ১০ জুলাই : ঝাঁ চকচকে রেল ওভারব্রিজে জমা জল, তার মধ্যে আবার জন্মেছে ধান গাছ!

অদ্ভুত এই ছবিটি ফালাকাটা শহরের মাদারি রোড রেল ওভারব্রিজের। শুধু একটি নয়, শহরের মিল রোড রেল ওভারব্রিজের ছবিও একই। একেবারে ব্রিজের একটি অংশজুড়ে জল দাঁড়িয়ে থাকায় মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। ব্রিজে জল থাকায় সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এ নিয়ে ক্ষোভ জমছে সকলের মনে।

ব্রিজের এমন দশা নিয়ে অবশ্য রেলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'ব্রিজের দেখভালের দায়িত্ব রেলমন্ত্রকের। তবে নাগরিকদের সমস্যা হলে অবশ্যই আমরা বিষয়টি দেখব।'

ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার রাস্তার মিলরোড রেল ওভারব্রিজটি শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। ফালাকাটা-মাদারিহাট রেল ওভারব্রিজটি পুরসভার মাদারি রোড ৯ নম্বর ওয়ার্ডে পড়েছে। এছাড়াও ফালাকাটা-বীরপাড়া রেল ওভারব্রিজটি পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সংঘ এলাকায় রয়েছে। এই তিনটি রেল ওভারব্রিজ এনজেপি-কোচবিহার ডাবল লাইন করার সময় নতুনভাবে তৈরি হয়। ব্রিজের উপরের দিকটা ভীষণ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। বিকাল হলেই সেখানে আসেন অনেকে। কিন্তু এখন এই ব্রিজই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জনসাধারণের কাছে। বিশেষ করে মাদারি রোড এবং মিল রোড ওভারব্রিজে এখন জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সেই জমা জলে জন্মেছে ধান গাছও। ব্রিজে এভাবে জল জমায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সকলকে।

স্থানীয় বাসিন্দা সুজন রায়ের কথায়, 'ব্রিজগুলি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। জল বের হওয়ার জন্য কয়েকটি জায়গা ছিল, সেগুলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রেল বা পুরসভার উচিত ব্রিজগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা।'

এলাকার গৃহবধূ প্রিয়াংকা দত্ত'র কথায়, 'সকাল-বিকাল ওভারব্রিজে হাঁটতে যাই। কিন্তু কিছুদিন ধরে দেখছি ব্রিজের পাশে ধানের চারা জন্মেছে। প্রচুর জলও জমে রয়েছে। ব্রিজের এমন অবস্থায় এখন মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। আসতেও ভয় করে।'

জানা গিয়েছে, রেল-রাজ্য যৌথ সহযোগিতায় ফালাকাটা শহরে আধুনিক মানের এই ব্রিজগুলি বানানো হয়। তিনটি ব্রিজই ফালাকাটা পুরসভা এলাকার মধ্যে পড়েছে। আলিপুরদুয়ার, মাদারিহাট, বীরপাড়ার যানবাহন, সাধারণ মানুষকে এই তিনটি ব্রিজের উপর দিয়েই ফালাকাটায় ঢুকতে হয়। এই ব্রিজগুলির জন্য ফালাকাটার একটি আলাদা পরিচিতিও গড়ে উঠেছে। কিন্তু ব্রিজের উপর দিয়ে এখন যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়ছেন নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ। অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি রেল ওভারব্রিজ সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ডুবে থাকে। তিনটি ব্রিজের কোনওটাতেই নেই আলোর ব্যবস্থা। ফলে একদিকে জল আর ধান গাছ, অপরদিকে ব্রিজ থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। সব মিলিয়ে ফালাকাটার ৩টি রেল ওভারব্রিজ নিয়ে এখন ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের।

জলে জলাকার

ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার রাস্তার মিলরোড রেল ওভারব্রিজটি শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত

ফালাকাটা-মাদারিহাট রেল ওভারব্রিজটি পুরসভার মাদারি রোড ৯ নম্বর ওয়ার্ডে পড়েছে

ফালাকাটা-বীরপাড়া রেল ওভারব্রিজটি পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সংঘ এলাকায় রয়েছে

তিনটি রেল ওভারব্রিজ এনজেপি-কোচবিহার ডাবল লাইন করার সময় নতুনভাবে তৈরি হয়

কিন্তু সাজানো হলেও জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে

শহরের একটি ডান্স অ্যাকাডেমির উদ্যোগে গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হয় দ্বীপচর এলাকার মহাকালধামে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মা, বাবা এবং নৃত্যগুরু সায়ন্তি দাসকে বরণ করে নেয় অ্যাকাডেমির ছাত্রীরা। তথ্য ও ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বদলে গেল জেলা হাসপাতালের ছবি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনের কথা ছিল রাজ্য বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির। সকাল সাড়ে দশটার সময় ওই কমিটির আসার কথা থাকলেও বিধায়করা হাসপাতালে আসেন দুপুর দেড়টায়। তার আগেই অবশ্য হাসপাতালে দেখা গিয়েছে সাজোসাজো রব। স্ট্যান্ডিং কমিটি আসবে বলে এক বেলাতেই হাসপাতালের বিভিন্ন এলাকার আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরিষ্কার করা হয় ড্রেনও। হাসপাতালের বাইরের বিভিন্ন এলাকার আবর্জনা পরিষ্কারে যেমন নজর দেওয়া হয়, তেমনই আবার হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডও পরিষ্কার করা হয়।

মরিচবাড়ি থেকে চিকিৎসার জন্য এদিন হাসপাতালে এসেছিলেন গৌতম মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'হাসপাতালে মাঝেমধ্যেই আসি। তবে এত পরিষ্কার করতে আগে দেখিনি। আমরাই আলোচনা করছিলাম নিশ্চয়ই হাসপাতালে কিছু রয়েছে সেজন্যই এত পরিষ্কার করছে কর্তৃপক্ষ।' একই কথা শোনা গিয়েছে পারোকাটা থেকে বহির্বিভাগে আসা আরেক রোগী অভিষেক দে'র মুখেও। তাঁর মতে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন যদি এত তৎপর থাকত তাহলে হাসপাতালের ছবিটা অন্যরকম হত।

যদিও কয়েকটি জায়গায় সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা হয় বলে জানিয়েছেন জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, 'এদিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কার করা হল। এছাড়াও প্রতিদিন যেরকমভাবে পরিষ্কার করা হয়, এদিনও তাই হয়।'

জঞ্জাল ফেলার তোড়জোড় আলিপুরদুয়ারে। - সংবাদচিত্র

জেলা হাসপাতালের মূল ভবনে ঢোকার গেটের ডান দিকে দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা জমে ছিল। সেই আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কার করা হয়। পাশাপাশি চিকিৎসকদের কোয়ার্টারের সামনেও আবর্জনার স্তূপ দেখা যায় প্রতিদিনই। এদিন তড়িঘড়ি সেই আবর্জনা সরানো হয়। অন্যদিকে, নর্দমা পরিষ্কারও শুরু হয় সকাল থেকে। এদিন হাসপাতালের এক সাফাইকর্মীর কথায়, 'সকাল সাড়ে সাতটা থেকে এদিন কাজ শুরু করি। অফিসাররা হাসপাতালে দেখতে আসবে, তাই দ্রুত কাজ করতে বলা হয়েছে। সেইমতো কাজ করি।' একদিকে যেমন পরিষ্কারে জোর দেওয়া হয় তেমনই আবার কিছু জোড়াতালির কাজও নজরে পড়ে।

হাসপাতালের টিকিট কাউন্টারের সামনে যে ডাস্টবিনগুলো রয়েছে সেগুলোও এতদিন ভর্তি ছিল আবর্জনা দিয়ে। সেগুলোর শুধু ওপরের অংশের আবর্জনা সরিয়ে দেওয়া হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের চোখে যেন সেগুলো না পড়ে তাই সেটা পরিষ্কার করা শুরু হয়। তবে সময় কম থাকায় জোড়াতালি দিয়েই কাজ চলে।

শৌচাগার পরিষ্কারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন অনেকেই। মাঝেরডাবরির এক রোগীর আত্মীয় চন্দনা রায় জানিয়েছেন, হাসপাতালের শৌচাগারগুলোতে কেউ নজর দেয় না। তিনি বলেন, 'স্ট্যাডিং কমিটির সদস্যদের শৌচাগার নিয়েও খোঁজখবর নেওয়া দরকার ছিল। হাসপাতালের আশপাশ পরিষ্কার করা হলেও ওগুলো করা হয়নি।' রোগীদের প্রতিদিন হয়রানি হতে হয় বলে তিনি জানিয়েছেন।

নেতাজি রোডে বসবে পেভার্স ব্লক

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : গুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে নেতাজি রোড দুর্গাবাড়ি থেকে আদ্যাপীঠ মন্দির পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার পথজুড়ে ছিল মন্দিরমুখী জনস্রোত। আর সেই ভিড়ের মধ্যেই 'হোঁচট খেল' শহরের দীর্ঘদিনের এক সমস্যার বাস্তবতা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে রাস্তার বেহাল দশা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। সেখান থেকেই ঘোষণা করেন, দুর্গাবাড়ি থেকে আদ্যামায়ের মন্দির পর্যন্ত প্রায় ১১০০ মিটার রাস্তা নতুন করে তৈরি হবে পেভার্স ব্লকে। প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর।

মন্ত্রী বলেন, 'এই রাস্তাটি অবিলম্বে পেভার্স ব্লকে ঢেলে সাজানো হবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তহবিল থেকেই। যদি আগে জানানো হত, এতদিনে এই কাজ অনেক আগেই হয়ে যেত।'

নেতাজি রোডের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি শহরের তিন নম্বর ও চার নম্বর ওয়ার্ডকে জুড়ে রাখে। দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয়দের অভিযোগ, জল ও গ্যাসের পাইপলাইনের জন্য রাস্তার বিভিন্ন অংশ কেটে ফেলা হয়েছে, যা এখন পরিণত হয়েছে খানাখন্দে। বর্ষার মরশুমে এই দুরবস্থার মাত্রা আরও বেড়েছে।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে রাস্তাটি এবার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার পাবে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।' আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'মন্দিরে প্রতিদিন বহু পুণ্যার্থী আসেন, সেই কারণে রাস্তাটি শুধুমাত্র সংস্কার নয়, একটু প্রশস্ত করাও জরুরি ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি মন্ত্রীর নজরে আনি এবং দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাইয়ের উপস্থিতিতেই তিনি এই প্রকল্পে সম্মতি জানান।'

আলিপুরদুয়ার শহরের গলিতে ট্র্যাক্টর ঢুকে পড়ছে। খুদেদের সামলে রাখছেন অভিভাবকরা।

অলিগলিতে দৌরাত্ম্য বাড়ছে ট্র্যাক্টরের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : শহরের রাস্তায় ট্র্যাক্টরের দৌরাত্ম্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ফলে ছোটদের নিয়ে রাস্তায় চলাচল করতেই ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা। বিভিন্ন নদীর বেড থেকে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর পুলিশের নজর এড়াতে গলিপথ ব্যবহার করছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। শহরের একাধিক রুটের গলিপথ ব্যবহার করে এই ট্র্যাক্টরগুলি।

চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনাই ও শোভাগঞ্জ এলাকা থেকে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক গলিপথ ব্যবহার করে যাতায়াত করে। বিশেষ করে নিউটাউন, লোহারপুল, মধ্যপাড়া, কলেজপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় বালি পৌঁছাতে গলিপথ ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও সুভাষপল্লি ও বগুড়িবাড়ি এলাকার কালজানি বাঁধের রাস্তা ব্যবহার করা হয়। একইরকমভাবে দমনপুর এলাকা থেকে জংশন এলাকার বিভিন্ন গলিপথ ব্যবহার করা হয়।

স্থানীয় রাজু সাহা বলেন, দিনভর গলিপথ ব্যবহার করে চলে ট্র্যাক্টরের দৌরাত্ম্য। ফলে বাড়ির শিশুদের নিয়ে সতর্ক থাকতে হয়।

সবথেকে ভয়ংকর বিষয় হল, বড় অংশের বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরই নাবালক চালকের হাতে থাকে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও ট্রলিতে কোনও নম্বর প্লেট থাকে না। ফলে ট্র্যাক্টর মালিককে ধরাও মুশকিল হয়ে যায়। সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটে যেখানে শহরের গলিপথ দিয়ে ট্র্যাক্টর যাচ্ছিল। তখনই এক খুদে রাস্তার দিকে ছুটতে থাকে, বাড়ির লোক পিছু নিয়ে খুদেকে বাড়িতে আনেন।

আলিপুরদুয়ার ট্রাফিক ওসি মনজয় দত্ত বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই রাস্তায় ট্র্যাক্টরের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। পাইপলাইনের কাজের জন্য একাংশ রাস্তা বেহাল রয়েছে। তার মধ্যে এসব বড় গাড়ি যাতায়াত করলে মুশকিল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ছোটরা অনেক সময় রাস্তায় ছোটাছুটি করলে দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়।

সুজয় দাস নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'গলিপথে পুলিশের নজরদারি সম্ভব নয়। ফলে এই অলিগলিতেই ট্র্যাক্টরের স্টিয়ারিং হাতে নাবালক চালকের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। বাড়ির সামনে দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলে। বের হতেই ভয় হয় এখন।'

১৩ দফা প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ১৩ দফা প্রস্তাব পাঠাল পূর্ব ডুয়ার্সে ট্যুরিজমের উন্নয়নে। বৃহস্পতিবার সংগঠনের তরফে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় এবং সেখানে এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। ভুটানঘাট খুলে দেওয়া, অনলাইন সাফারি বুকিং চালু, আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণ, রোপওয়ে, হেরিটেজ বাংলো, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, কুঞ্জনগর পার্ক সংস্কার, নতুন গন্তব্যের প্রচার সহ একাধিক দাবি রাখা হয়েছে। কমিটির জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'ডুয়ার্সকে বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্র গড়তে এই পদক্ষেপ জরুরি।'

ধিক্কার মিছিল

ফালাকাটা, ১০ জুলাই : বামেদের ডাকা ধর্মঘটে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ তুলে ধিক্কার মিছিল করল সিপিএম। বৃহস্পতিবার সিপিএমের ফালাকাটা ১ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এই মিছিল হয়। মিছিলটি ফালাকাটা পরিক্রমা করে ট্রাফিক মোড়ে শেষ হয় ও সেখানে প্রতিবাদ সভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক আন্দোলনের নেতা তুষার সরকার, দলের জেলা কমিটির সদস্য নৃপেন খাসনবিশ ও বাপন গোপ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন গণ আন্দোলনের নেতা নেপাল গোপ।

দুর্ঘটনা

কামাখ্যাগুড়ি, ১০ জুলাই : বুধবার রাতে শিলিগুড়িগামী একটি পাটবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে তেলিপাড়া টোল প্লাজা এলাকায় উলটে যায়। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশের দীর্ঘ তিন ঘণ্টার প্রচেষ্টায় ওই গাড়িটিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

প্রশিক্ষণ

ফালাকাটা, ১০ জুলাই : গবাদিপশু এবং অন্য প্রাণীদের কৃত্রিম প্রজনন নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হল ফালাকাটায়। ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স রুমে এই প্রশিক্ষণ হয়। বুধবার এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার ২ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে কৃষকদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। ফালাকাটা ব্লকের উপ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, 'কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা গবাদিপশু এবং অন্য প্রাণীর প্রজনন ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হয়।' ফালাকাটা ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের আধিকারিক তপন রজক বলেন, 'আতমা প্রকল্পে ২৫ জন কৃষককে গবাদিপশু পালন এবং পশুচিকিৎসার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।' উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়, বিডিও অনীক রায় সহ অন্যরা।

২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ২

বীরপাড়া, ১০ জুলাই : ফের বীরপাড়ায় ব্রাউন সুগার সহ ধরা পড়ল দুই পাচারকারী। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গ্যারগেন্ডা সেতুর কাছে বাইক সহ দুই তরুণকে আটক করে আলিপুরদুয়ার জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বীরপাড়া থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে মাদারিহাটের ছেকামারির রাহুল হক এবং ফালাকাটার দেওগাঁওয়ের শাহাদাত হোসেনের কাছ থেকে প্রায় ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া যায় বলে জানান বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। ঘটনাস্থলে যান বীরপাড়ার সিআই শুভজিৎ ঝাঁ এবং মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়া। বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর বাজারদর প্রায় ৫ লক্ষ টাকা।

ওই দুই তরুণ জলপাইগুড়ির দিক থেকে আলিপুরদুয়ারের দিকে যাচ্ছিলেন। তবে ব্রাউন সুগার কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেনি পুলিশ। কারণ গ্রেপ্তারির পরপরই দুজনকে আলিপুরদুয়ার এনডিপিএস আদালতে পাঠানো হয়। তবে এদিনের ঘটনাটিকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে পুলিশ। কারণ, আলিপুরদুয়ার জেলায় নেশার চক্র ভাঙতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলা হচ্ছে, জানিয়েছে জেলা পুলিশ।

বীরপাড়া

২০২৪ সালের ২২ মে বীরপাড়ায় ১০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ধরা পড়েন দলমোরের জনপল টিগ্গা। ২০২৩ সালের ৫ ডিসেম্বর বীরপাড়ায় এসএসবির ফালাকাটা ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা দলগাঁও রেলস্টেশন এলাকায় হাজিকুল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে প্রায় ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার করেন। জেলায় বারবার ব্রাউন সুগার পাচারের ঘটনা সামনে আসছে। এতে রীতিমতো চাপে পড়েছে পুলিশ।

৭৫তম বর্ষে থিম হংসরাজ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : বাঙালির রথ মানে দুর্গাপুজোর শুরু। আর এবার পুজো সেপ্টেম্বরে। রাজ্যের অন্য প্রান্তের মতো অলিপুরদুয়ারে এবারের বিভিন্ন ক্লাবে পুজোর মণ্ডপের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কোথাও বাঁশের কাজ শুরু হয়েছে। আবার, কোথাও বাঁশের কাঠামোর কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। অনেক ক্লাবে পুজোর প্রস্তুতি বৈঠক চলছে। সেই সঙ্গে কুমোরটুলিগুলিতে চলছে দুর্গা প্রতিমা বানানোর কাজ। অনেক জায়গায় খড়ের কাঠামো বানিয়ে মাটির প্রলেপ দিয়ে শুকানোর কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। আবার ঠাকুরের মুখ সহ মাটির নানান গয়না তৈরির কাজ হয়ে চলছে।

আলিপুরদুয়ার শহরের জিমনেসিয়াম ক্লাবের এবারের দুর্গাপুজো ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। জিমনেসিয়াম ক্লাবের এবারের থিম হংসরাজ। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মণ্ডপের উচ্চতা ৩৫ থেকে ৪০ ফিট। নারকেলের ছোবা, কাজুবাদাম, পাট, মাশরুম, বেলের খোল প্রভৃতি পরিবেশবান্ধব জিনিসপত্র দিয়ে মণ্ডপ গড়ে উঠবে। সেই সঙ্গে মূর্তি, হাঁসের বিভিন্ন রূপ পরিবেশবান্ধব জিনিস দিয়ে গড়ে তোলা হবে।

আলিপুরদুয়ার

পাশাপাশি প্রতিমা থাকবে সাবেকি। কোচবিহারের দিনহাটা থেকে আসবে দুর্গা প্রতিমা। আনুমানিক উচ্চতা হবে ১১.৫ ফুট। সেই সঙ্গে আলোকসজ্জাও থাকবে। এছাড়াও, পুজোর ৪ দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ, ভোগ বিতরণ থাকবে বলে জানা গিয়েছে। এবারে বাজেট আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা। ওই ক্লাবের সম্পাদক রঞ্জন দাসগুপ্ত জানিয়েছেন, এই পুজোকে কেন্দ্র করে পাড়ায় সকলের খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে। তাঁর কথায় 'এবারে যেহেতু ৭৫তম বছর তাই সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সকলে এক হয়ে কাজ চলছে। আশা রাখছি দর্শনার্থীদের খুব ভালো লাগবে।'

ওই পাড়ার বাসিন্দা তথা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'আমাদের পাড়ার পুজো। পাড়ার সকল পরিবার মিলে পুজো উপভোগ করা হয়। বুধবার থেকেই আমাদের উন্মাদনা শুরু হয়ে গেল। এদিন এবারের পুজোর কাজের সূচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। তিনি বললেন, 'এবার ৭৫তম বর্ষ। খুব বড় করে অনুষ্ঠান হতে চলেছে।'

শ্যামাপুজোর প্রস্তুতি ফালাকাটায়

ফালাকাটা, ১০ জুলাই : দুর্গাপুজোয় ফালাকাটার বিগ বাজেটের কমিটিগুলি বেশ নজর কাড়ে। সেই ধারা আবার বজায় রাখে শ্যামাপুজো কমিটিগুলিও। এবার অবশ্য দুর্গাপুজোর আগেই কালীপুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিল ফালাকাটার তরুণদল। বৃহস্পতিবার তরুণদলের কালীপুজোর সূচনাও হয়ে গেল। রীতিমতো পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে পুজো করে কালীপুজোর প্যান্ডেলের কাজের সূচনা করা হল।

তরুণদলের কালীপুজো কমিটির সম্পাদক কল্যাণ গুহ রায় বলেন, 'এবার আমাদের কালীপুজোর ৬৬ বছর। ডুয়ার্সের অন্যতম প্রাচীন পুজো আমাদের। থিম প্যান্ডেল কাকে বলে তা আমরাই প্রথম দেখিয়েছিলাম। এবারও বিশেষ চমক থাকছে।'

পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা বিমান সাহা রায় বলেন, 'বৃহস্পতিবার থেকেই আমাদের কালীপুজোর কাউন্ট ডাউনও শুরু হয়ে গেল। জেলার দর্শনার্থীরাও এবার মুখিয়ে থাকবে তরুণদলের দিকে। আমরা প্যান্ডেল, প্রতিমা এবং আলোকসজ্জাতেও চমক দেব।'

বিগ বাজেটের শ্যামাপুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম তরুণদল। তাদের থিমের বাহার নিয়ে প্রতি বছরই ডুয়ার্সের মানুষকে চমক দেয়। এবার দুর্গাপুজোর অনেক আগেই তাদের কালীপুজোর প্রস্তুতি শুরু হল। এতে খুশি ফালাকাটার উৎসবপ্রিয় মানুষ।

ফাঁসির সাজা

প্রথম পাতার পর

পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি পুলিশকে জানানোর পাশাপাশি নিজেরা নাবালিকার খোঁজে চটেরহাট এলাকায় যান। কিন্তু সেখানে মেয়ের খোঁজ না পেয়ে ফিরে আসেন। অন্যদিকে রহমানের মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে পুলিশ। দিনকয়েকের মধ্যেই প্রথমে রহমান গ্রেপ্তার হয়। রহমান প্রথমে অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে অপহরণের কথা। এরপর পুলিশ রহমানকে চাপ দিতেই সে তার বন্ধু জামিরুলের নাম বলে। এরপর জামিরুলকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দুজনকে প্রথমে আলাদা আলাদা এবং পরে মুখোমুখি জেরা করতেই তারা স্বীকার করে নাবালিকাকে অপহরণের পর বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করেছে। এরপর তার শ্বাসরোধ করে খুনের পর রাজগঞ্জ প্রধানপাড়া এলাকার বাসিন্দা কাজিবার রহমানের বাড়ির পিছনদিকে একটি নির্মীয়মাণ শৌচালয়ের সেপটিক ট্যাংকে দেহ ফেলে দিয়েছে।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনায় অভিযুক্ত রহমানের আত্মীয় তামিরুলের নাম। তদন্তে উঠে আসে নাবালিকার চুল কেটে ছেলে সাজিয়ে তামিরুলের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল রহমান এবং জামিরুল। সেখানে তামিরুলও একাধিকবার নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিল। পুলিশের তদন্তে উঠে আসে রহমান ওই নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপহরণ করে তাকে ধর্ষণ করে। কিন্তু লাগাতার একাধিক ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণের শিকার হওয়ায় কার্যত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল নাবালিকা।

পুলিশের জেরায় রহমান এবং জামিরুল স্বীকার করে রাজগঞ্জের চেওয়াই নদীর ধারে একটি চা বাগানে তারা নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর দেহ লোপাটের জন্য ওই সেপটিক ট্যাংকে ফেলে দিয়েছিল। আদালত এই ঘটনাটিকে পরিকল্পিত ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা বলে মনে করেছে। জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'দুই পুলিশ অফিসার এই ঘটনায় যথেষ্টই দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত করে চার্জশিট পেশ করেছিলেন। আমরা দুই অফিসারকে তাঁদের কাজের জন্য সংবর্ধিত করব।' মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'আদালতের চোখে এটি বিরলতম সংগঠিত অপরাধ। যে কারণে আদালত তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে তিনজনকেই ফাঁসির সাজা দিয়েছে। এই মামলায় মোট ২৭ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। এদিন আদালতে উপস্থিত থেকে রায় ঘোষণার পর নাবালিকার বাবা বলেন, 'আমরা এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম। আজ আমার মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে।'

পেডলার

প্রথম পাতার পর

ফলে নেশার খরচ জোগাড় করতেও সেইসব মহিলাদের একাংশ পেডলারের কাজ করেন। এসবের ফলে পুলিশের কড়া নজরদারি ও বারবার অভিযান সত্ত্বেও মাদক ব্যবসা কিছুতেই রোখা যাচ্ছে না। এমনটা মনে করছেন পুলিশকর্তারাই।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, এক সময় যাঁরা মাদকের নেশা করতেন তাঁরা এখন পেডলার হিসেবে কাজ করছেন। পরিমাণে অল্প মাদক সঙ্গে রেখে আইনি ঝামেলা থেকেও সহজেই রেহাই পাচ্ছেন। ৫০ গ্রাম বা তার বেশি পরিমাণ মাদক থাকলেও অভিযুক্তরা অনেক সময় কয়েকদিনের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যান। ফলে পুলিশ মাদক কারবারিদের গ্রেপ্তার করলেও পরিস্থিতি বদলায় না।

আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকাতেই একাধিক মহিলার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। একই কায়দাতে গ্রামগঞ্জেও মাদকের কারবার ছড়িয়ে পড়েছে। প্রভাবশালী একটি চক্র দিন-দিন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ মাঝেরডাবরির হলদি রোড এলাকায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে মাদক সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপর তৃণমূলের আরেক প্রভাবশালী নেতার নামও সামনে এসেছে। তবে তথ্যপ্রমাণের অভাবে পুলিশ সেই নেতাকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

নাবালিকা ঘর ছাড়ায় উত্তাল নাজিরহাট

প্রেম ঘিরে দিনভর হট্টগোল

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১০ জুলাই : ভোরবেলা পরিবারের সকলের অগোচরে প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল নাবালিকা। তার জেরে দিনভর উত্তাল হয়ে উঠল দিনহাটা-১ ব্লকের নাজিরহাট এলাকা। থানায় বিক্ষোভ, টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধের জেরে অশান্তির আশঙ্কায় বন্ধ হয়ে যায় নাজিরহাট বাজার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলেও অভিযোগ।

পরবর্তীতে অবশ্য জেলা পুলিশের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন থানায় যোগাযোগ করা হয়। বিকেলের দিকে এনজেপি স্টেশন থেকে শিলিগুড়ি পুলিশের উদ্যোগে নাবালিকা এবং ওই তরুণের খোঁজ পাওয়া যায়। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, 'পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। এলাকাকে শান্ত করতে ও পথ অবরোধ ওঠাতে পুলিশকে কঠোর হতে হয়েছিল।'

বৃহস্পতিবার নাজিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পরিবার ভোর ছয়টা নাগাদ লক্ষ করে ঘরে তাদের নাবালিকা মেয়ে নেই। সেই মুহূর্তে বাড়ির সবাইকে খবর দেওয়া হয়। তাঁদের সন্দেহ হয়, গ্রামেরই এক তরুণের সঙ্গে তার উধাও হওয়ার যোগসূত্র রয়েছে। সন্দেহের ভিত্তিতে নাবালিকার পরিবারের লোকজন চড়াও হয় তরুণের বাড়িতে। সেখানে খোঁজখবর করে জানা যায়, ওই তরুণও বাড়িতে নেই। ওই তরুণের বাড়ি থেকে নাবালিকার সাইকেল উদ্ধার হওয়ায় সন্দেহ আরও জোরালো হয়। পরবর্তীতে নাবালিকার পরিবারের লোকজনেরা নিউ কোচবিহার স্টেশনে এবং থানায় যোগাযোগ করেন। সকাল দশটা পর্যন্ত মেয়েকে খুঁজে না পাওয়ায় চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজনেরা। এরপর নাজিরহাট থানায় বিক্ষোভ দেখাতে

শুনসান নাজিরহাটের বাজার চত্বর। বৃহস্পতিবার।

শুরু করেন পরিবারের লোকেরা। থানায় একটি অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে।

পরবর্তীতে নাজিরহাট বাজারের সামনে পথ অবরোধে শামিল হন তাঁরা। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নাজিরহাট বাজার চত্বর এলাকা। বন্ধ হয়ে

> পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। এলাকাকে শান্ত করতে ও পথ অবরোধ ওঠাতে পুলিশকে কঠোর হতে হয়েছিল।
>
> **ধীমান মিত্র**
> দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক

যায় নাজিরহাট বাজারের সমস্ত দোকানপাট। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছালেও পথ অবরোধ চলতে থাকে। পরবর্তীতে পুলিশ পথ অবরোধ ওঠাতে এবং এলাকার পরিস্থিতি শান্ত করতে বলপ্রয়োগ করে। নাবালিকার এক আত্মীয় সঞ্জীবকুমার ঘোষ অভিযোগ করেন, 'পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে আমাদের উপর লাঠিচার্জ করে। আমাদের বাড়িতে ঢুকেও পরিবারের পুরুষদের মারধর করে।'

পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠার আশঙ্কায় নাজিরহাটে চলে আসেন দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিত সাউ, সিতাই থানার ওসি দীপাঞ্জন দাস। লাঠি উঁচিয়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর নতুন করে উত্তেজনা যাতে না ছড়ায় তাই পুলিশের তরফে নাজিরহাট বাজার চত্বর সহ বিভিন্ন মোড়ে নাকা চেকিং করা হয়। এদিকে, অশান্তি চলার সময়ই আতঙ্কে বাজার বন্ধ হয়ে যায়। শুনসান হয়ে পড়ে নাজিরহাট বাজার চত্বর।

নাজিরহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কনক পাল বলেন, 'বাজারের পাশের গ্রামে একটি ছেলেমেয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ব্যবসায়ীরা নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে বাজার বন্ধ রাখেন। তবে বিকেলে আবার বাজার খুলে গিয়েছে।'

নাবালিকাকে উদ্ধারের পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ফেসবুকে পোস্ট করে জেলা পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যারা অশান্তি চেয়েছিল তাদের কঠোর সাজার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

পীযূষকান্তি কলেজে ধুন্ধুমার পড়ুয়াদের

প্রথম পাতার পর

মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না, সাফ জানিয়েছিলাম। সেই থেকেই ক্ষোভ হয়েছে। আর এদিনের অশান্তির পিছনে কিছু বহিরাগতর মদতও রয়েছে।' কলেজে গত কয়েকদিন দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সিমেস্টারের পরীক্ষা চলছিল। সেই সময়ই নাকি ওই টুকলিতে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

এদিনের আন্দোলনে কলেজের জনাকয়েক প্রাক্তন ছাত্র তথা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাদের দেখা যায়। তাঁরাই সামনে থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সেখানে উপস্থিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আলিপুরদুয়ার-১ কমিটির সদস্য সম্রাট দে বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হচ্ছিল। তারা সেটা আমাদের জানায়। তারাই আন্দোলন করে। আমরা ওদের সঙ্গ দিতে আসি। দেওয়ালের একটা লেখা পরিষ্কার করতে আর কত সময় লাগে?' এদিন কলেজে ছাত্ররাই শ্রমিক জোগাড় করে নিয়ে এসে ওই লেখা পরিষ্কার করান। পারিশ্রমিক অবশ্য কলেজ থেকেই দিয়েছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে আক্রমণ করে কলেজের পাশে দাঁড়িয়েছে এবিভিপি। সংগঠনের জেলা সংযোজক অভীক দে বলেন, 'টিএমসিপি বিভিন্ন কলেজে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনর্থক আন্দোলন করছে। আন্দোলন করে কলেজকে চাপে ফেলে দিতে চাইছে।'

তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের ব্লক সদস্য শুভঙ্কর দে'র আবার অভিযোগ, এবিভিপির সদস্যরাই কলেজের দেওয়ালে ওই লেখাগুলো লিখেছে। আর অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে দাবি এবিভিপির।

মেলা দূষণমুক্ত রাখতে 'গ্রিন জল্পেশ'

ময়নাগুড়ি, ১০ জুলাই : দূষণমুক্ত শ্রাবণীমেলা করতে প্রশাসন 'গ্রিন জল্পেশ' কর্মসূচি নিতে চলেছে। এবছর শ্রাবণীমেলায় পুণ্যার্থীদের জন্য রাস্তার পাশে ভাণ্ডারা লাগাতে হলে বিভিন্ন সংস্থা কিংবা সংগঠনকে পুলিশের থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে।

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত ফের একঝাঁক পুলিশকর্তাকে নিয়ে জল্পেশ মন্দির পরিদর্শন করেন। সেখানে জল্পেশ মন্দিরে পুণ্যার্থীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য বেশ কয়েকটি নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'শ্রাবণীমেলায় যেসকল পুণ্যার্থী আসবেন তাঁদের নিরাপত্তা পুরোপুরি সুনিশ্চিত করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সেজন্য দফায় দফায় মন্দির পরিদর্শন করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।'

বৃষ্টিভেজা তাজমহলে। বৃহস্পতিবার আগ্রায়।

সামশাদ নিখোঁজে প্রভাবশালী যোগ?

ইসলামপুর, ১০ জুলাই : প্রায় ৪০ দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে বুধবার বাড়ি ফিরেছে ইসলামপুরের ছয়ঘরিয়ার কিশোর সামশাদ। সে কোথা থেকে, কীভাবে ফিরল, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে রহস্য। সেই রহস্যের জট ছাড়াতে বৃহস্পতিবার সকালে ইসলামপুরে পৌঁছায় রবীন্দ্রনগর থানার একটি দল। সামশাদ কীভাবে আক্রা থেকে শিয়ালদা ও সেখান থেকে কিশনগঞ্জ হয়ে বাড়ি পৌঁছাল, তা জানতে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় ইসলামপুর থেকে প্রভাবশালী কেউ কলকাঠি নাড়ছিল কি না তা নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

এদিন সামশাদের শারীরিক পরীক্ষা হয় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে। বুধবার রাতভর সে পুলিশ হেপাজতে ছিল। এদিন রবীন্দ্রনগরের দলটি ট্রমা কেয়ারে ওই কিশোরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে। বাইরে ভিড় করেছিলেন সামশাদের মা আসিনা খাতুন সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা। তাঁদের আর্জি মেনে তদন্তকারীরা দু'দিনের জন্য ওই কিশোরকে ছয়ঘরিয়ার বাড়িতে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

নাবালককে ইলেক্ট্রিক শক কাণ্ড

তার পর সামশাদকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। এদিকে, বুধবার পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছিল, কিশনগঞ্জ স্টেশন থেকে ইসলামপুর- এই ৩০ কিলোমিটার পথ হেঁটে এসেছে ওই কিশোর। সেকারণে কিশনগঞ্জ-ইসলামপুর সড়কে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে তদন্তকারী এক অফিসার শুধু বলেছেন, 'সামশাদ সুস্থ আছে। তাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে।' এর বেশি কিছু তিনি বলতে চাননি।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছিলেন, নির্যাতনের পর মহেশতলা থেকে পালিয়ে সামশাদ আক্রায় পৌঁছায়। সেখানে আরও এক ব্যক্তি তাকে অপহরণ করে আটকে রেখেছিল। সোমবার সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালায় ওই কিশোর। শেষপর্যন্ত বুধবার বাড়ি পৌঁছায় সে। আক্রা থেকে শিয়ালদা- এই ১৮ কিলোমিটার ট্রেনে প্রায় এক ঘণ্টার পথ। তদন্তকারীরা মনে করছেন, আক্রা ও শিয়ালদার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলেই রহস্যের উন্মোচন হতে পারে।

ঘর কিংবা পথেই প্রসব

বালাভূত ও দরিবশ নিয়ে চিন্তা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১০ জুলাই : কোচবিহার জেলায় গত একবছরে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ১২০ জন সন্তানপ্রসব করেছেন। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সর্বত্রই প্রচার করা হচ্ছে তখন এই প্রবণতায় রাজ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। ওই সংখ্যার সিংহভাগই তুফানগঞ্জের বালাভূত ও দিনহাটার দরিবশ এলাকা বলে পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে এই দুটি এলাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন বলে অভিযোগ। ফলে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই বাড়ি কিংবা রাস্তাতেই সন্তানপ্রসবের মতো ঘটনা ঘটে যায়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ওই দুটি এলাকা নদী দিয়ে পরিবেষ্টিত। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো নয়। ফলে তাঁদের দূরবর্তী জায়গায় না গিয়ে ওই এলাকাতেই সন্তানপ্রসব করানোর মতো ব্যবস্থা যাতে দ্রুত করা যায় সেজন্য স্বাস্থ্য দপ্তর তোড়জোড় শুরু করেছে।

কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রীকুমার আড়ির কথায়, 'আমাদের জেলায় ৯৯.৮ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হয়। বালাভূত ও দরিবশে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা মেটানোর জন্য আমরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছি।' স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গত একবছরে ৩৮ হাজার শিশুর জন্ম হয়েছে। তার মধ্যে ১২০ জনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হয়নি। অর্থাৎ, হাসপাতাল, নার্সিংহোম বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে তাদের জন্ম হয়েছে। বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি সম্প্রতি কোচবিহারে আসে। দলের সদস্যরা এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নির্মল মাঝি বললেন, 'এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে বলা হয়েছে।'

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বালাভূত গ্রামটি ভৌগোলিক দিক থেকে প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। বালাভূতে একাধিক নদীর চর রয়েছে। চর বালাভূত ও চর ঝাউকুঠি এলাকা কার্যত দ্বীপ। ফলে সেখান থেকে নদী ও চর পেরিয়ে তুফানগঞ্জ শহরে হাসপাতালে পৌঁছাতে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। নদী পেরোনোর ক্ষেত্রে বিএসএফের সহযোগিতাও নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে ঝাউকুঠির বহু বাসিন্দা চিকিৎসার জন্য অসমে চলে যান। বালাভূতে একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। তবে সেখানে পরিষেবা ঠিকমতো মেলে না বলেই অভিযোগ। এদিকে, দিনহাটার গীতালদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মানসাই নদীর চর এলাকা দরিবস। দিনহাটা শহরে যাওয়ার জন্য সেখানকার বাসিন্দাদের ২০ কিলোমিটার দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়। প্রথমে তাঁদের কিছুটা চর পেরিয়ে নদী, নদী পেরিয়ে সীমান্তে বিএসএফ-র কাছে জবাবদিহির পর টোটো

সতর্ক প্রশাসন

- গত একবছরে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ১২০ জন সন্তানপ্রসব করেছেন
- ওই সংখ্যার সিংহভাগই তুফানগঞ্জের বালাভূত ও দিনহাটার দরিবশ এলাকা
- উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে এই দুটি এলাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন
- দূরবর্তী জায়গায় না গিয়ে ওই এলাকাতেই সন্তানপ্রসব করানোর ব্যবস্থায় তোড়জোড়

চড়ে গিতালদহ তারপর সেখান থেকে অটো ধরে দিনহাটা শহরে যেতে হয়। দুর্গম এলাকা হওয়ায় সেখানেও চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, দুর্গম পথ পেরিয়ে যাতে সেখানকার বাসিন্দাদের দূরে গিয়ে প্রসব করাতে না হয় সেজন্য দুই একর জায়গায় বালাভূত দাতব্য চিকিৎসালয়টিকে ১০ শয্যাবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার তোড়জোড় করা হচ্ছে। স্থানীয় অন্তঃসত্ত্বারা সেখানেই সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন। তবে দরিবস নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। সেটি নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

ফের তোপ জীবনের

কোচবিহার, ১০ জুলাই : নাম না করে ফের রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করলেন কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহ। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবনের একটি ভিডিও বার্তা ভাইরাল হয় (যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ওই ভিডিও বার্তায় তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'এই কলকাতিয়া সরকার আমাদের জাতি মাটির সরকার হতে পারে না। এই সরকার সম্পূর্ণ অবৈধভাবে অসংবিধানিকভাবে আমাদের সি ক্যাটিগোরির রাজ্যকে জোরজবরদস্তি দখল করে আছে।'

বছর ঘুরলেই রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরে। এরই মাঝে কেএলও সুপ্রিমোর ভিডিও বার্তা। জীবন বিস্তর অভিযোগ এনেছেন। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'এই সরকার কোচ কামতাপুরদের উপর ব্যাপক হারে লুটপাট চালাচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে এখানে কোচ রাজবংশীদের সংখ্যালঘু করে তোলার চেষ্টা করছে। এরা কোচ রাজবংশীদের চরম শত্রু। এই সরকার কোচ রাজবংশীদের উপর দলীয় ও পুলিশি সন্ত্রাস চালাচ্ছে।'

অ্যাম্বুল্যান্স

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালুর কিছুদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা হারায়।

কেন? স্থানীয়রাই জানিয়েছেন, গর্ভবতী মা ও মুমূর্ষু রোগীদের পালকি অ্যাম্বুল্যান্সে করে বক্সা পাহাড় থেকে সমতলে নামাতে সমস্যা হচ্ছিল। এর অন্যতম কারণ পালকির ওজন বেশি। তাই কাঠ ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি পালকি আর ব্যবহার করা হয়নি। পরে পালকির ওজন কমিয়ে নতুন করে বেত দিয়ে বানানো হয়। তা প্রায় ২৭ হাজার টাকা খরচ করে বানানো হয়। কিন্তু সেটি তো আজও চালু হয়নি। আর আগের পালকি এখন কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে ঝোপের মধ্য পড়ে নষ্ট হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দ্রশংকর থাপা বলেন, 'পালকি অ্যাম্বুল্যান্স পেয়ে আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। আমি নিজেও এই কাজে যুক্ত হই। কিন্তু এত ওজন, তার উপর সাম্মানিক না পাওয়াতেই এখন অ্যাম্বুল্যান্স বন্ধ আছে।'

আলিপুরদুয়ারের এই পাহাড়ি গ্রামের মানুষদের জরুরি পরিষেবা পেতে হলে এখনও যেতে হয় প্রায় ৩৫ কিমি দূরের কালচিনি ব্লকের লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে অথবা প্রায় ৩১ কিমি দূরের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। মাঝে সান্তালাবাড়িতে একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও তার দূরত্ব প্রত্যন্ত আদমা গ্রাম থেকে প্রায় ১১ কিমি। ফলে, পাহাড়ি এই রাস্তার বেশিরভাগ অংশই হেঁটে যাতায়াত করতে হয়। সমস্যা সমাধানের জন্যই পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু হয়েছিল। আর এখন পাহাড়ের বাসিন্দা উলেন ডুকপা বলছেন, 'আমাদের ফের মধ্যযুগীয় প্রথায় বাঁশে করেই রোগীদের নীচে নামাতে হচ্ছে।'

চম্পাকলি

প্রথম পাতার পর

শাবকদের মাতৃদুগ্ধ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কেউ সেই দায়িত্ব পালন করেনি। তবে এরজন্য চম্পাকলির মাহুত ও প্রাণী চিকিৎসকদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য ছিল।' পাঁচ বছর আগে চম্পাকলি নিজের শাবক বিদ্যার জন্ম দিয়েছিল। আর সেই সময় তিতি নামের শাবকটিকে তার মা জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। একদিকে নিজের শাবক বিদ্যা, অপরদিকে অনাথ শাবক তিতি- দুজনকেই মাতৃদুগ্ধ দিয়ে বড় করে তুলেছিল চম্পাকলি।

সুপ্রিম পরামর্শ

প্রথম পাতার পর

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে, 'প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হচ্ছে, যেহেতু ওই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে আধার কার্ড, সচিত্র পরিচয়পত্র এবং র‍্যাশন কার্ডকে বিবেচনা করা উচিত বিচারপতির।'

যদিও বিচারপতিরা বলেন, 'এই নথিগুলি গ্রাহ্য করা হবে কি না, সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন। তবে নথিগুলিকে মান্যতা না দিলে, কমিশনকে তার কারণ দেখাতে হবে।' মামলাকারীদের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আদালতে বলেন, 'বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা আদতে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। গোটা দেশ আধার কার্ডের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে। অথচ কমিশন বলেছে, সেটা গ্রহণ করা হবে না।'

মামলাকারীদের আরেক আইনজীবী সিবাল যুক্তি দেন, 'আমরা নাগরিক কি না, সেটা নির্বাচন কমিশন বলার কে? দায় তো তাদের। আমার নয়। আমি যে নাগরিক নই, সেটা বলার জন্য তাদের হাতে কিছু তথ্যপ্রমাণ তো থাকতে হবে।' শীর্ষ আদালতও প্রশ্ন তোলে, 'যদি জাতিগত শংসাপত্রের জন্য আধার কার্ড গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে নাগরিকত্ব প্রমাণে তা গ্রহণযোগ্য কেন নয়?' নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। কারও আধার নম্বর থাকার অর্থ এই নয় যে তিনি ভারতীয় নাগরিক।'

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল ছাড়াও অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস নামে একটি সংগঠনের মামলার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার প্রক্রিয়ায় সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালতই। বিচারপতি ধুলিয়া বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়াটা সমস্যা নয়। সমস্যা হল তার সময়। বিহারে সমীক্ষার সঙ্গে বিধানসভা ভোটকে সংযুক্ত করা হচ্ছে কেন?'

অযোগ্য এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দিতে বিহারে ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা শুরু করা হয়েছে বলে কমিশনের বক্তব্য। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে, আদালত আর সেই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অতএব, ভোটার তালিকা প্রস্তুতের আগে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি।

মামলাকারীদের আইনজীবীরা বলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে সন্দেহের কারণ নেই। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে।'

অবিশ্বাস আর ঘৃণার দরজা-জানলা

প্রথম পাতার পর

কবিতার নাম ছিল 'প্রিয় কমরেডস'। পরিস্থিতি আজও এতটাই এক, স্বচ্ছন্দে শিরোনাম পালটে দেওয়া যায়। প্রিয় দিদি হতে পারে। প্রিয় মোদিও চলতে পারে। প্রিয় রাহুল, প্রিয় বেবিও দিব্যি চলে যাবে। এবং সবচেয়ে আক্ষেপের কথা, বাম আমলে বাংলার কুখ্যাত ব্যাধি থেকে গিয়েছে আজও। কী দেশে, কী রাজ্যে!

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে কার্যত দাবা খেলার মতো। বাংলায় যে সব ঘটনায় শিউরে উঠছি, দু'দিন পরে দেখি, দেশের অন্য প্রান্তে আরও ভয়ংকর কিছু ঘটছে। আবার ভিনরাজ্যে ভয়ংকর কিছু দেখে পাথর হয়ে যাই। দিন দুই পরেই সেই ধরনের ঘটনা দেখছি বাংলায়। সব পার্টির কর্মী বা পুলিশের দুষ্কর্মে মুখ পুড়ছে সব শাসকের শীর্ষ নেতৃত্বের।

যা দেখে দুটো সিদ্ধান্তে আসতে পারি আমরা। দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে আর পাত্তাই দিচ্ছে না নীচুতলার কর্মীরা। অথবা নীচুতলার কর্মীদের ওপর আর নিয়ন্ত্রণই নেই শীর্ষ নেতৃত্বের। এখানে দিদি-মোদির সঙ্গে এক লাইনে থাকবেন যোগী-স্ট্যালিন-বিজয়ন-প্যাটেল-ফড়নবীশ-রেখা-মাঝি-নীতীশ-সিদ্দা-রেড্ডি-হেমন্ত-হিমন্ত।

এই মুহূর্তে দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী কে? এই প্রশ্ন নিয়ে জনসমীক্ষা হলে কোনও সুস্পষ্ট উত্তর আসবে না। সব রাজ্য এতটাই টালমাটাল। রামরাজ্য বলে কিছু নেই আর।

ঠিক সেভাবে, এই মুহূর্তে কেন্দ্র বা রাজ্যের সেরা মন্ত্রী কে? এই মুহূর্তে বাংলার সেরা পুরসভা কোনটা? দুটো প্রশ্নে সমীক্ষা হলেও স্পষ্ট উত্তর আসা কঠিন। আমাদের দেশজ রাজনীতির পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে। সব রাজ্যেই। বাকি মন্ত্রীরা ল্যাম্পপোস্ট হয়ে উঠছেন সর্বত্র। মেয়ররা ক্ষমতাহীন এটা ভারতের নতুন প্রবণতা। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন নেই।

প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী অধিকাংশ জায়গায় প্রশাসন চালাচ্ছেন অনেক উঁচু জায়গা থেকে। ফলে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে।

অনেক ক্ষেত্রেই নীচুতলার নেতা ও মন্ত্রীরা জনতার মাথা কাটছেন জনবিচ্ছিন্ন বড় নেতাদের প্রতিনিধি হয়ে। প্রয়াত অভিনেতা-সাংসদ তাপস পাল রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দিয়েছিলেন শুধু এক কুৎসিত কথার প্রয়োগে। এই একই জাতীয় কথা বিনিময়, আচরণ এখন তৃণমূল-বিজেপির অন্দরে ঢুকে গিয়েছে সর্বত্র। তাপসকে সেজন্য অভাগাই মনে হয় এখন।

আরও অশ্লীল ভঙ্গিতে সোনারপুরে ছাত্র নেতা ইউনিয়ন রুমে ছাত্রীকে দিয়ে গা টেপাচ্ছেন। বংশীহারীতে সিপিএম নেতাকে চড় মারছেন পুলিশ অফিসার। খড়্গপুর-পানিহাটিতে রাজপথে মারমুখী কাউন্সিলার। তৃণমূল নেতৃত্ব এত বিভ্রান্ত, কোথায় কী স্ট্যান্ড নেবেন জানেন না। খড়্গপুরের বেবি কোলেকে বহিষ্কার করা হল। শাস্তি হল না বাকিদের। সম্ভবত বেবি ভদ্রমহিলার ওপর মহলে দাদা বা দিদি নেই।

যে কারণে রাজন্যা হালদারের মতো পরিচিত মুখ তৃণমূল ছাত্র নেতাদের অশ্লীল আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় প্রশ্নগুলোই ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ধরে নেওয়া গেল, রাজন্যা বিজেপিতে ঝুঁকে, প্রচারপ্রিয়। ধরে নেওয়া গেল, তৃণমূলের ছাত্র নেতাদের আরও কাদায় ফেলতেই এই অভিযোগ। তারপরেও অনিবার্য প্রশ্ন, এইসব ঘটনায় দলীয় তদন্ত বন্ধ কেন? কেন পরপর মনোজিৎ ম্যাঙ্গোভাইদের মতো বহু ছাত্র নেতার নাম জড়ায় অশ্লীল কাণ্ডে? ছাত্র রাজনীতি যখন সম্পূর্ণ শূন্যতে, তখন এরা কারা? এদের কাজটা কী?

রাজন্যাকে নিয়ে পালটা মুখ খুলছেন তৃণমূলের মহিলা মুখমালা। খুলছেন মানে খোলানো হচ্ছে। কলকাতার মেয়র, ডেপুটি মেয়রের কন্যারা নেমে পড়েছেন বিবৃতি দিতে। যাঁর বেশি বলা উচিত, সেই শিক্ষামন্ত্রী ছাড়া সবাই বলে যাচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী কলকাতায় কি না বোঝা যায়, সিনেমার শুটিংয়ের ছবি বেরোলে।

অনেকে আবার আগ বাড়িয়ে বলে বিপদে ফেলছেন মমতা-অভিষেককেই। টালিগঞ্জ পাড়ার এক নম্বর খলনায়ক স্বরূপ বিশ্বাসের স্ত্রী জুঁই কাউন্সিলার। তিনি যা বলছেন, তা আসলে মমতা-অভিষেককেই চ্যালেঞ্জ। নিজের সামাজিক মাধ্যমে জুঁই লেখেন, 'যোগ্যতা বিচারের জন্যও যোগ্যতা লাগে। যারা একে মাথায় তুলেছিলেন, তাদের যোগ্যতা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। না নেত্রী হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, না অভিনেত্রীর। দু'দিন এসেই নেত্রী?'

রাজন্যাকে ২১শে জুলাই মঞ্চে তোলার চূড়ান্ত নির্দেশ ছিল নিশ্চয়ই মমতা বা অভিষেকের। তাঁদের যোগ্যতা নিয়েও কি প্রশ্ন রয়েছে স্বরূপ-পত্নীর? তাঁর পোস্টেই দেখলাম একজন লিখেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তদন্তের আদেশ এলেও স্থানীয় প্রশাসনে তা মান্যতা পায় না। এদের যে জমি ও বাড়ি পছন্দ হবে, তা বহুতলের জন্য দিতে হবে।' নিউ আলিপুর অঞ্চলে এসব বহুদিন শোনা যায়। মমতা-অভিষেক জানেন না, বললে হবে?

কাণ্ডজ্ঞানহীনরা দায়িত্ব পেলে এমনই হয়। গ্রামের দিকে স্ত্রীকে প্রধান বা জেলা পরিষদ সদস্য করে আসলে চাবিকাঠি নিয়ে বসে থাকে পুরুষতন্ত্র। কলকাতার দিকেও এখন এমন হচ্ছে। মনোজিৎ ম্যাঙ্গোভাইয়ের কৃতিত্ব হল, একটি ধর্ষণ করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, জোড়াফুলের এত এত ছাত্র নেতা ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল চারদিকে। ছাত্র নির্বাচন তো বহু বছর বন্ধ, এরা কী কাজ করে কলেজে?

অমিতাভ দাশগুপ্ত ওই কবিতার শেষ দিকে লিখেছিলেন, 'অবিশ্বাস আর ঘৃণার/ ছোট ছোট দরজা জানালা ভেঙে/ আমরা কি একবারের জন্যেও/ সেই বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে পারি না/ যেখানে/সূর্যের আলো/ সব জায়গায় সমানভাবে এসে পড়ে?'

এত বছর পরেও আমরা বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর দাঁড়াতে পারিনি। বসে আছি ছোট ছোট, অন্ধকার ঘরে। অবিশ্বাস ও ঘৃণার ছোট ছোট দরজা জানালা ভাঙতে পারিনি। সব জায়গায় সমানভাবে সূর্যের আলো পড়বে কী করে?

নাস্তানাবুদ রিয়াল, ফাইনালে পিএসজি

কিলিয়ান এমবাপেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন প্রাক্তন ক্লাব সতীর্থ জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা।

গোলের পর দেজিরে দুয়েকে নিয়ে উল্লাস প্যারিস সাঁ জাঁ-র ওসমানে ডেম্বেলের।

নিউ জার্সি, ১০ জুলাই : ইউরোপ সেরাদের সামনে বিশ্বজয়ের হাতছানি। রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে চূর্ণ করে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে প্যারিস সাঁ জাঁ।

ক্লাব বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের উন্মাদনায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেছিল পিএসজি-কিলিয়ান এমবাপে দ্বৈরথ। পুরোনো ক্লাবের বিরুদ্ধে এমবাপে কেমন খেলেন চোখ ছিল সেদিকেই। তবে ম্যাচে সামান্যতম দাগ কাটতেও ব্যর্থ ফরাসি তারকা।

ম্যাচের প্রথম ২৪ মিনিটের ঝড়েই তছনছ রিয়াল দুর্গ। পিএসজি-র ৩ গোলে প্রথমার্ধেই ম্যাচের দেওয়াল লিখন স্পষ্ট হয়ে যায়। ৬ মিনিটে প্রথম গোল ফ্যাবিয়ান রুইজের। মিনিট তিনেকের ব্যবধানে ওসমানে ডেম্বেলের নিখুঁত ফিনিশে স্কোরলাইন ২-০। ২৪ মিনিটে পিএসজি-র তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন রুইজ। এরপরও দ্বিতীয়ার্ধে মাদ্রিদের মহাকাব্যিক প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন রিয়াল সমর্থকরা। কিন্তু তা হবে কীভাবে? আক্রমণে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, এমবাপেদের সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট। ছন্নছাড়া মাঝমাঠ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৮৭ মিনিটে রিয়ালের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন গঞ্জালো র‍্যামোস।

রবিবার ফাইনালে চেলসিকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায় পিএসজি। প্যারিসের ক্লাবটির কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, 'ইতিহাস থেকে মাত্র এক ম্যাচ দূরে আমরা। এই মুহূর্তটা পিএসজি সমর্থকদের জন্য গর্বের।' এদিকে রিয়ালের নতুন কোচ জাভি অলন্সো এখনও দলটা গুছিয়ে উঠতে পারেননি। আগামী মরশুমে নতুন শুরুর অঙ্গীকার করে তিনি বলেছেন, 'হারটা স্বীকার করতেই হবে। এই মরশুম থেকে ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে, আমরা নতুন মরশুম শুরু করব। এমন একটা দল গড়ব, যারা একজোট হয়ে লড়বে।'

'সঠিক পথেই এগোচ্ছে শুভমান'

লর্ডস বেল বাজিয়ে আবেগে ভাসলেন শচীন

লর্ডসের বেল বাজিয়ে তৃতীয় টেস্টের সূচনা করলেন শচীন তেন্ডুলকার। বৃহস্পতিবার।

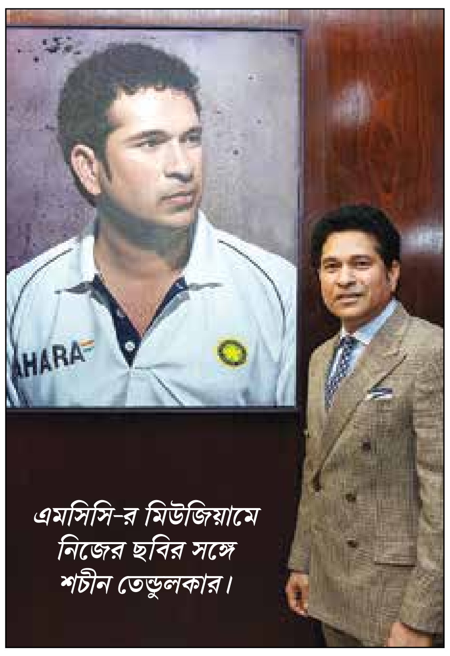

এমসিসি-র মিউজিয়ামে নিজের ছবির সঙ্গে শচীন তেন্ডুলকার।

লন্ডন, ১০ জুলাই : এমসিসি মিউজিয়ামে নিজের ছবির উদ্বোধন করলেন। ঐতিহাসিক লর্ডস বেল বাজিয়ে ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট শুরুর ঘোষণা করলেন। একইসঙ্গে পবিত্র গুরুপূর্ণিমায় তাঁর গুরুকে স্মরণ করলেন।

বৃহস্পতিবারের 'দ্য হোম অফ ক্রিকেট' ডুবে শচীন তেন্ডুলকার আবেগে। সেই আবেগের মধ্যে রয়েছে অতীতের নানা মণিমুক্তো। পরিসংখ্যান বলছে, লর্ডসে শচীনের কোনও টেস্ট শতরান নেই। মোট পাঁচটি টেস্ট লিটল মাস্টার খেলেছেন লর্ডসে। সর্বাধিক রান ৩৭। কিন্তু তাতে কী? শচীন মানেই যে সীমাহীন আবেগ। বিশাল প্রত্যাশা।

> শুভমান খুব ঠান্ডা মাথার ছেলে। শুরুটাও ভালো হয়েছে ওর। আমি নিশ্চিত এভাবেই দলকে আগামীর দিশা দেবে ও। একজন ব্যাটার যখন শুভমানের মতো ছন্দ দেখাতে পারে, তখন মাঠে অধিনায়ক হিসেবে তার কাজ এমনিই সহজ হয়ে যায়।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

স্ত্রী অঞ্জলিকে পাশে নিয়ে শচীন আজ যখন লর্ডসে ঐতিহাসিক বেল বাজিয়ে খেলা শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন, তখন কি তাঁর একবারের জন্যও মনে পড়ছিল এই মাঠে তাঁর শতরান না থাকার কথা? কে জানে। হয়তো কখনও জানাও যাবে না শচীনের মনের অন্দরে ঠিক কী চলছিল। যদিও কিংবদন্তি শচীন লর্ডসের আবেগ জানেন। আর এটাও জানেন, বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে লর্ডস আবেগের নাম শুভমান গিল।

চলতি সিরিজে ভারত অধিনায়ক গিল স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার 'রান মেশিন' হয়ে উঠেছেন তিনি। লর্ডসে হাজির হয়ে খেলা শুরুর পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে অধিনায়ক শুভমান ও বর্তমান টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে তাঁর মনের কথা খুলে বলেছেন তিনি। লিটল মাস্টার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন শুভমানকে। বর্তমান ভারত অধিনায়ককে নিয়ে শচীনের মূল্যায়ন হল, 'শুভমান খুব ঠান্ডা মাথার ছেলে। শুরুটাও ভালো হয়েছে ওর। আমি নিশ্চিত এভাবেই দলকে আগামীর দিশা দেবে ও। একজন ব্যাটার যখন শুভমানের মতো ছন্দ দেখাতে পারে, তখন মাঠে অধিনায়ক হিসেবে তার কাজ এমনিই সহজ হয়ে যায়।' তরুণ শুভমান তাঁর পাশে পেয়েছেন তারুণ্যের জোশে ভরা একটি দল। হেডিংলে ও এজবাস্টন টেস্টে শুভমানের ভারতকে দেখে মনে হয়েছে, নেতার জন্য জান কবুলেও তৈরি তাঁর সতীর্থরা। শচীনের কথায়, 'শুভমান ব্যাট হাতে পারফর্ম করে প্রমাণ করেছে দলের জন্য কী করতে চায় ও। এমন অধিনায়ককে সামনে পেলে দলের বাকিরাও সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপাতে পারে। বর্তমান টিম ইন্ডিয়ার জন্য সেটাই হয়ে চলেছে।'

হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে ভালো খেলার পরও হার। এজবাস্টনে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। সিরিজের ফল আপাতত ১-১। আজই শুরু হওয়া লর্ডস টেস্টের ফল কী হবে, সময় বলবে। লিটল মাস্টার শচীন অবশ্য শুভমানের টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে আশাবাদী। শচীনের কথায়, 'শুভমান এতটাই ভালো ফর্মে রয়েছে যে, ইংল্যান্ড বুঝতেই পারছে না ওকে কীভাবে আউট করবে। এমন পরিস্থিতি শুভমানের জন্য তো বটেই, টিম ইন্ডিয়ার জন্যও দারুণ ব্যাপার। এই ছন্দ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জটা এখন বজায় রাখতে হবে শুভমানের ভারতকে। এজবাস্টনে টিম ইন্ডিয়া যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে, তারপর এই দলটাকে নিয়ে গর্ব করা যেতেই পারে।'

শ্রীলঙ্কা বোর্ডের অনুরোধ

মুম্বই, ১০ জুলাই : অগাস্টের শেষে টিম ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ সফর স্থগিত হয়ে গিয়েছে আগেই। ২০২৬ সালে টিম ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ সফর হওয়ার কথা।

আচমকা স্থগিত হওয়া সিরিজের সময়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের আপাতত কোনও খেলা নেই। তাই অগাস্টের শেষে টিম ইন্ডিয়াকে শ্রীলঙ্কা যাওয়ার আহ্বান জানাল সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে আজ সাদা বলের সিরিজের অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব এসেছে। শ্রীলঙ্কার তরফে এমন প্রস্তাবের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিসিসিআই। যদিও বোর্ডের ভাবনা ও পরিকল্পনার বিষয়ে রাত পর্যন্ত স্পষ্টভাবে কিছুই জানা যায়নি। বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে সিরিজের প্রস্তাব পেয়েছি আমরা। কিন্তু কিছুই চূড়ান্ত নয় এখনই।'

সুদেবাকে না ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুলাই : নির্বাসন উঠে যাওয়ার পর তাদের দ্বিতীয় ডিভিশন থেকেই খেলার সুযোগ করে দেওয়া হোক, সুদেবা এফসি-র এই আবেদনে সাড়া দিল না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এদিন লিগ কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, তাদের তৃতীয় ডিভিশন থেকেই খেলতে হবে। আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে অবৈধ ফুটবলার খেলানোর অভিযোগে তাদের নির্বাসিত করেছিল এআইএফএফ। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর তাদের দ্বিতীয় ডিভিশনেই খেলা দেওয়া হোক বলে দাবি ছিল সুদেবার। কিন্তু দিল্লির এই ক্লাবকে তৃতীয় ডিভিশনেই খেলতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৭৬ বছরের জন্মদিনে কমেন্ট্রি বক্সে কেক কাটলেন সুনীল গাভাসকার।

মাছ ধরেই হয়তো কাটত জীবন!

৭৬তম জন্মদিনে অবাক গল্প সানির

লন্ডন, ১০ জুলাই : ৭৬ বছর। জন্মদিনের এই বিশেষ দিনে অবাক গল্প শোনালেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার। আর একটু হলেই ক্রিকেট মাঠে ব্যাট ঘোরানো নয়, সমুদ্রে জাল ফেলে জীবন কাটাতে হত! জন্মের পর হাসপাতালে অদলবদল। এক জেলে মায়ের কাছে চলে যান সদ্যোজাত গাভাসকার।

কাকার জন্য শেষরক্ষা। সদ্যোজাত ভাইপোর কানের লতির কাছে একটা ছিদ্র নজর করেছিলেন। যার জন্যই ধরা পড়ে যায় বাচ্চা বদলের ঘটনা। জেলেনি মায়ের কোল থেকে নিজের মায়ের কোলে ফেরেন কিংবদন্তি ব্যাটার। ১৯৪৯ সালের ১০ জুলাই মুম্বইয়ের হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হন। সেখানে দুই মায়ের মধ্যে বাচ্চা বদল।

জন্মদিনে যে মজার গল্প শুনিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'যেদিন আমার জন্ম হয়, সেদিনই কাকা দেখতে এসেছিলেন। উনি লক্ষ্য করেছিলেন, আমার কানের লতির কাছে ছোট্ট ছিদ্র রয়েছে। দুইদিন পর আবার যখন উনি হাসপাতালে আসেন, দেখেন অন্য কোনও বাচ্চা মায়ের পাশে শুয়ে। কান দেখেই উনি বলেন, এ আমাদের ছেলে নয়। খোঁজাখুঁজির পর ফিশারউওম্যানের পাশে আমার দেখা মেলে। সদ্যোজাতদের স্নান করাতে গিয়ে অদলবদল। কাকা লক্ষ্য না করলে হয়তো মাছ ধরেই বড় হতাম। পরে মাকে জিজ্ঞাসা করতাম। উনি অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেন। জিজ্ঞাসা করত, কেন জানতে চাইছিস?'

নিজের জন্মদিনে নোভাক জকোভিচের হয়েও প্রার্থনা গাভাসকারের মুখে! বিরাট কোহলির সুর ধরেই সানির বিশ্বাস এবার উইম্বলডন জিতবেন কিংবদন্তি নোভাক। বলেছেন, 'লন্ডনে এসে সুযোগ থাকলে উইম্বলডন মিস করি না। ভালো লাগবে এবার যদি জকোভিচ জেতে। ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম হবে। কেউ টেনিসে ২৫টি মেজর জিততে পারেনি। আমার হৃদয় বলছে জকোভিচ পারবে।'

চার বছর আগের স্মৃতি ফেরাতে চান রাহুলরা

লর্ডস টেস্টের প্রথম দিনে আগ্রাসী ব্যাটিং করতে ব্যর্থ হয় ইংল্যান্ড। যা দেখে বোলিংয়ের ফাঁকে জো রুটকে খোঁচা দিয়ে মহম্মদ সিরাজ বলেন, 'বাজ, বাজ, বাজবল। আজকে খেলে দেখাও দেখি বাজবল।'

লন্ডন, ১০ জুলাই : ২০২১ সালের লর্ডস। ২০১৫ সালের লর্ডস।

মাঝে চার বছরের ব্যবধান। এই চার বছরের মধ্যে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে এখনও প্রবলভাবে রয়েছে চার বছর আগের লর্ডসের স্মৃতি। ১৫১ রানে টেস্ট জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের আজই শুরু হওয়া তিন নম্বর টেস্টের ভবিষ্যৎ কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের তিন তারকা ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুল ও মহম্মদ সিরাজ ডুবে রয়েছেন চার বছর আগের স্মৃতিতে।

২০২১ সালের লর্ডস টেস্টে শতরান করেছিলেন রাহুল। এবারও কি তেমন কিছু ঘটবে? টসে হেরে ফিল্ডিং করতে নামা শুভমান গিলের টিম ইন্ডিয়া এখনও এই প্রশ্নের জবাব জানে না। কিন্তু রাহুল মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক ভিডিওতে রাহুল, ঋষভ, সিরাজরা ঘোষণা করেছেন, তাঁরা চার বছর আগের স্মৃতি ফেরাতে চান। রাহুলের কথায়, '২০২১ সালেও আমাদের জয়ের বিশ্বাস ছিল। ২০২৫ সালেও সেই বিশ্বাস রয়েছে। এই মাঠ আমার কাছে বরাবরই স্পেশাল। সাজঘরের অনার বোর্ডে নিজের নাম দেখতে পাওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। চেষ্টা থাকবে অতীতের স্মৃতি ফেরানোর।' মৃত্যুঞ্জয়ী ঋষভের ভাবনা একই হলেও তাঁর কথায় ভিন্ন সুর। ঋষভ বলেছেন, 'ঈশ্বরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ফের লর্ডসে ফেরার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। চার বছর আগের স্মৃতি এখনও আমার মনে তাজা। যদিও এবারের দলটা অনেকটাই আলাদা। আমার ভূমিকাও ভিন্ন। কিন্তু লক্ষ্য একই, লর্ডস জয় করা। আশা করব, লর্ডসে আমরা সিরিজে এগিয়ে যেতে পারব।'

> ২০২১ সালেও আমাদের জয়ের বিশ্বাস ছিল। ২০২৫ সালেও সেই বিশ্বাস রয়েছে। এই মাঠ আমার কাছে বরাবরই স্পেশাল। সাজঘরের অনার বোর্ডে নিজের নাম দেখতে পাওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। চেষ্টা থাকবে অতীতের স্মৃতি ফেরানোর।
>
> **লোকেশ রাহুল**

টিম ইন্ডিয়া সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যেতে পারবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে ভারতকে সফল হতে হলে বল হাতে সিরাজকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। জোরে বোলার সিরাজের কথায়, 'শেষবার লর্ডসে জিতেছিলাম। এবারও সেই স্মৃতি ফেরাতে চাই। আর হ্যাঁ, একজন গর্বিত ভারতীয় হিসেবে লর্ডসের ঐতিহাসিক অনার বোর্ডে নিজের নাম দেখতে চাই।'

বোলিংয়ে টেক্কা দিচ্ছে ভারতই : আজহার

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : জোফ্রা আর্চার ফিরেছেন।

ক্রিস ওকস, ব্রাইডন কার্সের সঙ্গে আছেন শোয়েব বশির। যদিও লর্ডস টেস্টের দ্বৈরথে ইংল্যান্ডের চেয়ে ভারতীয় বোলিংকে এগিয়ে রাখছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মতে, বার্মিংহামে ভারতীয় বোলাররা সাফল্য এনে দিয়েছে। লর্ডসে জসপ্রীত বুমরাহর প্রত্যাবর্তনে তা আরও শক্তিশালী।

বৃহস্পতিবার শুরু লর্ডস টেস্ট প্রসঙ্গে আজহার বলেছেন, 'বার্মিংহামের জয় আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। দল এই মুহূর্তে ভালো অবস্থায় রয়েছে। বুমরাহর প্রত্যাবর্তন দলের জন্য নিঃসন্দেহে দারুণ খবর। এই মুহূর্তে ওদের চেয়ে আমাদের বোলিং এগিয়ে। ভারতীয় দলের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।'

চাপে ইংল্যান্ড, দাবি ধাওয়ানের

গত টেস্টে মহম্মদ সিরাজ ও আকাশ দীপ কুড়িটির মধ্যে সতেরোটি উইকেট নেন। ম্যাচে প্রথমবার দশ শিকার আকাশের। শুভমান গিলদের রান বন্যার পাশে আকাশদের বোলিংয়ের যোগফল, ৩৩৬ রানের বিশাল জয়। আজহারের মতে, এই মুহূর্তে মানসিকভাবে এগিয়ে ভারত। যার সুবিধা নিতে হবে। বিশ্বাস, লর্ডসেও জিতে ফিরবে ভারতীয় দল।

সিরিজ ১-১। বাকি সিরিজে উত্তেজক দ্বৈরথের হাতছানি। শিখর ধাওয়ান মনে করেন, ঘরের মাঠে বাজবলের মিথ বাঁচিয়ে রাখার বাড়তি চাপ থাকবে ইংল্যান্ডের ওপরই। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজে তরুণ ভারতীয় দল সেখানে অনেকটা চাপমুক্ত হয়ে খেলবে।

শিখর বলেছেন, 'সবার আগে এজবাস্টনে জেতার জন্য অভিনন্দন। ৫৮ বছরের অপেক্ষার অবসান। দারুণ সাফল্য। দ্বিতীয় টেস্টে যেভাবে দল ঘুরে দাঁড়াল, প্রশংসা প্রাপ্য। নিজেদের লড়াকু চরিত্র মেলে ধরল। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিল শুভমান। বুমরাহর অনুপস্থিতিতে বল হাতে মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দায়িত্ব সামলাল। প্রথম ম্যাচে হারলেও এক ম্যাচে পাঁচ-পাঁচটা শতরান করেছে ভারতীয় ব্যাটাররা। মোটেই ছোটখাট কৃতিত্ব নয়।'

সিরিজের স্কোরলাইন ১-১ হলেও শিখরের দাবি, মোমেন্টাম এখন ভারতের পক্ষেই। 'জেতা ম্যাচ হাতছাড়া। প্রথম টেস্ট থেকে যে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় টেস্টে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দুই ম্যাচই উপভোগ্য এবং কাঁটায় কাঁটায় টক্কর হয়েছে। তাকিয়ে আছি বাকি সিরিজে ইংল্যান্ড কীভাবে প্রত্যাঘাত করে। এই মুহূর্তে চাপে ওরাই। ভারতের জন্য দারুণ সুযোগ এগিয়ে যাওয়ার,' দাবি প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারের।

ম্যাচ জেতানোর পর জেমিমা রডরিগেজকে আলিঙ্গন রিচা ঘোষের।

ইংল্যান্ডে ইতিহাস, গর্বিত হরমনপ্রীত

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ জুলাই : ইংল্যান্ডে সিরিজ জিতে ইতিহাস ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের চতুর্থ টি২০ ম্যাচ ছয় উইকেটে জিতল ভারতের মেয়েরা। বুধবার ম্যাঞ্চেস্টারে ভারতীয় স্পিনারদের দাপটে ৭ উইকেটে ১২৬ রানের বেশি তুলতে পারেনি ইংল্যান্ডের মহিলা দল। দুটি করে উইকেট নেন রাধা যাদব ও নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরনি। জবাবে ৪ উইকেট হারিয়ে, ৩ ওভার বাকি থাকতেই জয়ের রান তুলে নেয় ভারত। দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি ভার্মা করেন যথাক্রমে ৩২ ও ৩১ রান। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর করেন ২৬। জেমিমা রডরিগেজ অপরাজিত ২৪ রানের ইনিংস খেলে দলকে জয় এনে দেন।

এই জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচের সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতল ভারত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথমবার টি২০ সিরিজ পকেটে পুরে হরমনপ্রীত বলেছেন, 'সিরিজ জয় সত্যিই গর্বের। ইংল্যান্ড আসার আগে জাতীয় শিবিরে সকলে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। সিরিজ জয় তারই ফসল। নির্দিষ্ট পরিকল্পনার বাস্তবায়নেই এই সাফল্য।'

ফিটনেস নিয়ে চিন্তায় জোকার

বিদায় সাবালেঙ্কার

লন্ডন, ১০ জুলাই : চলতি বছরের ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন কোকো গফের প্রথম রাউন্ডে বিদায় এবারের উইম্বলডনে মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রথম অঘটন ছিল। বৃহস্পতিবার আরও একটি অঘটন ঘটালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অখ্যাত আমান্দা আনিসিমোভা। এদিন সেমিফাইনালে তিনি বিশ্বের পয়লা নম্বর আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে দেন। খেলার ফল আনিসিমোভার পক্ষে ৬-৪, ৪-৬, ৬-৪।

এদিকে, পঁচিশতম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের দুই ধাপ দূরে দাঁড়িয়ে সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ।

কোয়ার্টার ফাইনালে জোকার হারিয়েছেন ফ্লাবিও কোবোল্লিকে। তবে ম্যাচ চলাকালীন টেনিস কোর্টে পড়ে যান তিনি। তবে কোনও চোট লেগেছে কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট নয় সার্বিয়ান তারকার কাছে।

এই প্রসঙ্গে জকোভিচ বলেছেন, 'খুব বাজেভাবেই পড়ে গিয়েছিলাম। আমার শরীরে আগের মতো সক্ষমতা নেই। তবে কোনও চোট লেগেছে কিনা সেটা পরে বুঝতে পারব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'সেমিফাইনালের আগে সময় রয়েছে। তারমধ্যে নিজেকে পুরোপুরি ফিট করে তোলার চেষ্টা করছি। আশা করছি, জানিক সিনারের বিরুদ্ধে নিজের সেরাটা দিতে পারব।'

উইম্বলডনের সেমিফাইনাল থেকে বিদায়ের পর বিষন্নমুখে সেন্টার কোর্ট ছাড়ছেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

জর্জের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুলাই : পরপর দুই ম্যাচে জয়।

শুক্রবার জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে নামার আগে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। তবে কিছুটা দুশ্চিন্তাও রয়েছে। আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় এই ম্যাচে নেই সালাউদ্দিন আদনান। সেই সঙ্গে চোট থাকায় মিডফিল্ডার মিগমা শেরপাকেও বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ লিগে চার ম্যাচ খেলে তিনটি হেরেছে। তারপরেও জর্জকে হালকাভাবে নিচ্ছে না বাগান শিবির। কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, 'আমরা জর্জের বিরুদ্ধে সতর্ক হয়ে মাঠে নামব। ৩ পয়েন্টই লক্ষ্য।' এই ম্যাচে সালাউদ্দিনের পরিবর্তে শিবম মুন্ডা ও মিগমার পরিবর্তে গুণরাজ সিং গ্রেওয়ালকে খেলানো হতে পারে।

কলকাতা লিগে আজ
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম জর্জ টেলিগ্রাফ
সময় : দুপুর ৩টা স্থান : নৈহাটি

এদিকে বৃহস্পতিবার মোহনবাগান অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন কিয়ান নাসিরি। তবে তাঁকে ও দীপেন্দু বিশ্বাসকে এই ম্যাচে দেখা যাবে না। এখনও তাঁরা ম্যাচ ফিট নন।

অনুশীলনে যোগ দিলেন দীপেন্দু বিশ্বাস।

বিনিয়োগকারী চূড়ান্ত মহমেডানে

ঘোষণা হয়তো আগামী সপ্তাহেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুলাই : এবার আরও সাবধানি।

গত মরশুমের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার বিনিয়োগকারী খোঁজার ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতি নিয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই নতুন 'ইনভেস্টর' চূড়ান্ত করে ফেলেছে তারা। সপ্তাহখানেক আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন সাদা-কালো কর্তারা। মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতাতেই বিনিয়োগকারী চূড়ান্ত হয়েছে। কথাবার্তা পাকা স্বীকার করে নিলেও বিনিয়োগকারী সংস্থার নাম এখনই সামনে আসুক, তা চাইছে না মহমেডান কর্তৃপক্ষ। মউ চুক্তি স্বাক্ষরের পর আগামী সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম ঘোষণা করা হতে পারে। জানা গিয়েছে নতুন বিনিয়োগকারীদের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার ছাড়া হতে পারে। সেই অনুপাতেই ক্লাব এবং নতুন বিনিয়োগকারী যৌথভাবে বকেয়া শোধ করবে। দ্রুত ফিফার নিষেধাজ্ঞা তুলে ডুরান্ডের জন্য বেশ কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারকে সই করিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তারপর আইএসএলের জন্য বিদেশি নেওয়া হবে। পাশাপাশি সঞ্জয় সেন জাতীয় দলের কোচ না হলে তাঁকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে মহমেডানের। জামশেদপুর এফসি-র দেখানো পথেই হাঁটতে চাইছে মহমেডান। সেইসঙ্গে ভারতীয় কোচ হলে আর্থিক বোঝাটাও কমবে।

বাজবল ছেড়ে অন্য খেলা ইংল্যান্ডের

মন্থর পিচে বুমরাহদের 'পরীক্ষা' নিচ্ছেন রুট

ইংল্যান্ড-২৫১/৪
(প্রথম দিনের শেষে)

লন্ডন, ১০ জুলাই : শচীন তেন্ডুলকারের পোর্ট্রেট উদ্বোধন।

এমসিসি মিউজিয়ামে স্থান পাওয়া স্টুয়ার্ট পিয়ারসন রাইটের রংতুলির ছোঁয়ায় ফুটে ওঠা পোর্ট্রেটের পর্দা ওঠালেন স্বয়ং মাস্টার ব্লাস্টারই। লর্ডস বেলের দড়িতে টান দিয়ে ম্যাচ শুরুর বার্তাও শচীনের হাত ধরে।

সস্ত্রীক মাঠে বসে খেলাও দেখলেন আধুনিক ডন। তার মাঝে পূর্বসূরি ফারুখ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলোচনা। কমেন্ট্রি বক্সে বার্থ-ডে সেলিব্রেশন সুনীল গাভাসকারের। দুই কিংবদন্তিকে ঘিরে বৃহস্পতিবারের ক্রিকেট মক্কা সকাল থেকেই যেন ভারতময়।

বাইশ গজে যদিও আশা-নিরাশার দোলাচল। শুরুটা অধিনায়ক হিসেবে শুভমান গিলের টস হারের হ্যাটট্রিকে। হেডিংলে, বার্মিংহামের পর লর্ডসেও কয়েন যুদ্ধে জয়ী বেন স্টোকস। তবে প্রথম দুই টেস্টে ফিল্ডিং নেওয়ার চেনা রাস্তায় এদিন হাঁটেননি। সিরিজে প্রথমবার ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত।

টসে জিতলে কী করতেন? যে প্রশ্নে শুভমান অবশ্য দ্বিধায় ছিলেন। ব্যাটিং না বোলিং, লর্ডসের পিচে কী সঠিক পদক্ষেপ, তা নিয়ে একশো ভাগ নিশ্চিত নন, জানিয়েও দিলেন। তবে বোলিংয়ের চ্যালেঞ্জে প্রথম সেশনকে কাজে লাগানোর আত্মবিশ্বাস।

যদিও নীতীশ কুমার রেড্ডির জোড়া ধাক্কা বাদ দিলে লর্ডসের মন্থর পিচে উইকেটের জন্য প্রথম দুই সেশনে কার্যত হাপিত্যেশ করা। বাজবল ছেড়ে ইংরেজ ব্যাটাররা 'ওল্ড ফ্যাশন' টেস্ট ব্যাটিংয়ের খোলসে ঢুকে পড়েন। টিকে থাকার মরিয়া প্রয়াস। ওলি পোপ, জো রুটরা তাঁদের কাজে অনেকটা সফলও। লাঞ্চে ৮৩/২। মাঝের সেশনে কোনও উইকেট অটুট রেখে দলকে ১৫৩/২-এ পৌঁছে দেন। চা পানের বিরতির পর কিছুটা স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে।

অর্ধশতরানের পর জো রুট (বাঁয়ে)। বাঁ হাতের আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ঋষভ পন্থ। বৃহস্পতিবার লর্ডসে।

এক ওভারে বেন ডাকেট ও জ্যাক ক্রলিকে ফিরিয়ে উল্লাস নীতীশ কুমার রেড্ডির।

৩৫ ওভার প্রতীক্ষার পর পোপকে (৪৪) আউট করে ১০৯ রানের পার্টনারশিপ ভাঙেন রবীন্দ্র জাদেজা। পরিবর্ত উইকেটকিপার ধ্রুব জুরেল তৎপরতায় ক্যাচ তালুবন্দি করেন। বাঁ হাতের তর্জনিতে চোট পান ঋষভ। ম্যাজিক স্প্রে, শুশ্রূষা চলে। কিন্তু মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন ঋষভ। কিছুক্ষণ পর জসপ্রীত বুমরাহ ম্যাজিক। মন্থর পিচে প্রথম দুই সেশনের উইকেটের জন্য সবরকম প্রয়াস চালিয়ে উইকেট পাননি। অন্তিম সেশনে অপেক্ষার অবসান। বুমরাহ-শক্তিশেলে ভেঙে খানখান হ্যারি ব্রুকের (১১) রক্ষণ। তবে মন্থর পিচে বুমরাহদের পরীক্ষা নিলেন রুট। ৬৭তম হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করার পর টেস্টে ৩৭ নম্বর শতরানের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রুট (অপরাজিত ৯৯)। সঙ্গী অধিনায়ক বেন স্টোকস (৩৯)। প্রথম দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ২৫১/৪।

লর্ডস টেস্টে ভারতীয় দলে একটা পরিবর্তন-প্রসিধ কৃষ্ণর জায়গায় বুমরাহর প্রত্যাবর্তন। ইংল্যান্ড গতকালই প্রথম এগারো (জোশ টাঙ্গের বদলে জোফ্রা আর্চার) ঘোষণা করে দিয়েছিল। টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সময় স্টোকসের মুখে লর্ডসে ভারত-বধের আত্মবিশ্বাস।

টেস্টের প্রথম ঘণ্টা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। লর্ডসেও। যদিও প্রথম ঘণ্টায় উইকেটহীন বুমরাহ সমৃদ্ধ ভারতীয় বোলিং ব্রিগেড। তবে বুমরাহদের দোষ দেওয়া যাচ্ছে না। মন্থর, টু-পেসড উইকেটে নতুন বলে বুমরাহ, আকাশরা যদিও চেষ্টার কসুর করেননি। বারবার ব্যাটারদের পরাস্ত করলেন। একাধিকবার ব্যাটের কানে ছুঁয়ে বল ফিল্ডারদের সামনে পড়ল। ১৪তম ওভারে প্রথম শিকার। শুভমানের মাস্টারস্ট্রোক। আক্রমণে নিয়ে আসেন অনিয়মিত পেসার নীতীশকে। তৃতীয় বলেই সাজঘরে বেন ডাকেট (২৩)। অনসাইডের বলে পুল করতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে বসেন।

রেশ ফুরোনোর আগেই ইতি জ্যাক ক্রলির (১৮) ধৈর্যশীল ইনিংসে। হালকা সুইং এবং বাড়তি বাউন্স-ব্যাটের কানা ছুঁয়ে সোজা ঋষভের দস্তানায়। ৪৩/০ থেকে ৪৪/২। জোড়া ধাক্কায় কিছুটা স্বস্তি। জোড়া শিকার শুধু নয়, লম্বা সুইংয়ে (বুমরাহকেও পিছনে ফেলে দেন) পরীক্ষা নিচ্ছিলেন ইংরেজ ব্যাটারদের। লাঞ্চের আগে চাপটা বজায় রাখলেও উইকেট আসেনি। ২৫ ওভারে ৮৩/৩। ওভার পিছু গড়ে ৩.৩২ রান, বাজবল জমানায় ম্যাচের প্রথম সেশনে যা সর্বনিম্ন। লাঞ্চের পরও বাজবল ছেড়ে উইকেটে টিকে থাকার প্রয়াস পোপ-রুটের। তবে টু-পেসড উইকেটে ভারতীয় বোলারদের সামনে কখনও নিশ্চিত লাগেনি পোপদের।

বিশেষত রুট। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে ৩০০০ রানের নজির গড়া দিনে প্রথম থেকে বেশ নড়বড়ে। গতির হেরফেরে শটের টাইমিংয়ে দৃষ্টিকটু ভুলচুক। গাভাসকারের দাবি, বুমরাহরা যে চাপ তৈরি করেছিল, শুরুতেই রুট, পোপদের উইকেট আসা উচিত ছিল। প্রথম দুই সেশনে বারবার ভাগ্যের কাছে আটকে যাওয়ার ছবিটা কিছুটা বদলায় চায়ের পর। রবীন্দ্র জাদেজা-বুমরাহর জোড়া ধাক্কায় ১৫৩/২ থেকে প্রতিপক্ষকে ১৭২/৪ করা। তবে প্রথমদিনের লর্ডসে বোলিংয়ের পুরো ফায়দা তোলার প্রত্যাশা তাতে কতটা মিটবে বলা কঠিন।

তাসখন্দে প্রস্তুতি ম্যাচ মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুলাই : তাসখন্দে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা দল। অগাস্টে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্যই এই প্রস্তুতি। আগামী ১৩ ও ১৬ জুলাই এই দুই ম্যাচের জন্য দলের সুইডিশ কোচ জোয়াকিম অ্যালেক্সন্দারসন ২৪ জনের নাম ঘোষণা করলেন। এদিনই রাতে তাসখন্দ রওনা দিল দল। শুক্রবার তাঁদের পৌঁছানোর কথা।

ঘোষিত দল

গোলকিপার : মোনালিসা দেবী, রিবাংশি জামু, মেলোডি চানু।

ডিফেন্ডার : আলিনা চিঙ্গাখাম, সিন্ডি রেমরুয়াতপুলি, ফ্যাগনেন্সি রিওয়ান, জুহি সিং, নিসিমা কুমারী, রেমি থকচোম, সাহেনা টিএইচ, শুভাঙ্গি সিং, ভিকসিত বাররা।

মিডফিল্ডার : অঞ্জু চানু, আরিনা দেবী, ভূমিকা দেবী, খুশবু কাশীরাম, মোনালিসা সিং, নেহা, পূজা।

স্ট্রাইকার : ববিতা কুমারী, দীপিকা পাল, লিংদেলকিম, শিবানী দেবী ও সুলঞ্জনা রাউল।

জয় ডায়মন্ডের

কলকাতা, ১০ জুলাই : টানা দ্বিতীয় জয়। বৃহস্পতিবার ভবানীপুর এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগে অপরাজিত দৌড় বজায় রাখল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ৩২ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আসে জবি জাস্টিনের পা থেকে।

সেরা সৌমার্য্য, দিব্যাংকা

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের মহকুমা পর্যায়ের দাবায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের সৌমার্য্য সরকার। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হোলি চাইল্ড স্কুলের আকাশ নীল মিত্র এবং অভিরূপ সরকার। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের ধৃতিমান মজুমদার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হোলি চাইল্ড স্কুলের পিনাকী রায় ও তৃতীয় উদয়ন শর্মা। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে প্রথম হিমালয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মুকুন্দ কুমার আগরওয়াল, দ্বিতীয় ফনিন্দ্র দেব বিদ্যালয়ের সৌমজিৎ সিংহ, তৃতীয় হিমালয়ান স্কুলের অ্যাডাম এইচ রোহিত।

অন্যদিকে, মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগের প্রথম স্থানে রয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের দিব্যাংকা ছেত্রী, দ্বিতীয় সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ের কেয়া মজুমদার এবং তৃতীয় সেন্ট্রাল বালিকা বিদ্যালয়ের পল্লবী দাস। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে প্রথম হয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের শোভিকা ছেত্রী, দ্বিতীয় হিমালয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অদ্রিজা রায় এবং তৃতীয় সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ের মধুরিমা রায়।

ট্রফি নিয়ে টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স জুটি। - জসিমুদ্দিন আহম্মদ

চ্যাম্পিয়ন নুজহাত-ঋত্বিকা

মালদা, ১০ জুলাই : মালদা মুসলিম ইনস্টিটিউট টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির একদিনের ওপেন ডাবলস টিটি-তে চ্যাম্পিয়ন হলেন নুজহাত পারভিন-ঋত্বিকা সাহা। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তাঁরা ৩-১ সেটে অন্বেষা পাল-সোনাম খাতুনকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে অন্বেষা-সোনাম ৩-১ সেটে কৌস্তভ দাস-দীপ সাহার বিরুদ্ধে জয় পান। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নুজহাত-ঋত্বিকা ৩-২ সেটে মিত্রজিৎ সাহা-মৌকুমার দত্তকে হারিয়েছেন।

উত্তরের খেলা

মর্নিংকে হারাল যুব সংঘ

তুফানগঞ্জ, ১০ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ ৩-০ গোলে মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে গোল করেন সুরজ কর, সূর্য বর্মন, বিষ্ণু মণ্ডল। ম্যাচের সেরা বিজয় বর্মন। শুক্রবার খেলবে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও বলরামপুর একাদশ।

ম্যাচের সেরা তন্ময় রায়। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

বড় জয় প্লেয়ার্সের

জামালদহ, ১০ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিট ৮-০ গোলে আয়োজকদের জুনিয়ার দলকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন প্লেয়ার্সের তন্ময় রায়। তাদের বাকি গোলগুলি করেন-বিক্রম রায়, দীপঙ্কর রায়, কল্যাণ সরকার ও মনোজ বর্মন। একটি গোল আত্মঘাতী।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে মনোজিৎ দাস। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

মনোজিতের হ্যাটট্রিক

কোচবিহার, ১০ জুলাই : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার দিশা ক্লাব অ্যান্ড ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-০ গোলে মহিষবাথান প্লেয়ার্স ইউনিটকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা মনোজিৎ দাস হ্যাটট্রিক করেন। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

Notice Inviting e-Tender

Tenders are hereby invited by the undersigned vide N.I.T No. WB/APD/APD-II/CHAP-II/01/25-26 **Dated : 10/06/2025 (2nd Call), Dated : 09/07/2025.** Last date & time of Bid submission 18.07.2025 upto 03.00 PM. Details will be available at **www.wbtenders.gov.in website.**

Sd/- Pradhan
Chaparerpar-II G.P

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

20.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66B 72330 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবন অনেক কঠিন ছিল। কিছু স্বপ্ন ছিল যা আমাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল, এই ভেবে যে সেগুলো কখনোই বাস্তবে রূপান্তরিত হবে না। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির মাধ্যমে আমি কোটিপতি হওয়ার পর এখন সবকিছু বদলে গিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা কৃষ্ণাণু রানা - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জিতল শিবাজি

রায়গঞ্জ, ১০ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে বৃহস্পতিবার শিবাজি সংঘ ২-১ গোলে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শিবাজির ভীম হেমরম ও মঙ্গল মুর্মু গোল করেন। অরবিন্দর গোলটি অজিত কিস্কুর। ম্যাচের সেরা শিবাজির বিপ্লব বেদিয়া। শুক্রবার খেলবে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব এবং অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস।

ম্যাচের সেরা হয়ে বিপ্লব বেদিয়া। ছবি : রাহুল দেব

জুবিনের দাপট

মালদা, ১০ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার পিবিপিজেকে ক্লাব ৩-০ গোলে পাবনাপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা জুবিন টুডু। অন্যটি সুকুমার হেমব্রমের। অন্য গুনগাঁও একাদশ ২-০ গোলে হানগ্রাম আদিবাসী মিলন সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন গোবিন্দ হাঁসদা ও ম্যাচের সেরা অজিত হেমব্রম।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে অজিত হেমব্রম।